











# দেবাস্থির

পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক

(মন্মথ রায়) এম-এ

আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ঠার-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত  
প্রথম অভিনয় রঙ্গিনী—১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,  
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা

অসম  
 অসমীয়া চৰিত্ৰাৱলী  
 উত্তৰ অসম চৰিত্ৰাৱলী  
 ২০৭/১১ কলিকাতা টি  
 অসমীয়া

অসমীয়া চৰিত্ৰাৱলী  
 উত্তৰ অসম চৰিত্ৰাৱলী  
 ২০৭/১১ কলিকাতা টি, অসম







শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু

আপনি অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে বাহির হইতে  
ডাকিয়া আনিয়া—হাতে নটনাথের নাট-মন্দিরের  
নাটক লেখার লেখনী তুলিয়া দিয়াছেন

আমার “দেবাসুর”

সেই কথাটি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ চোখে  
আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

—মন্মথ রায়



## লেখকের কথা

আমার “চাঁদ সদাগর” নাটকের ছায়া “দেবাস্বর”ও আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এর উৎসাহে এবং উদ্যোগে লিখিত হইয়া, গত শনিবার, ১৫ই বৈশাখ, মহা সমারোহে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে দেবাস্বর-সংগ্রামের যে সূত্রচূর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগের দেশী বিদেশী দুই একটি আখ্যানের রূপ-রেখা আমার পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে খুব ভুল করা হইবে কি না জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনেকস্থলে আমার পরিকল্পনা পুরাণের বিরোধীও বটে।

আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী দধীচির আত্মদান-আখ্যানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, মুগ্ধচিত্তে তাঁহার দেওয়া সেই ইঙ্গিত আজ স্মরণ করিতেছি। এতদভিন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিকাশ রায় চৌধুরী, স্কটিসচার্জ কলেজে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বাগচি আমার এই নাটক প্রণয়নে যে সব উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সৌভাগ্যক্রমে আমার গানের রিক্ততা ছিল বলিয়াই আমার নাটক, খ্যাতনামা কবি আমার সোদরোপম শ্রদ্ধেয় বান্ধব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের গীত-

লেখার মধুপাত্র হাতে পাইয়াছে। প্রার্থনা করি আমার গানশূন্য জীবনে তিনি যেন চিরকাল এমনি করিয়াই স্নেহ-বর্ষণ করেন। আর্টের নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অম্বরবালাদের একটি গান লিখিয়া দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড সেক্রেটারী অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকের প্রযোজনা কার্য্যে যেরূপ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু এই কথাই মনে পড়ে যে তাঁহারা আমাকে আন্তরিক ভালোবাসেন, তাঁহাদের প্রতি মামুলি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে সেই আন্তরিক প্রীতি স্নেহের অমর্যাদা হইতে পারে আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

প্রকৃত-আচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তক আমার পরম প্রিয় শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ, যেসব বন্ধু এবং বান্ধব আমাকে এই নাটক প্রণয়নে উৎসাহ উপদেশ প্রেরণা এবং সাহায্যদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ অন্তরে আজ শুধু এই কথা নিবেদন করি “ইহাই শেষ নহে, আরো চাই।”

“বরদা-ভবন”  
বালুরঘাট ( দিনাজপুর ),  
১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৫

মন্মথ রায়

## সঙ্কানীপত্র

[ \* ঋগ্বেদ উল্লিখিত দেবাস্থর-সংগ্রাম ভারত ইতিহাসে আৰ্য্য-অনাৰ্য্য যুদ্ধরূপে পরিচিত, তাহারই ছায়ায় এই দেবাস্থর নাটক রূপ পাইয়াছে । \* ]

## পাত্র পাত্রী

ইন্দ্রদেব	...	দেবরাজ ।
দধীচি	...	ঋষিশ্রেষ্ঠ ।
দশ	}	অশ্বিনীকুমারদ্বয় ... ঐ শিষ্য ।
নাসত্য		
ঋষ্টা ( বিশ্বকর্মা )	...	দেবশিল্পী ।
ব্রহ্মাস্থর	...	অস্থর-সম্রাট ।
বলাস্থর	...	ব্রহ্মাস্থরের কৃতদাসতুল্য ভ্রাতা ।
পিপ্র	}	...
উরগ		
কুশব		
সূর্য্য	...	সূর্য্যদেব-তুহিতা ।
উষা	...	উষাকালের দেবী ।
শচী	...	ভূতপূর্ব্ব অস্থররাজ পুলোমনের

কন্যা পৌলমী । ব্রহ্মাস্থর কর্তৃক পুলোমন নিহত হইলে পৌলমী দধীচি কর্তৃক পালিতা হইয়া শচী আখ্যা প্রাপ্ত হন ; পরে ইন্দ্রদেবের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া ইন্দ্রাণী রূপে পরিচিতা হন ।

এতদ্ভিন্ন—বরুণদেব বায়ুদেব প্রভৃতি দেবগণ । ঋষ্টার শিষ্য ঋতুগণ । অস্থরগণ । দধীচির পালিতা কন্যা রৈভী । অস্থরবালাগণ ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অভিনয়কালে নাটকের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত বা  
৪ ।



দেবাসুন্ন





ମିତ୍ର ଅକ୍ଷ



দৃশ্য :—

দূরে তুষারমণ্ডিত পর্বত-শিখর দেখা যায়। অরণ্যানীর প্রান্তে দেবজয়ী অশ্বর-সম্রাট  
ব্রহ্মাসুরের পাৰাণ-দুৰ্গ। দুৰ্গের একটি বিস্তীর্ণ লৌহ-বাতায়ন উন্মুক্ত।

শেষরাত্রি। সূর্য্য দুৰ্গমধ্যে বন্দিনী। শৃঙ্খলিতা সূর্য্য বাতায়নে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া  
রহিয়াছেন।

বাতায়ন-নিম্নে সূর্য্যার প্রহরীরূপে বলাহর। বলাহর তল্লাস চুলিয়া পড়িতেছিল।

উষার সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বলাহর ক্রমে সচেতন হইল। সে  
সূর্য্যার দিকে চাহিয়া দেখে, সূর্য্য ঐ বাতায়নেই ভর দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বলাহর  
সূর্য্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল; কিন্তু, সূর্য্যার ঘুম বাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তৎ-  
সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে সে বামপার্শ্বের সোপান-পথে অস্ত্র চলিয়া গেল।

উষার সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। উষার আলোও ফুটিয়া উঠিল। “ব্যাপনশীল বিচিত্র  
দীপ্যমান” উষাদেবী ধরার বুকে অবতীর্ণ হইয়া “নর্তকীর স্তায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং  
গাভী ঘেরাপ (দোহনকালে) স্বীয় উৎস (দুগ্ধাধার) প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয়  
বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্ন, শুভ্র-বসনা আকাশহুহিতা, অক্ষকার  
দূর কর্ত্তব্য: দর্শনগোচর হইয়াছেন।”

## উষার গান

আমি হেথায় গাইতে আমি তরুণ আলোর গান ।

নিত্য নীরব নিশার শেষে, এইটুকু মোর দান ॥

নীল আকাশের জ্যোতির মেয়ে,

পূব-সাগরে এলেম নেয়ে

মুখের পানে চেয়ে আমার

মুগ্ধ ধরার প্রাণ ॥

শুভ্রহাতে রঙীন বেশে,

আমি যখন দাঁড়াই এসে

দিগন্তের ঐ আঁধার দেশে

মুগ্ধ হাসির বাণ ॥

উষার নৃত্যগীতে সূর্য্য জাগিয়া উঠিয়াছেন ; উষা নৃত্যগীত শেষে অস্তহিতা

হইতে যাইবেন এমন সময় সূর্য্য আর্দ্রবরে উষাকে ডাকিলেন ।

সূর্য্য ! উষা ! উষা !

উষাদেবী ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথা হইতে

কে তাহাকে ডাকিতেছে ।

সূর্য্য ॥ উষা ! উষা !

উষা ॥ [ এইবার দেখিতে পাইয়া ]...তুমি !...তুমি !...তুমি সূর্য্য

এখানে ! তোমায় কত খুঁজেছি, বনে বনে, পথে পথে, নদীর পাশে  
ঝর্ণার ধারে, পাইনি, কোনখানেই তোমায় পাইনি ।...এসো, নেমে  
এসো, .....চলে এসো !

সূর্য্য ॥ [ শৃঙ্খলিত হাত দুখানি তুলিয়া দেখাইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে ]...আমি বন্দিনী !...ওগো উষা ! আমি বন্দিনী !

উষা ॥ বন্দিনী !...তু—মি বন্দিনী ! ..কার এত সাহস ?...কি তার নাম ?

সূর্য্য ॥ বন্দিনী ! আমি বন্দিনী ! ..বিধদেব সূর্য্যের মেয়ে আমি .. তবু...আমি বন্দিনী !

উষা ॥ কার এই হুঃসাহস ? কার এই হুর্গ ?

সূর্য্য ॥...মেঘের মতো তার রূপ !...আগুনের মতো তার চোখ ! ঝড়ের মতো তার গতি ।.. দস্যু সে ..দৈত্য সে...রাক্ষস সে !

উষা ॥...কে সে ?...শষবাসুর সরস্বতী-পারে দেবতার স্বথ-স্বর্গ চুরমার করেছে । ..আমার নৃপুরুষনি শুনে দেবতারা জেগে উঠে সামগান গাইত...শষরের অত্যাচারে সেখানে দেবতার আর ঠাঁই নেই,—আজ সেখানে দৈত্যের তাণ্ডব-নৃত্য দেখি ।...তবে এ কি সেই শষরের পুরী ?

সূর্য্য ॥ শষব নয়, শষর নয় ।...এ তার চাইতেও ভীষণ । . তুমি একে দেখো নি...তুমি একে দেখো না...পালাও . পালাও —

উষা ॥ তবে কি নমুচি দৈত্য ?...দৃশ্যদ্বতীর তীরে দেবতারা যখন যজ্ঞ করতেন, আকাশ-বাতাস যজ্ঞের ধূমে ছেয়ে যেত । তারি আড়ালে লুকিয়ে এসেছিল সে ।.. যজ্ঞভূমি রক্তে ভেসে গেল । দৃশ্যদ্বতীর জল রক্তরাঙা হয়ে দেবতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল ।...এই তবে সেই নমুচির পুরী ?

সূর্য্য ॥ নমুচি নয়, নমুচি নয় । . তুমি একে দেখো নি, তুমি একে দেখো না...পালাও...পালাও—

উষা ॥ পালাব না, আমি তাকে দেখব । অসুররা দেবভূমি জয়

করেছে।...দেবতারা তাও সহ করে পাহাড়ের গুহায়, বনের অন্তরালে লুকিয়ে দধীচি ঋষিকে পুরোহিত করে নতুন করে তপস্শা করছে।... কিন্তু—তোমায় হারিয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। আকাশে কতাসে কামার রোল উঠেছে। স্বর্ঘ্যঠাকুর লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন। ইন্দ্রদেব তোমার পথ চেয়ে আছেন। বরুণদেব কালোজলের অতল বুকে তোমায় খুঁজে মরছেন।... দধীচি ঋষি তপস্শা ছেড়ে পথে বের হয়েছেন। অশ্বীরা দুই ভাই ফেপে উঠেছে, চোখে ঘুম নেই, সারাটি রাত বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু চীৎকার করে ডাকছে “স্বর্ঘ্যা! স্বর্ঘ্যা! কোথায় তুমি!” কথা কও! দেখা দাও!”

স্বর্ঘ্যা।...সর্বনাশ! ওগো উষা...ফেরাও...তাদের ফেরাও!

উষা।...কেমন করে ফেরাব?...কেন ফেরাব?

স্বর্ঘ্যা।...ফেরাও...ফেরাও!...এ শব্দ নয়, নমুচি নয়, শুষ্ক নয়, এ তাদের রাজা। পুলোমনকে বধ করে সে আজ অশুরের রাজাধিরাজ। শোননি তার নাম? শোননি তার কথা?

উষা।—ব্রহ্মাসুর?

স্বর্ঘ্যা।—ব্রহ্মাসুর।

উষা। সর্বনাশ!...দধীচি ঋষির আশ্রমে পুড়িয়ে দিয়েছে সে।...তার ভাই বলাসুর—

স্বর্ঘ্যা।...আছে, আছে, সেও আছে। উঃ...[ভয়ে চোখ বুজিয়া]  
রাক্ষস সে!

উষা। দধীচি ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা ঋষির গোধন ছিল।...লুট করে এনেছে সে।

সূর্য্য ॥ আর শচী ? শচী ? ঋষির মেয়ে ?

উষা ॥ বৃকে করে রাখেন ঋষি তাকে ।...কোন ভয় নেই তার ।...  
কিন্তু আর কথা নয় ।...আমি চললুম । দৈত্যরা এখনি জেগে উঠবে ।...  
তার পূর্বে আমি দেবতাদের খবর দিয়ে নিয়ে আসছি এখানে !...  
[ প্রস্থানোক্ততা ]

সূর্য্য ॥ না—না—না— ।

উষা ॥ [ ফিরিয়া ] কেন ?

সূর্য্য ॥ ..পাষণ ! পাষণ ।...পাষণ এই দুর্গ । ..তার চাইতেও  
পাষণ সেই দস্যুরাজ !...আগুনের মতো তার চোখ ! কালো মেঘের  
মতো তার রূপ ।...আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠছে ।...না—না—না ।

উষা ॥...ভয় নেই ।...কোন ভয় নেই । তোমাকে উদ্ধার না  
করলেই নয় ।...তোমাকে পেয়ে দেবতার দীপ্তি ছিল ।...তোমাকে হারিয়ে  
দেবতার সেই দীপ্তি নেই ।...সুরলোকের হাসি আজ এই অন্ধকার পাষণ  
কারাগারে বন্দি ।...উদ্ধার চাই, তোমার উদ্ধার চাই ।...আমি চললুম ;  
ঐ...কে আসে ! ..ওরে সূর্য্য ! সাবধান ..খুব সাবধান...

[ অন্তর্ধান । ]

\*

\*

\*

\*

ধীরে ধীরে বলাসুরের প্রবেশ । তাহাকে দেখিবারাত্র

সূর্য্য আতর্জনাদ করিয়া উঠিল ।

বলাসুর ॥ [ ভক্ত যেমন দেবতার সম্মুখে, উপস্থিত হয়, বলাসুরও  
তেমনি সূর্য্যার বাতায়ন-নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল । সূর্য্য তাহাকে



দেখিয়াই সভয়ে ছুইহাতে মুখ ঢাকিলেন। ] ওরে আমার আগুন ! . ওরে আমার আলো ! ...দয়া কর ! দয়া কর ..আমার দিকে একটিবার ফিরে চা... !

স্বর্ঘ্যা ॥ [ তজ্রপ অবস্থাতেই রহিলেন। ]

বলাস্বর ॥ ওরে আমার আগুনের ফুল্কি ! ওরে আমার আলোর চক্ৰমকি ! তোর মুখে কি কথা নেই ? ...কথা বল কথা বল। তোর জন্ত মহা ফুলের মধু এনেছি, কেয়া ফুলের তোড়া এনেছি, একটিবার আমার দিকে তাকা—!

স্বর্ঘ্যা ॥ তুমি যাও...তুমি যাও...নইলে আমি মরলুম !

বলাস্বর ॥ ..চলে আয়, তুই আমার সঙ্গে...ঐ বনে . যেখানে মহা ফুটেছে হাজার হাজার, মোমাছি জুটেছে লাখে লাখ .., মাতাল হয়েছে ওরা ! মাতাল হয়েছে ওরা ! ...আয় ! আয় ! আয় ! মহার তাজা মদ নিবি আয় ! আমি তোকে বাটিভরা দুধ দেব খেতে ! একপাল গরু এনেছি লুটে !

স্বর্ঘ্যা ॥ দস্য তুমি ! অন্ধার গোধন হরণ করেছ তুমি ! ...দম্বীচি ঋষির আশ্রম লুট করেছ তুমি ! ...মরবে, তুমি মরবে !

বলাস্বর ॥ মরতে আমি খুব পারি যদি তুই আমার ভালোবাসিস। বাসবি ? বাসবি ? ...

স্বর্ঘ্যা ॥ ওরে বান্দু ! ...স্বর্ঘ্যের মেয়ে আমি...বাবা তোকে পুড়িয়ে মারবে ! পুড়িয়ে মারবে !

বলাস্বর ॥ রাগ করিস কেন তুই আমার ওপর ? ...কি করেছি আমি তোর ? ...শুধু তোর মুখের কথা শুনতে চাই ! শুধু তোর চাহনিটুকু

চাই!...এটুকুও কি দিবনে তুই আমায়?...আমি যে তোকে সব...স—ব দিতে পারি!...কি চাস তুই? কি চাস তুই?

স্বর্ঘ্যা ॥ আমি চাই মুক্তি।...ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও আমায়! ওগো দস্যু...দয়া করে ছেড়ে দাও আমায়!

বলাস্বর ॥...দিতুম! আমি দিতুম!...[ ঋণেক থামিয়া ] কিন্তু, তোকে তো আমি ধরে আনি নি! এনেছে বৃহন্নজা!...আমি তার সঙ্গে জোরে পারি নে...!...জোয়ান...পাহাড়ের মত...লোহার মত...! উঃ না...কেমন করে তোকে ছেড়ে দেব!...ও আমাকে হারিয়ে দিয়েছে!...যদি না হারতুম...আমি হতুম রাজা, তোকে করতুম রাণী...বুকে করে রাখতুম...না...না...ছেড়ে দিতুম...ছেড়ে দিয়ে তোর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতুম!

স্বর্ঘ্যা ॥ তোমায় দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে! তুমি দূর হও... দূর হও...

বলাস্বর ॥ আমাকে দেখে তোর ঘেন্না হয়? কি করব রে আমি!...আমি কালো...বড় কালো!...আর দুধের মতো তোর রং!...তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে! কে দিয়েছে তোকে ঐ রং? আমি পূজা করি তাকে!...[ ঋণপর ] কে দিয়েছে আমাকে এই কালো রং?...জানিনে! আমি জানিনে! হাঁ, আমি কালো, বড়ই কালো, তাই...তাই...তাই তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে, তাই...তাই...তাই তোকে অত ভালোবেসেছি!

বৃত্রাসুরের প্রবেশ। বৃত্রাসুর আদিম অনার্য্য রাজার উপযুক্ত বেশে সুসজ্জিত।

বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই সূর্য্য্য আবার সমস্তে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন

“ও—হো—হো”! এবং তৎক্ষণাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

বৃত্রাসুর॥ চমৎকার!...[ বলাসুরকে ] ওরে মূর্খ! কাকে ভালোবেসেছিস? ও যে দেবতার মেয়ে! তুই যে অসুর!

বলাসুর॥ [ লজ্জিত হইয়া অবস্থান। ]

বৃত্রাসুর॥ ওরা আমাদের ঘৃণা করে।...ওদের চামড়া দেখাছিসনে ছুঁইব নন্তো সাদা।...ওরা আমাদের ঘৃণা করে।...ওরা বলে ওরা সভ্য, আমরা অসভ্য!...ওরা আর্য্য, আমরা অনার্য্য! ওরা দেবতা, আমরা দহ্ম্য।...ওরা মিশবে না, ওরা আমাদের সঙ্গে মিশবে না।...ওরা বলে আমরা সৃষ্টির অভিশাপ! আমরা আমাদের এই কালো চেহারায় এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করেছি! তাই ওরা আমাদের ধ্বংস কর্ত্তে চায়, বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়, শিশুকে হত্যা করে,...এই ওদের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে শেষে ওরা আমাদের বলে, যদি বাঁচতে চাও, আমাদের ক্রীতদাস হও, আমাদের সেবা কর,...যা বর্কর, কর ওদের সেবা...দাসত্ব কর...ওরে কালো! ঐ আলোর আলোয়ার পেছনে পেছনে ছুটে যা...প্রেম কর...বা—

বলাসুর॥...যাব না, আমি যাব না, কিছু,...[ সূর্য্য্যাকে দেখাইয়া ] দাও ওকে ছেড়ে দাও...ঐ দেখ...ও কাঁদছে! দাও...দাও...ছেড়ে দাও...ওকে ছেড়ে দাও—

প্রহরী-বেষ্টিত দধীচি ঋষির প্রবেশ

দধীচি ॥ ছেড়ে দাও...ওকে ছেড়ে দাও...যদি নিজের মঙ্গল চাও,  
যদি অশুরকুলের মঙ্গল চাও, সূর্য্যাকে মুক্ত কর—

সূর্য্য ॥ ঋষিরাজ ! ঋষিরাজ ! আমায় মুক্ত কর...আমায় বাঁচাও !

ব্রহ্মাসুর ॥...[ তীব্র দৃষ্টিতে ঋষির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ]  
দধীচি ঋষি ? চিনেছি ।...তোমারই প্রতীক্ষায় আমি পথ চেয়েছিলুম ।  
জানতুম হুঁ তুমি আসবে ।...তোমায় মধুবিষ্ঠার কুশল তো ?...তোমার  
শিষ্য দুটি কোথায় ? আমি যে তাদেরও চাই ।...মধুবিষ্ঠা প্রভাবে  
মরা মানুষ বাঁচানো যায়, কিন্তু, জ্যান্তো মানুষ মারা যায় না কেন ঠাকুর ?  
তবেই তো...

দধীচি ॥...যাবে, তাও যাবে । যেদিন তোমার অত্যাচারের মাত্রা  
পরিপূর্ণ হবে, সেইদিন...তাও যাবে । যদি মঙ্গল চাও...সূর্য্যাকে  
মুক্ত কর—

ব্রহ্মাসুর ॥ মঙ্গলটা কি শুনি !

দধীচি ॥ সূর্য্যের আলোক ।...কাকে তুমি শৃঙ্খলিত করেছ জানো না  
কি মূর্খ ?

ব্রহ্মাসুর ॥ সূর্য্যের আলোক 'কি শুধু অশুরেরই প্রয়োজন ?...  
তোমাদের বৃষ্টি ও আলোক অনুবণ্টক ?

দধীচি ॥...অষ্ট তবে রসাতলে যাক—

ব্রহ্মাসুর ॥...তোমাদেরও তবে সাথী পাব ।...এক সঙ্গেই যাওয়া  
যাবে !

দধীচি ॥ তবে তুমি সূর্য্যাকে মুক্তি দিতে সম্মত নও ?

ব্রহ্মাসুর ॥ সম্পূর্ণ সম্মত ।

দধীচি ॥ • তবে দাও—

ব্রহ্মাসুর ॥ দিচ্ছি ।...একটা গল্প শোনো । পুলোমন নামে আমাদের একজন রাজা ছিলেন ।

দধীচি ॥...গল্প !...তুমি তাকে স্বহস্তে হত্যা করেছ ।

ব্রহ্মাসুর ॥ করেছি না কি ?...তাই তো, কেন করেছিলুম !...শোনো । তার এক মেয়ে ছিল ।...অপরূপা রূপসী ছিল সে । কোথা হতে কেমন করে অসুরের ঘরে ‘দেবতার ও চোখ ঝলসে-দেওয়া’ ঐ রূপ এল, ভেবেই পাইনি ! এমনি ভেবে দেখেছি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ভেবে দেখেছি... তবু বুঝিনি কেন এল অসুরের আঁধার ঘরে ঐ অপূর্ব আলো !...শুধু মনে হয়েছে সমুদ্রের নীল জলের আভা আছে তার রঙে, জ্যোৎস্নার আভা আছে তার মুখে, তারার দৃষ্টি আছে তার চোখে !...তাকে যখন দেখতুম তখনো স্বপ্ন দেখতুম...তাকে যখন দেখতুম না, তখনো স্বপ্ন দেখতুম !

দধীচি ॥...কিন্তু সে স্বপ্ন কি আজো ভাঙে নি ?...সে তো সেই দিনই ভাঙবার কথা যেদিন তোমার সেই স্বপ্নসুন্দরীরই পিতাকে...তোমার পিতৃতুল্য সেই বৃদ্ধ রাজাকে রাক্ষসের মতো হত্যা করেছিলে তুমি !

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঁ...করেছিলুম । একদিন তিনি...আমায় ব্যঙ্গ করে বললেন “আমার মেয়ের দেবতার মতো রূপ । দেবতার সঙ্গে দেব তার বিয়ে ।” তিনি ঘটকালি করবার জন্ত এক ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে তার পুরীতে এনে পূজা করলেন । ঋষির নাম ছিল...হাঁ, মনে আছে...আমি তাকে আপাদমস্তক চিনে রেখেছিলুম...সেইদিনই তার রক্ত পান কতুম

...কি তার নাম? হাঁ...বেশ মনে আছে...তার নাম “দধীচি”!...কি বলো ঋষিবর?

দধীচি ॥ হাঁ, তার নাম দধীচি।...দেবতা-অসুরের মিলনপ্রার্থী পুলোমন রাজার ক্রতুর বিবাহে পৌরোহিত্য করা আমি পরম গৌরব মনে করেছিলুম সে কথা আজও তোমার সম্মুখে অকুতোভয়েই বলছি।...সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করছি...পুলোমনকে হত্যা করে দেবতা-অসুরের সেই মিলন-মাল্য ছিন্ন করবার অপকীর্তি যুগে যুগে বহন করবে তুমি!

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিবর, সে অপকীর্তি আমি সাদরে বহন করব! আরও শোনো ঋষিবর, অসুরের কত্তা দেবতার শুভ্রবর্ণের মোহে কুলত্যাগ করে না।...আপনি তাকে বন্দিনী করে রেখেছেন!

দধীচি ॥ বন্দিনী!...তুমি তার পিতাকে সভামধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে রাক্ষসের মতো হত্যা করলে...অন্তঃপুরে বসে আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই মাহুতীনা পৌলমীকে নিয়ে—

বৃত্রাসুর ॥—পালিয়ে গেলেন আপনার আশ্রমে। তার পর...

দধীচি ॥ কতানির্কিশেষে আমি তাকে পালন করেছি।...তাকে বেদ শিক্ষা দিয়েছি, ধর্মবিজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছি...

বৃত্রাসুর ॥ আর তোমার মধুবিজ্ঞা?

দধীচি ॥...প্রয়োজন হয়, তাও দেব।

বৃত্রাসুর ॥ না হয় আমার সঙ্গে তার বিবাহে তার পালক পিতা ঐ বিজ্ঞাটা যৌতুকই দিলেন! কি বলো?...

দধীচি ॥ তোমার সঙ্গে তার বিবাহ?

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ!...কেন? কালোয় কালোয় কি জানায় না?

দধীচি ॥ এ বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারি না—কখনই না...

বৃহাস্থর ॥ কেন ?

দধীচি ॥ তুমি তার পিতৃহস্তা—

বৃহাস্থর ॥ সে তা জানে না—

দধীচি ॥ আমি এবার বলব—

বৃহাস্থর ॥ বলবার পথ রুদ্ধ । হয় সম্মতি দাও...না হয় মৃত্যু বরণ  
কর ।...

দধীচি ॥ আমার সম্মতি পেলেও সে তোমায় বিবাহ করবে না দস্থ্য !  
...তার সে শিক্ষাই নয়—

বৃহাস্থর ॥ শোনো ঋষিবর ! আমি তার সঙ্গে গোপনে বছবার দেখা  
করেছি, বিবাহের প্রস্তাব করিনি শুদ্ধ এই দেখে . যে অতি তুচ্ছ কাজেও  
সে তোমার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকে ।.. আজ আমি তোমার সেই  
সম্মতি চাই ।

দধীচি ॥ ...আমি তোমার প্রলাপ বচন শুনতে আসি নি ।...জানতে  
এসেছি তুমি সূর্য্যাকে মুক্ত করবে কিনা ?

বৃহাস্থর ॥ শোনো ঋষিরাজ ! আমিও তোমার প্রলাপ বচন শুনতে  
চাইনে । আমি জানতে চাই তুমি আমার সঙ্গে তার বিবাহে সম্মতি  
দেবে কি না ? তারই উত্তরের উপর নির্ভর করে দধীচির জীবন আর  
সূর্য্যার মুক্তি ।

দধীচি ॥ [ স্তম্ভিত হইলেন । ]...বটে !

বৃহাস্থর ॥ [ ব্যঙ্গে ] হাঁ !

দধীচি ॥ আমার উত্তর “না ।”

সূর্য্য। ॥ ঋষিরাজ ! ঋষিরাজ !

দধীচি ॥ না !

ব্রহ্মাসুর ॥ [ সূর্য্যার প্রতি চাহিয়া ]... ভয় নেই সুন্দরী ! এখনি  
উনি বলবেন “হাঁ” ।... [ দধীচিকে ]... বলো “হাঁ”—

দধীচি ॥ “না” !

ব্রহ্মাসুর ॥ বলাসুর !

বলাসুর ॥ রাজা !

ব্রহ্মাসুর ॥ তুমি ঐ রূপসী দেবকন্তার মুক্তি চাও ?

বলাসুর ॥ [ বৃত্তের পদতলে মাথা খুঁড়িয়া ] চাই ! চাই ! চাই !

ব্রহ্মাসুর ॥ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক ।...ওঠ—

বলাসুর ॥ [ উঠিয়া দাঁড়াইল । সূর্য্যার দিকে তাকাইয়া ] কেঁদো না !

কেঁদো না... আর কেঁদো না তুমি !

ব্রহ্মাসুর ॥ [ বলাসুরকে ]... দাঁড়াও ।... মুক্তির ক্ষণেক বিলম্ব  
আছে ।... অগ্রে তুমি আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বিনাবাক্যব্যয়ে পালন  
কর । বুঝলে ?

বলাসুর ॥ [ সোৎসাহে ] অবশ্য করব ।

ব্রহ্মাসুর ॥ এই নাও লৌহকৌলক । এই নাও মুষল । এই লৌহ-  
কৌলক দিয়ে একজনকে ঐ দুর্গপ্রাচীরে বঁধতে হবে । প্রথমে তার  
দক্ষিণ হস্ত । তার পর বাম হস্ত । তার পর... তার পর... তার চরণ  
দুখানি !

সূর্য্য ॥ ও—হো—হো !... কে কোথায় আছ বাঁচাও ! আমার  
বাঁচাও—[ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া বাইয়া বাতায়ন অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন । ]



দধীচি ॥ ভয় নেই...ভয় নেই • [ হুর্গদ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন ।  
বলাসুর বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল । ]

ব্রহ্মাসুর ॥ ওকে নয়...ওকে নয়...[ বলাসুরের প্রতি ] • একে—  
[ দধীচির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন । ]

বলাসুর ॥ [ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো দধীচিকে ধরিয়া তাহার দক্ষিণ  
হস্তের তালু হুর্গপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া লৌহকীলক বিদ্ধ করিল । তীর  
বেগে রক্ত ছুটিল । ]

দধীচি ॥ [ ক্ষীণ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন । ]

ব্রহ্মাসুর ॥ এইবার আমি পৌলম্বীকে চাই ।...পাব ?

দধীচি ॥ না ।

ব্রহ্মাসুর ॥ [ বলাসুরের প্রতি ]—বাম হস্ত ।

বলাসুর ॥ [ আদেশ পালন করিল । ]

ব্রহ্মাসুর ॥...পাব ?

দধীচি ॥ না ।

ব্রহ্মাসুর ॥ না ?

দধীচি ॥ না—না—না—!

ব্রহ্মাসুর ॥ চাই • চাই...তবু আমি চাই!...কিন্তু আমার মাথা  
ঘুরছে!...একি দেখলুম! [ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ] একি!  
একি!...ঐ লৌহ কীলকে কি আমারি হাত বিদ্ধ হয়েছে! \*আমারি কি  
বুক কেঁপে উঠছে? ও—হো—হো...দেখতে পারি না! অসহ...  
অসহ...

বিষম ব্যাকুলতায় বলাসুরকে ইঙ্গিত করিলেন...দধীচিকে সরাইয়া তাহার দৃষ্টির  
অন্তরালে লইয়া যাইতে—বলাসুর তাহাই করিল। সে দধীচিকে  
কীলকমুক্ত করিয়া দৃষ্টের পার্শ্বস্থ নেপথ্যে রাখিয়া আসিল।

বৃত্রাসুর ॥ মহয়া! মহয়া! মহয়া আনো বলাসুর...টাটকা...তাজা...  
[ বলাসুর চলিয়া গেল। ]...ঐ ফলমূল্যাহারী তপশ্চা-ক্লিষ্ট ঋষির দেহ কি  
পাষাণে নির্ম্মিত?...ঐ শুষ্ক দেহের আবরণে যে অস্থি আছে...তাতেই কি  
লুকিয়ে আছে সেই তেজ, সেই শক্তি, যা আজ এই কঠিন কঠোর  
নির্ম্মম হৃদয় কাঁপাল...টলাল...শতধায় চূর্ণ করে দিবে গেল!

[ অস্থির চিন্তে পাদচারণা। ]

বৃত্রাসুর ॥ [ সহসা উত্তেজিত ভাবে আপনমনে ] তবু...চাই...  
চাই...ঐ নারী আমি চাই—ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে পারি তবু  
ঐ নারী আমি চাই—

[ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ ]

একজনের নাম “দশ”, আর একজনের নাম “নাসত্য”। উভয়ে দেখিতে  
একরূপ, কারণ উভয়ে যমজ ভ্রাতা।

উভয়ে এক সঙ্গে ॥ পাবে না! তুমি পাবে না!

বৃত্রাসুর ॥ [ চমকিয়া উঠিলেন। ] কে তোমরা?...ও...চিনেছি...  
অশ্বিনীকুমার যমজ ভাই দুটি? এসো ভাই, এসো—আমি তোমাদেরই  
প্রতীক্ষায় ছিলাম,...সূর্য্যাদেবী কুশলেই আছেন।...হয়তো ঘুমিয়ে  
আছেন।...ডাকো...ডাকো...তার ঘুম ভাঙুক!

অশ্বীদ্বয় ॥ সূর্য্য! সূর্য্য!

বাতায়ন পথে সূর্য্যাকে আবার দেখা গেল ।

সূর্য্য ॥ এসেছ ! এসেছ ! তোমরা এসেছ !...পালাও...পালাও...  
ঐ...ও—হো—হো !

অশ্বীষয় ॥ [ ছুটিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে যাইতেই বৃত্রাসুর দুইজনকে  
দুইহাতে ধরিয়া আটকাইলেন । ] হাত ছাড়ো...হাত ছাড়ো...

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [ দৃঢ় মুষ্টিতে সজোরে তাহাদের হাত চাপিয়া  
ধরিলেন । ]

অশ্বীষয় ॥ ও—হো—হো...[ যজ্ঞণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া পরে  
যখন অসহ্য মনে হইল তখন শরীর ছাড়িয়া দিলেন । তাঁহারা পড়িয়া  
যাইতেছিলেন এমন সময় বৃত্র তাঁহাদের হাত ছাড়িয়া দিলেন । ]

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ এই মুষ্টির চাপে পাষণ চূর্ণ করেছে ! ..  
করিনি !

অশ্বীষয় ॥ করেছে !...

বৃত্রাসুর ॥ কর ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার—

অশ্বীষয় ॥ [ ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । ]

বৃত্রাসুর ॥ সত্যই কি চাও ওর উদ্ধার ?...সূর্য্যদেব কোথায় ?...  
তিনি আসছেন না ! তোমরা এসেছ কেন ? তোমরা ওর কে ?

দম্র ॥ ও আমাদের আলো !

নাসত্য ॥ আমাদের জীবন !

বৃত্রাসুর ॥ অর্থাৎ তোমরা ওর প্রণয়ী ! ভালোবাসো, থু—ব, না ?

অশ্বীষয় ॥—বাসি ।

দম্র ॥—বাসি বলেই এসেছি—

ব্রহ্মাস্বর ॥ মুক্তি আমি ওকে দিতে পারি, যদি তোমরা...

অশ্বীদয় ॥—বল...

ব্রহ্মাস্বর ॥ যদি তোমরা তোমাদের গুরুর পালিতা কন্যা পৌলমীকে আমার হাতে তুলে দাও...

অশ্বীদয় ॥ শচী ?

ব্রহ্মাস্বর ॥ শচী ।...প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যে মুহূর্তে তাকে তোমরা আমার হাতে এনে দেবে, সেই মুহূর্তে ঐ স্বর্ঘ্যাকে আমি তোমাদের রথে তুলে দেব—

নাসত্য ॥ তোর এই হীন প্রস্তাবে পদাঘাত করি—

ব্রহ্মাস্বর ॥...বটে ।...উত্তম ।

ব্রহ্মাস্বরের মহড়া লইয়া প্রবেশ

এই যে ভাই, এনেছ ?...[ মহড়া পান ] হাঁ...তাজা ! টাট্কা !...  
ব্রহ্মাস্বর...ঐ বন্দিনী কন্যাকে আমি খুশী হয়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি...  
তুমি তাকে গ্রহণ কর...

[ ব্রহ্মাস্বরের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ পাইল না, তাহা তাহার চোখে ফুটিয়া

উঠিল ।...সে ত্বরিতপদে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল । ]

ব্রহ্মাস্বর ॥ এইবার ?

দশ্র ॥ [ নাসত্যকে ] ভাই, প্রাণ যায় যাক, শেষ চেষ্টা ! শেষ চেষ্টা !

[ ধনুকে তীর যোজন্য করিয়া বৃদ্ধের প্রতি লক্ষ্য । নাসত্যও তাহাই করিলেন । ]

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বৃথা চেষ্টা ! ও তীরের ফলক এই পাষাণের  
বুকে বেঁধে না ।...আমি শুধু ভাবছি বলাসুর সূর্য্যাকে না জানি কি  
লাঞ্ছনাই করছে !

অশ্বীদ্বয় ॥ [ চীৎকার করিয়া উঠিলেন ] সূর্য্য ! সূর্য্য !

সূর্য্য ॥ [ আকুল আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ]

প্রিয়তম ! প্রিয়তম ! [ সেই সময় বলাসুর সূর্য্যার পাশে আসিয়া  
দাঁড়াইলেন । ]

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে ! [ হাত ধরিয়া ] তোমার হাততুখানি  
কি নরম ! ফুলের মত নরম ! [ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ] আঃ ।

দৃশ ॥ [ বৃক্ষের সন্মুখে নতজ্ঞান হইয়া ] দয়া কর ! দয়া কর !

নাসত্য ॥ [ নতজ্ঞান হইয়া ] কর দয়া ! দয়া কর !

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [ অশ্বীদ্বয় ক্রোধে ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ]

দৃশ ॥ নাসত্য ! এ দৃশু অসহ !

নাসত্য ॥ এর চাইতে মৃত্যু ভালো ।

দৃশ ॥ মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু ভালো ! এর চাইতে মৃত্যু ভালো !

সূর্য্য ॥ তার আগে আমার মারো ! আমার মারো !

বলাসুর ॥ কেঁদো না আলোর মেয়ে ! কেঁদো না ! তোমার চোখের  
জলের চাইতে তোমার মুখের হাসি ভালো !...হাসো ! সেই হাসি হাসো !

ব্রহ্মাসুর ॥ [ বিরক্ত হইয়া ] বলাসুর, তোমার ঐ বন্দিনী প্রণয়িনীকে  
কক্ষান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রেমালাপ কর—এখানে নয়—

সূর্য্য ॥ ওঃ—[ বলাসুর অতীব আনন্দে সূর্য্যাকে তৎক্ষণাৎ দুই হাতে  
দিয়া তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল । ]

ব্রহ্মাসুর। [ অশ্বীনের প্রতি ]...জীবন দুর্বিষহ বোধ হচ্ছে, না ?

অশ্বীনয়। আমাদের বধ কর দস্থ্য—

ব্রহ্মাসুর। তোমরা দুজনেই ওর প্রণয়ী, [ হাসিয়া ] না...না...দেখচি ব্রহ্মাসুর তৃতীয়।...হাঃ হাঃ হাঃ...মরণের কথা মুখে না আনলে প্রণয়ের কথা ভালো জমে না, না ?...[ ব্যঙ্গ ] মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু !...মর্তে পার ? উত্তম ! হোক তবে আমার শত্রুই নিপাত হোক ! যত যায় তত ভালো ! শৌন আমার কথা...যদি তোমরা মৃত্যু বরণ কর, সূর্য্যা মুক্তি পাবে। উভয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াও...পরস্পারে পরস্পরের প্রতি একসঙ্গে তীর নিক্ষেপ কর।...মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখবে ঐ সূর্য্যা মুক্ত।...প্রতিজ্ঞা করছি, আমার ধর্ম্মের আমার জাতির নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি আমার কথা রাখব। (শ্লেষে) মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু ভালো ! এইবার মর—

অশ্বীনয় ॥ প্রতিজ্ঞা কর্ছ ?

ব্রহ্মাসুর ॥ [ উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়া ] হাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি !

অশ্বীনয় ॥ মরব ! আমরা মরব ! তবু সূর্য্যা বাঁচুক !

ব্রহ্মাসুর ॥ বোধ হয় এরই নাম প্রণয়। বেশ, প্রণয়েরই পরীক্ষা হোক !

। সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

দূর হইতে সূর্য্যার উত্তর আসিল “প্রিয়তম ! প্রিয়তম !”

। আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রস্তুত। আমাদের চোখ বেঁধে দাও। ভাই হয়ে ভাইকে হত্যা চোখে দেখতে পারব না।

দস্য ॥ ভাই!

নাসত্য ॥ ভাই! [ উভয়ে আলিঙ্গন। ]

অস্বীদ্বয় ॥ দাও দস্য, আমাদের চোখ বেঁধে দাও।...

দস্য ॥ না, আমরা নিজেরাই বেঁধে নিচ্ছি। [ পরস্পরে পরস্পরের চোখ বাঁধিলেন। ]

অস্বীদ্বয় ॥ আমাদের ধর্ম আমরা রাখলুম, [ বৃত্তকে ] তোমার ধর্ম তুমি রেখো দস্য!

বৃত্ত ॥ রাখব, অবশ্য রাখব!...বেশ হয়েছে...এখন.. হাঁ,...ঐ বৃত্তে দেখছি একটি কাক বসে আছে। যে মুহূর্তে ঐ কাক এবার ডেকে উঠবে, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি তীর ধিক্বেপ কর।...যদি না মর, স্বর্ঘ্যাস্ত্র মুক্তি নেই। যদি মর, সেই মৃত্যু-মলিন চোখে দেখে যাবে স্বর্ঘ্যাস্ত্র মুক্তি।

দস্য ॥ ঐ কাকের এক রকম রব! হাঁ, সেই ভালো, একসঙ্গে, এক মুহূর্তে মরবে...

নাসত্য ॥ কেউ পিছে মরবে না, একসঙ্গে...একসঙ্গে...সেই ভালো।

বৃত্ত ॥ উত্তম! আমি দুর্গে চললুম স্বর্ঘ্যাস্ত্রকে পাঠিয়ে দিতে!

[ বৃত্তাহর দুর্গাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন ]

দস্য ॥ একটি রব! ঐ কাকের একটি রব!

নাসত্য ॥ ডাকে না কেন কাক! ভাই! এ যে ষুগ্মযুগান্তব্যাপী মৃত্যু-যন্ত্রণা...সহ হয় না, সহ হয় না!

দস্য ॥ চুপ! চুপ!

উভয়ে নীরব হইলেন, এবং কাকের ডাকের জন্ত রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃত্তান্তরের ইচ্ছানুসারে সূর্য্য মৃত্যু হইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়াই দেখেন অশীষ্য আকর্ষণ বিস্তৃত তীর লইয়া চোখে কাপড় বাধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য বুঝিলেন—এ বুঝি তাহারই সহিত কোন প্রণয়-খেলা! ছুটিয়া সূর্য্য তাহাদের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃত্তান্তর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া যে মুহূর্ত্তে সূর্য্যকে রক্ষার্থে উপস্থিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই কাক ডাকিয়া উঠিল। অমন ছুইদিক হইতে দুই তীর ছুটিয়া সূর্য্যর বক্ষ বিদীর্ণ করিল। সূর্য্য আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া যাইতেই বৃত্তান্তর তাহাকে ধরিলেন। আর্তনাদ শুনিয়া, এমৎ নিজেরা কেহই আহত হইলেন না কেন, না বুঝিতে পারিয়া, অশীয়া তৎক্ষণাৎ চোখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন।

দশ ॥ একি হ'ল! একি হ'ল!

নাসত্য ॥ একি করলুম! এ আমরা কি করলুম! [ দুইজনে বৃত্তান্তরের নিকট হইতে সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন। ]

বৃত্তান্তর ॥ আমি...আমি কিন্তু এর জন্ত প্রস্তুত ছিলাম না—বলান্তর! বলান্তর!

একটা পুষ্পপাত্র পুষ্প সমাচ্ছন্ন করিয়া ছুটিয়া বলান্তরের প্রবেশ, এবং আসিয়াই সূর্য্যর ঐ অবস্থা দেখামাত্র যেন বাণবিদ্ধ হইল। পুষ্পপাত্র পড়িয়া গেল।

দশ ॥ সূর্য্য! আদরের সূর্য্য! কথা কও! কথা কও!

নাসত্য ॥ চোখ মেল! চোখ মেল! বলান্তর! বলান্তর!

দশ ॥ সূর্য্য! সূর্য্য! যাদের তুমি প্রাণের চাইতে ভালোবেসেছিলে তাদের হাতেই হ'ল তোমার মৃত্যু! এও ছিল কপালে!

নাসত্য ॥ কথা কও! কথা কও! চোখ মেল! অক্ষম আমরা,



অযোগ্য আমরা, তোমার মুক্তি-বিধান কর্তে পারিনি, কিন্তু মৃত্যু-বিধান করেছি...কার মায়াবী চক্রান্তে...? অসুরের...অসুরের...সেই অসুরকে যে বধ করি...তারো শক্তি নাই...[ বৃত্রাসুরের প্রতি ] বধ কর...বধ কর... আমাদেরও বধ কর তুমি !

দশ ॥ নাও প্রাণ...নাও প্রাণ...দয়া করে ঐ সূর্য্যার সঙ্গে মৃত্যুর পরপারে পথ চলতে দাও !

বলাসুর ॥ [ সূর্য্যার প্রতি ]...কথা কও ! কথা কও...আলোর মেয়ে ! আগুনের মেয়ে ! জাগো ! জাগো ! [ হৃদয়ভেদী স্বরে ] চোখ মেলে চাও ! চোখ মেলে চাও !

দশ ॥ মরেছে...মরেছে...জীবনের আলো নিভে গেছে ! আজ যদি দধীচি থাকতেন...বাঁচাতেন...ওকে বাঁচাতেন !

নাসত্য ॥ কোথায় দধীচি ! কোথায় দধীচি ! নিয়তি ! নিয়তি ! সবই নিয়তি !...আজ দধীচি এখানে নাই - মধুবিষ্ঠা নিষ্ফল হল ! দেবতার কাজে লাগল না ! আমাদের সূর্য্য...বাঁচল না ! বাঁচল না ! [ বিলাপ ]

দশ ও নাসত্য ॥ [ বৃত্রের প্রতি ] বধ কর ! বধ কর ! আমাদেরও বধ কর !

বলাসুর ॥ আমরাও...আমরাও ! [ বৃত্রের পায়ে পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন । ]

বৃত্রাসুর ॥ দাঁড়াও—

[ প্রস্থান ]

দশ ॥ সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

নাসত্য ॥ নাই ! নাই ! সূর্যা নাই !

বলাস্থর ॥ [ মরিয়া হইয়া ] ওকি কিছুতেই বাঁচে না ?... কিছুতেই  
কি ঐ আলো আবার জলে না ? ঐ ফুল ফোটে না ?...

মুম্বু দধীচিকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন ব্রহ্মাস্থর । হঠাৎ তাহার  
সম্মুখে নতজানু হইলেন ।

ব্রহ্মাস্থর ॥ বাঁচাও ! বাঁচাও ! তোমার মধুবিভ্যায় ঐ নিরপরাধ  
বালিকাকে বাঁচাও !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [ ছুটিয়া আসিয়া দধীচির পায়ে পড়িলেন ] গুরু !  
প্রভু ! তুমি ! বাঁচাও ! আমাদের সূর্য্যাকে বাঁচাও !

বলাস্থর ॥ আগুনের আলো নিতে গেছে ! আলোর মেয়ে কথা কয়  
না... কথা কয় না ! বাঁচাও ! বাঁচাও !

দধীচি ॥ [ কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যার সম্মুখে গেলেন, এবং তাহার  
মাথায় হাত রাখিয়া ] আলোর মেয়ে ! জাগো মা জাগো ! আকাশে  
সূর্য্য উঠুক...পাহাড়ের তুষার গলে যাক—জাগো মা জাগো !

দূরে সূর্য্যোদয় হইল । তাহার অরুণ আভায় পৃথিবী স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল ।

পর্ব্বতশিখরের তুষার ঝিকমিক্ করিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল ।

সূর্য্যা ॥ [ চোখ মেলিয়া চাহিয়া দধীচির প্রতি ] প্রভু !

দধীচি ॥ মা !

সূর্য্যা ॥ [ অশ্বীদের প্রতি ] প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

অশ্বীদ্বয় ॥ প্রিয়া !

বলাসুর ॥ [ পাত্র হইতে পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া ]...আমাকে নয়, আমাকে নয়,...আমি কালো...বড়ই কালো ..কিন্তু আমার এই ফুল... এও কি তোর ভালো লাগে না—[ নতজান্ন হইয়া সেই পুষ্পগুচ্ছ সূর্য্যাকে নিবেদন করিল । ]

সূর্য্য ॥—না ।

ব্রহ্মাসুর ॥ [ সূর্য্যাকে লক্ষ্য করিয়া ] উপযুক্ত উত্তর । [ বলাসুরকে লক্ষ্য করিয়া ] উপযুক্ত শিক্ষা । শিক্ষা শুধু তোর নয়, শিক্ষা হোক সকলের, যারা কালো...কালো চামড়ার তলে রক্ত লজ্জায় ঘুণায় আরো লাল হয়ে উঠুক...টগবগ করে ফুটে উঠুক ।...মুক্ত তুমি ধ্বি । মুক্ত তোমার শিষ্যদ্বয় । আর মুক্ত ঐ আলোর মেয়ে । এ আমার মহানুভবতা নয় ।...কালোর হাতে ফুল উঠেছিল বলে যারা সেই ফুলকেও ঘুণা করে, তাদের সংস্পর্শে দূষিত বাতাস আমি সহিতে পাচ্ছিনে বলেই...তোমরা আজ মুক্ত !

---

## ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଙ୍କ



দৃশ্য :—

দধীচি ঋষির তপোবন । দূরে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা, তরুপরি সেতু । একটি মাত্র  
কুটার ..তরুলতার ছায়াতলে ঢাকা । কুটার সম্মুখে যজ্ঞবেদী ।

\* \* \*

দধীচি ও রৈভী । রৈভী দধীচিকে প্রণাম করিয়া উঠিল ।

দধীচি ॥ শচী কোথায় ?

রৈভী ॥ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করছে ।...হর্য্যার উদ্ধার হয়েছে  
প্রভু ?

দধীচি ॥ শুধু উদ্ধার হয়নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তার বিবাহ  
হয়েছে । হর্য্যদেব স্বয়ং তাকে সম্প্রদান করেছেন ।...ঐ তারা এখানে  
আসছে—

রৈভী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল । উষা, তাহার পর হর্য্যাকে মধ্যে  
লইয়া দুইপার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাহার পর সপ্তবর্ণের হর্য্যরশ্মি দেবীগণ, তাহার  
পর অগ্নিদেব, তাহার পর ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, বায়ুদেব প্রভৃতি  
দেবগণের প্রবেশ । উষার নেতৃত্বে দেবীগণ বর-বধূকে  
নৃত্য-গীতে বরণ করিলেন ।

—বরণ-গান—

আজি গগনে শুভ লগনে, বাজে সঘনে শঙ্খ হুহুঙ্কারে ।

যুগল মধুকর কমল মুখ'পন্ন মগন-মিলনে মন আনন্দে

নিখিল জনচিত মিলন পিপাসিত

উলসী ফুলকুল ।

কাননে কুসুমিতে

সোহাগে শশীতারা, দৌহার মাঝে হারা

আকুল মলয় মুছ মুগমদ গন্ধে ।

বরণের পর সূর্য্যাকে লইয়া অধিনীকুমারদ্বয় দধীচির পাদবন্দনা করিলেন ।

দধীচি ॥ [ আশীর্বাদ করিয়া ]...জয়োস্তু !...জয় চাই—জয় চাই...  
চাই শুধু জয় ।... দস্যুর হাত থেকে ঐ সূর্য্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার  
করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে যত্নাপণ রেখে, তেমনি...তেমনি করে  
উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি !  
যেদিন তোমরা প্রথম আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সেদিনো তোমাদের  
যে আশীর্বাদ করেছিলুম, আজো সেই আশীর্বাদ করি, যতদিন না দেবভূমি  
পুনরায় দেবতার হবে, ততদিন শুধু ঐ এক কামনা, এক আশীর্বাদই করব  
“জয়োস্তু !” জয়লাভ কর ! [ সূর্য্যার প্রতি ] আর তুমি মা “গৃহে গিয়ে  
গৃহের কৰ্ত্তা হও...তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর” আর  
আমার আশীর্বাদ...“বীর প্রসবিনী হও” ! আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে  
মা চাই—যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহ-কাতর করে না...—ভালো-  
বেসে শুধু ভালোবাসা শেখায় না, চাই সেই মা...যে মা দেশের অপমানকে  
নিজের অপমান মনে করে,...এবং সেই অপমানের ম্লানি দূর কনুবার ভার  
তার সন্তানের হাতে দেয়...—চাই সেই মা, যে মা সন্তানকে বলে “এই যে  
দেশ,...এ তোমার মাতারও মাতা...পিতারও পিতা...—দেবতারও  
দেবতা !...সেই পরম দেবতার পূজা কর...সেই পরম দেবতার জন্ত প্রাণ

দিতে হয়—প্রাণবলি দাও... বংশের মুখোজ্জল হবে, জীবন সফল হবে... মৃত্যু সার্থক হবে!”— এই শিক্ষা...এই শিক্ষা...এই শিক্ষা... !...অসুর ভোমাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে, কারাবন্ধন খসে যাবে—...মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে স্বরলোক আবার স্বর্গ হবে!...এই আশীর্বাদ ! আমার এই আশীর্বাদ !... ]

অত্যাচার দেবগণ ॥ আমাদেরও ঐ আশীর্বাদ...ঐ আশীর্বাদ !

উষা ॥ [ সূর্য্যার প্রতি ]—ওগো রাজ্ঞী ! “স্বশুরকে বশ ক’রো, স্বশুরকে বশ ক’রো...রাজ্ঞী আছ,—নন্দ আর দেবরদের ওপর সম্রাজ্ঞী হ’রো !”—

দধীচি ॥...“বধূ অতি সুলক্ষণযুক্তা, সকলে এসো...দেখ...একে সৌভাগ্যের আশীর্বাদ করে—নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর”—

এমন সময় দেবদূতী সরমা ছুটিয়া প্রবেশ করিল ।

সরমা ॥ সর্বনাশ ! সর্বনাশ ! আমাদের মহা সর্বনাশ !

ইন্দ্র ॥ [ ব্যাকুলচিত্তে ] কি সর্বনাশ সরমা ?

সরমা ॥ বলাসুর অগণিত পণিদাস্ত্রদের সঙ্গে নিয়ে সূর্য্যদেবের ক্ষেত্রের যোতুক অশ্বীদেবদের সমস্ত গোধন হরণ করে নিচ্ছে । গোরক্ষকগণ প্রায় সকলেই হয় বন্দী, না হয় মৃত !

ইন্দ্রদেব ॥ তবে যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! আবার যুদ্ধ !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [ সূর্য্যাকে ] আসি প্রিয়ে !

ইন্দ্র ॥ [ দধীচির প্রতি ] গুরু ! দেবীদের রক্ষার ভার তোমার—

দধীচি ॥ নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধে অগ্রসর হও ! রক্ষা কর দেশের মান—



দেবগণ ॥ আমরা কর্ব রক্ষা দেশের মান ।

দধীচি ॥ দেবীরাও রক্ষা করবে তাদের মান । দেশের আজ সেদিন নয়, যে দেবীরা অবলা । রমণী নয়, কামিনী নয়, তাঁরা আজ জননী, নির্যাতিত শৃঙ্খলিত সন্তানের জয়ার্থিনী শক্তিময়ী জননী ! [ অগ্রসর হইয়া ] ...নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হও দেবগণ, ঐ পথ...আজ আমার এই আশ্রমের ঐ বন্ধুর পথে তোমাদের জয়যাত্রা সুর হোক—

পথ দেখাইলেন ; দেবগণ তাঁহার অনুবর্তী হইলেন ।

উষা ॥ [ সূর্য্য প্রভৃতি দেবীগণকে ] ভয় নেই সূর্য্য ! ওরা যাক । চল আমরা ঐ দূরে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ দেখি ।

রৈভী ॥ কিন্তু শচী ?

দধীচির পুনঃ প্রবেশ

দধীচি ॥ তার জন্তও ভয় নেই । সে আমার শিষ্য । যেখানেই সে থাকুক, তার জন্ত আমার আশঙ্কা নেই । চল দেবীগণ, আমি তোমাদের নিজ নিজ আশ্রমে রেখে আসি, তোমাদের শিশু সন্তানরা হয়ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ! রৈভী, আমার শরাসন—

রৈভী ॥ [ রৈভী শরাসন আনিয়া দিল । ] নিন প্রভু !

দধীচি ॥ এস—

[ দেবীগণকে লইয়া দধীচির প্রস্থান ।

কর্ণকাল পর অস্ত্র দিক হইতে গৌলমীর কণ্ঠস্থর ভাসিয়া আসিতে লাগিল ।

গৌলমী অরণ্য হইতে বস্ত্রকাঠ সংগ্রহ করিয়া বেদগান গাহিতে

গাহিতে আসিতেছিলেন । গৌলমীর সেই গান স্বর্গেদের

১ম অষ্টক ১ম মণ্ডল ১ম অধ্যায় ১ম সূক্ত ।

“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুহ্বিজং ।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভি রীড়্যো নৃত নৈরুত ।

স দেবী এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

অগ্নিনা রবিমশ্রবং পোষমেব দিবে দিবে

যশসং বীরবত্তমম ॥ ৩ ॥

কাঠ ঘর্ষণে অগ্নি জলিয়া উঠিল...

এদিকে ব্রাহ্মর অতি সম্ভর্ষণে সেই সেতুপথে নদী পার হইয়া পৌলমীর

পশ্চাদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ;—তখন সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়া কহিলেন—“এই তোমার সেই আগুন ?”—

ব্রাহ্মর ॥ এই তোমার সেই আগুন ?—

শচী ॥ [ ব্রাহ্মরকে দেখিয়াই পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া উঠিলেন । চোখে-মুখে কৌতুকের ছটা, সগর্বে এবং সগৌরবে কহিলেন ]

আজ আবার বুঝি ছল করে শুধু ঐ আগুন দেখতেই এসেছ ?

ব্রাহ্মর ॥...এই আগুনে তোমাদের যজ্ঞ হয় ?

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋষিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি ।

২। অগ্নি পূর্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন ।

৩। অগ্নি দ্বারা ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায় ।

রমেশ দত্তের অনুবাদ

শচী ॥...হাঁ—

বৃদ্ধাসুর ॥...তোমার হাতের ঐ আঙুনে তোমার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় ।...কিন্তু তুমি তো তা দেখতে পাচ্ছ না !...

শচী ॥...ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ?...সত্যি ?...

বৃদ্ধাসুর ॥ তবে কি আমি মিথ্যা বলছি ?...তোমায় দেখছি—আর আমার মনে হচ্ছে . —ঐ যে সূর্য্য...তুমি তার চাইতেও সুন্দর...সেই যে চাঁদ...চাই না তার আলো . যদি তুমি—যদি তুমি...আমার ঘরে ঐ আঙুনের মতো চিরকাল জ্বলো !—

শচী ॥ আমি...আমি যে কালো,—

বৃদ্ধাসুর ॥ [ সাহ্লাদে 'চীৎকার' করিয়া উঠিলেন ]—কালো ! কালো !...ঐ কথাটি-ই যে আজ আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই ! কালো !—তুমি কালো ! আমরাও কালো ।—সেই আমাদের গর্ভ,...সেই আমাদের গৌরব ।...তুষারের মতো দেবতার রং,—পাহাড়ের মতো আমাদের রং । লজ্জার কি আছে ?...ওরা গরুর দুধ খেয়ে মাহুষ,—আমরা নদীর জল খেয়ে মাহুষ । ওরা দুধের রং পেয়েছে, আমরা জলের রং পেয়েছি,...হলোই বা তুষারের দেবতা, আমাদেরও গর্ভ আমরা মাটির মাহুষ...আর তুমি...তুমি...আমাদের সেই মাটির বৃকে নীলমাণিক ! তুমি আমাদের পিপাসার জল...কালো জল...শীতল জল !...তোমাকে দেখে আমাদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়, তোমাকে পেলে আমাদের বুক ভরে ওঠে...[ বলিতে বলিতে শচীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতে গেলেন—]

শচী ॥ [ সভয়ে তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইয়া ]...না—না—না—

ব্রহ্মাস্থর ॥ দয়া কর ! দয়া কর !—

শচী ॥...তুমি অস্থর—

ব্রহ্মাস্থর ॥ হাঁ, আমি অস্থর ।...কিন্তু...তুমি ?—

শচী ॥—আমি !

ব্রহ্মাস্থর ॥ হাঁ,...তুমি পৌলমী !

শচী ॥ আমি...আমি আর পৌলমী নই ! আমি শচী—

ব্রহ্মাস্থর ॥ না...না...না...সেদিনো যে পৌলমী ছিলে, আজো সেই পৌলমী তুমি !

শচী ॥ আমি শচী ! আমি শচী ! [ ব্রহ্ম হাসিয়া উঠিলেন ] হাসির কথা নয় । হলুম-ই বা দ্বীপটি ঋষির কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে,...তবু আমি দেবতা ! [ বিরক্তি সহকারে ]...তুমি চলে যাও । তোমার কথা আমি বাবাকে বলেছিলুম । তিনি বলেছেন—তুমি যখন কালো, তখন তুমি দেবতা নও,—তুমি অস্থর—

ব্রহ্মাস্থর ॥...আমি কালো ;—আর তুমি ?—

শচী ॥ নাই বা হ'ল দুধের মতো আমার রং...তবু তবু আমি দেবতা ।...কুড়িয়ে পেয়ে আমার যিনি পালন করেছেন, তিনি দেবতারও দেবতা...আজ আমি তাঁর-ই মেয়ে !—

ব্রহ্মাস্থর ॥ বটে !—ঋষি দ্বীপটিই তবে হলো তোমার পিতা ! বেশ ! বেশ !...চমৎকার !—তা কোথায় তিনি ?

শচী ॥ সূর্য্যার খোঁজে কোথায় গেছেন । এখনি আসবেন । তুমি যাও...তোমরা আমাদের সর্বনাশ করেছে ।

ব্রহ্মাস্থর ॥...হাঁ, যাব ।...জানি তিনি এখনি আসবেন । আমি সেই

ফাঁকে তোমার এখানে লুকিয়ে চলে এসেছি...শুধু তোমায় বলতে—  
তুমি কে...

শচী ॥ আমি...আমি...এখনো জানো না ?

ব্রহ্মাস্থর ॥ তুমি পৌলমী ।...না ?

শচী ॥ [ রাগিয়া ]...ঠাট্টা ?—ওর চাইতেও আমার ভালো নাম  
আছে...যজ্ঞের কাজ করি বলে আমার নাম “শচী ।”

ব্রহ্মাস্থর ॥ [ শ্লেষে ] দেবী,...না ?—

শচী ॥ [ সগর্বে ]—একশবার—

ব্রহ্মাস্থর ॥ সত্যি ?—

শচী ॥ তোমার সঙ্গে আমি স্ত্রীর কথা কইবো না ।

ব্রহ্মাস্থর ॥ কথা না বললে । • কিন্তু...ঐ যে নদীর জল সে তো  
কথা বলে না, তবু আমি দেখি শুধু তার জগৎজুড়ানো রং...আমি দেখি  
সে কি কালো !—

শচী ॥ কালো নয়, নীল—

ব্রহ্মাস্থর ॥ কখনো কালো, কখনো নীল !...কালো তোমার চোখ...  
নীল তোমার আলো ।...জানো না...দুধের মতো যাদের রং • তারা  
দেবতা ।...আর ঐ জলের মতো যাদের রং—তারা অস্থর ।—

শচী ॥ [ অবিস্বাসের স্বরে ]—সকলেই বুঝি !—

ব্রহ্মাস্থর ॥ দেবতাদের মধ্যে আর কার রং ঠিক তোমার মতো ?...  
বল.. বল...

শচী ॥ তাই তো !—তবে কি...তবে কি আমি—

ব্রহ্মাস্থর ॥ তুমি দেবতার বন্দিনী,—অস্থরের নন্দিনী !—

শচী ॥ অস্থরকুলেই যদি আমার জন্ম...আমি এখানে কেমন করে এলুম ?

ব্রহ্মাস্থর ॥ ওরা কুড়িয়ে পায়নি...কুড়িয়ে পায়নি তোমায় !—ওরা তোমায় চুরি করে এনেছে, লুট করে এনেছে !

শচী ॥ [ গ্লেবে ] তাই যদি হবে...তখন...তোমরা কোথায় ছিলে ?

ব্রহ্মাস্থর ॥ [ শিহরিয়া উঠিলেন, বিচলিত ভাবেই কহিলেন ]——  
তখন—তখন—

শচী ॥ বুঝেছি—তবে তোমার সবই মিথ্যা ।...তুমি যাও...চলে যাও ..

ব্রহ্মাস্থর ॥ না...না...না...!...মিথ্যা নয়!—সত্যি বলছি...ঐ দধীচি ঋষি ...ঐ দধীচি ঋষি...তারি জন্ত তোমাকেও হারিয়েছি, তোমার পিতাকেও হারিয়েছি!—শোন রাজকন্যা! তোমার পিতা আমাদের রাজাধিরাজ পুলোমন...তঁারই কন্যা তুমি “পৌলমী” !”

শচী ॥ বেঁচে নেই ? বেঁচে নেই তিনি ?

ব্রহ্মাস্থর ॥ নেই...নেই...নেই...বেঁচে নেই !

শচী ॥ কে তাঁকে বধ করল ?—কেন তাঁকে বধ করল ?

ব্রহ্মাস্থর ॥ [ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ] কেন তাঁকে বধ করল ?

শচী ॥ তবে কি ...তবে কি...ঐ দধীচি ঋষিই তাঁকে...

ব্রহ্মাস্থর ॥ [ শিহরিয়া উঠিলেন ; হঠাৎ যেন অস্ত্র কথা পাড়িবার ছলে ]...ঐ কার পদশব্দ...কে আসছে !...তুমি এসো...চলে এসো তোমার

রাজ্যে—। তোমার পিতার সিংহাসন তোমার মুখ চেয়ে আছে, আমরা সকলে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি ..তোমার জন্তে মুকুট তৈরী ক'রে রেখেছি!—কত রংএর ..কত রূপের শত শত গহনা তৈরী করেছি!...মহ্মার মধু রেখেছি!...জুধ চাও...তাও আছে, দেবতাদের গরু লুট করে রেখেছি!...তুমি এসো! তুমি এসো!...

শচী। [ একটু অগ্রসর হইলেন, বোধ করি ব্রহ্মাসুরের কথাতে মন ভিজিয়াছিল— ]

ব্রহ্মাসুর ॥...এসো...এসো ..আমার হাত ধর...

শচী ॥...কিন্তু...[ কুটারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ]

ব্রহ্মাসুর ॥ ওরা তোমার শত্রু;..আমরা অসুর,..অসুরের কথা তুমি, ...ওরা তোমাকে লুট করে এনে দাসী করে রেখেছে!...তুমি ওদের বন্দিনী!...হয়তো ওরা তোমাকে খুবই ভালোবাসা দেখায়, কিন্তু ..রক্তের টান কোথায়?...কোথায় সেই আকর্ষণ—যার জন্ত আজ শুধু আমি নই,—সমগ্র অসুরকুল তোমাকে এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে তোমার পিতার সিংহাসনে বসাবার জন্ত জীবন-পণ করেছি ..মরণ-পণ করেছি...করেছি কিনা দেখবে?...আমার হাত ধরে চলে এসো...ঐ কে আসে...আসুক...মর্মে হয় মর্মে...তোমার জন্তেই মর্মে...আমার রাজ-কণ্ঠার জন্ত মর্মে...এসো! এসে দেবতার বন্দিনী...অসুরের নন্দিনী! এসো!—

শচী ॥ [ বিহ্বল মত তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন, ব্রহ্মাসুর তাঁহার হাত ধরিয়া সেতুপথের দিকে অগ্রসর হইলেন । ]

নেপথ্য হইতে দ্বীপীচী ॥ শচী? শচী?

দধীচির প্রবেশ । তিনি অন্ধ কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা কুটীরে গেলেন  
এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া হৃদয়-ভেদী স্বরে ডাকিলেন ।

দধীচি ॥ শচী ? শচী ?

বৃহাস্পর ॥ [ সেতুপথ হইতে ] এই যে পৌলমী ! অশুরেরই নন্দিনী,  
দেবতার বন্দিনী নয় !

দধীচি ॥ [ বৃহের পার্শ্বে শচীকে দেখিয়া ] শচী, এ কি ?

বৃহাস্পর ॥ হাঁ, শেষ দেখা দেখে নাও ঋষি !—অশুর-রাজকন্যা  
অশুরের রাজসিংহাসন আলো করবার জন্ত আমার সঙ্গে শুভযাত্রা করছেন !  
...হাঃ হাঃ হাঃ...

দধীচি ॥ হুর্ভূত দস্যু !...[ মুখে আর কথা জুটিল না—শচীকে ]  
মা ! এর অর্থ ? আমাদের ঐ পরম শত্রুর সঙ্গে !.....

শচী ॥ কে শত্রু ?—আমি অশুরকন্যা ।—[ স্নেহে ] দুধের মতো  
তো আমার রং নয় !...দধীচি তো আমার পিতা নয় !—[ সগর্বে ]—  
আমার পিতা রাজাধিরাজ পুলোমন !—ঋষি ! প্রণাম !

[ প্রণাম করিয়া উঠিলেন ।

...আমি আমার রাজ্যে চল্লুম...বিদায় !...

দধীচি ॥ ওরে !...ওরে আমার পাগুলি মেয়ে !...তোকে লালন  
করেছি আমি ! পালন করেছি আমি !...ঐ দস্যু তোকে আমার বুক  
হতে ছিনিয়ে নিতে এসেছে...আয় ! আয় !...আমার বুক আয় !—

ছুটিয়া শচীকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেই বৃহ মাঝখানে  
আসিয়া ব্যবধান স্থাপ্ত করিয়া রাখিলেন । ]



বৃত্রাসুর ॥ [ অট্টহাস্তে ]—হাঃ হাঃ হাঃ—

দধীচি ॥ চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—ওরে মা ! চেয়ে দেখ—তাকে  
চেয়ে পায়নি বলে ঐ দস্যু আমার হাতে লৌহ কীলক বিদ্ধ করেছে...রক্তে  
আমার সর্বাঙ্গ ভেসে গেছে,...মাটি ভিজে গেছে,—তবু—তবু-ও—  
[ দুঃখে ক্ষোভে স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল ]

বৃত্রাসুর ॥...চলে এসো পোলমী !...আমাদের অসুরসৈন্য দেবতাদের  
গোধন জয় করেছে—..দেবতাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বেধেছে, সে যুদ্ধেও  
তোমারই অসুরসৈন্য জয়লাভ করেছে...ঐ শোন তাদের জয়ধ্বনি !...তারা  
তোমার হাতে আজ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে...চল...চল রাজকন্ঠা !—

দধীচি ॥...যাবি ? যাবি মা ? সত্য-ই কি যাবি ?—

শচী ॥...আমি যাব। ..কেন যাব না ? কেন তোমরা আমার হরণ  
করে এনে এখানে বন্দি কর রেখেছ ?...কেন ?...কেন ?—

বৃত্রাসুর ॥...হাঃ হাঃ হাঃ—শুনলে ঋষিরাজ !...[ শচীর হস্তধারণ  
করিয়া ]...চলে এসো রাজকন্ঠা !—

শচী বৃত্রের অনুবর্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে দধীচি ঋষিকে  
জলন্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

দধীচি ॥...ওরে, তুই, আমার ছেড়ে কার সঙ্গে যাস ?—

শচী ॥...হাঁ, যাই।...তার সঙ্গে যাই, যে আমার আমার পিতার  
সিংহাসন দেবে।...ছেড়ে যাই তাকে...যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে—

বৃত্রাসুর ॥ [ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ]...না—না—না !—

দধীচি ॥...আমি ! আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি ?—

বৃত্রাসুর ॥ [ নীরব রহিলেন ]

শচী ॥ [ বৃত্রকে ]...বল—বল...

দধীচি ॥...বলব ? বলব ?...বলব বৃত্রাসুর ?

বৃত্রাসুর ॥ [ উন্মত্তের মত ]—না...না...ব'লো না ।...যদি বল...যদি বল...তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তার প্রতিশোধ নেব...এমন প্রতিশোধ নেব...[ তৎক্ষণাৎ দধীচির পায়ে পড়িয়া ]—না...না...ব'লো না...দয়া কর...দয়া কর...

শচী ॥ [ চীৎকার করিয়া ] বল...বল...—

দধীচি ॥—...আমি বলব ! আমি বলব !—

বৃত্রাসুর ॥ [ লক্ষ্য দিয়া উঠিয়া প্রদীপ্ত রোষে ] তবে আমি তোমায় হত্যা কর্ব—

শচী ॥ [ বৃত্রকে ] তবে আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্ব না !...  
বল...বল ঋষিরাজ...বল—

দধীচি ॥ —কোন দেবতা তোমার পিতাকে হত্যা করে নি—

শচী ॥ [ বৃত্রকে ] তবে তবে কি তুমি ? সত্য বল—বল ?

বৃত্রাসুর ॥ [ দারুণ অন্তর্বিপ্লব । সত্য বলিবেন কি মিথ্যা বলিবেন কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না । শেষে সত্য বলাই ঠিক করিলেন । তাঁহার বুক ভাঙিয়া গেল । সত্য বলিলেন বটে কিন্তু এই এক সত্য তাহার হৃদয়কে চুরমার করিয়া দিল । অতি করুণ ভাবে বলিলেন... ] হাঁ—! আমি ! আমি !

কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না । চলিয়া গেলেন ।

শচী ॥ [ দধীচির পদতলে পড়িয়া ]—বাবা ! আমায় ক্ষমা করুন  
...ক্ষমা করুন বাবা ! [ পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন । ]

দধীচি ॥ ...ওঠ মা !...আমি বুঝেছি দুর্বৃত্ত তোমাকে...মিথ্যা মায়ায়  
প্রলুব্ধ করেছিল ! [ তাহাকে তুলিয়া শিরশ্চূষন করিয়া কহিতে লাগিলেন ]  
...তুমি অসুরনন্দিনী, কিন্তু, যখন আমি তোমায় পালন করেছি,—স্বয়ং সরস্বতী তা হিংসা  
করেন ।...তোমার যোগ্য বর একমাত্র দেবরাজ ।...আজ আমি তাঁর-ই  
হাতে তোমায় সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব ।

শচী ॥ আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই ..

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ॥ আমাদের এই পরাজয়ের, এই উপর্যুপরি পরাজয়ের  
প্রতিশোধ চাই !—

শচী ॥ ...দেবরাজ ! আপনিও শুনুন...আমি...আপনাদের আশ্রিতা ।  
আমি আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই !—

ইন্দ্র ॥ —কে তোমার পিতৃহন্তা ?—

শচী ॥ ...বৃজাসুর !—

দধীচি ॥ অসুররাজ পুলোমনের এই সেই কন্যা । দেবাসুর মিলনপ্রার্থী  
সেই অসুররাজ...দেবরাজের হাতেই ওকে সম্প্রদান কর্বে এই ছিল তার  
অন্তরের পরম কামনা । দেববিদ্রোহী বৃজাসুর শুদ্ধ এই কারণে পুলোমনের  
শির নিয়েছে, কিন্তু আমি তখন আমার আশ্রমে তার কন্যাকে নিয়ে এসে  
বৃজাসুরের মনস্কামনা ব্যর্থ করেছি । তারপর হতে আমি নিজে ওকে

আমার মানসকন্ঠার মত শিক্ষা দিয়েছি, দীক্ষা দিয়েছি, প্রতিপালন করেছি। দেবরাজ! ওর পিতার কামনা ছিল শচী ইন্দ্রাণী হয়। গ্রহণ কর দেবরাজ! আমি আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ-স্পৃহাকে চিরজাগ্রত রাখবার ভার দিয়ে আজ এই জাতীয় জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্তে তোমার করে সম্প্রদান করছি! আমার অন্তরের অন্তরতম আশীর্ব্বাদে আমার শচীই হবে তোমার জয় শ্রী!

ইন্দ্র ॥ তথাস্তু!

দধীচি দুই কর যুক্ত করিয়া দিলেন। উষা প্রভৃতি দেবীগণ ছুটিয়া আসিয়া উলুধ্বনি

ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে বৃত্রাসুরের প্রবেশ।

বৃত্রাসুর যেন এই এক রাত্রিতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

বৃত্রাসুর ॥ [ ধীরে, অতি ধীরে ]...এ যে বিবাহ বাসর!...বর কে? ...এ কি! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র? ...আর বধু? [ মুখ দেখিয়াই ব্যথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ] এ কি!...এ আমি কি দেখলাম! [ বাগাহতের মতো দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। ]

ইন্দ্র ॥ পেয়েছি...এইবার তোমায় পেয়েছি অসুর!

বৃত্রাসুর ॥ [ রুদ্ধ আক্রোশ মুক্ত হইল ] আমিও তোমায় পেয়েছি ইন্দ্র!

পরস্পরকে পরস্পরের আক্রমণ। ইন্দ্রের অসি ভঙ্গ হইয়া পড়িয়া গেল। বৃত্র

তাহার অসি ইন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ করিতে যাইবেন—এমন সময় শচী

আর্তনাদ করিয়া উঠিল “ও—হো—হো!” বৃত্রাসুর

চমকিত হইলেন। অসি সরাইয়া লইলেন।

কাঁদে! কাঁদে! অসুরের মেয়ে দেবতার জন্ত কাঁদে! [ শটীকে ]  
 কেন কাঁদ? কেন কাঁদ?

শটী ॥ আমার স্বামী! আমার স্বামী!

বৃহাস্পর ॥ আর অসুর?...কেউ নয়...কেউ নয়...অসুর তোমার  
 কেউ নয়... কিন্তু তুমি?—অসুরের সর্বস্ব! অসুরের মণি! অসুরের  
 মাণিক!...বাঁচুক...তোমার স্বামী বাঁচুক। [ ইঙ্গিত ]

অসুরদৈত্যগণ প্রবেশ করিল।

বন্দী কর—

ইন্দ্র ॥ একদিন না একদিন নেবই এর প্রতিশোধ!

বৃহাস্পর ॥ প্রতিশোধ! হাঃ হাঃ হাঃ [ করুণ স্বরে ] প্রতিশোধ  
 নিয়ে কি করবে...আজ তুমি যা নিয়েছ, যা নিলে...যাকে পেলে...তার  
 চাইতে কি বেশী নেবে? কি বেশী আছে? অসুরের কুলপ্রদীপ কেড়ে  
 নিলে! চোখের আলো আঁধার হল...বুকের আলো নিভে গেল! ও—  
 হো—হো!

ইন্দ্র ॥ আর তুমি? তুমি যে আমাদের দেবভূমি কেড়ে নিয়েছ!  
 যজ্ঞের অগ্নি নিভিয়ে দিয়েছ! দেবতার রক্তে দেবভূমি ভাসিয়ে দিয়েছ!

বৃহাস্পর ॥ অধিকার দাও! দেবভূমিতে অসুরকে দেবতার সমান  
 অধিকার দাও...দেবে?...দেবে?

ইন্দ্র ॥ সমান অধিকার? অসুরকে দেবতার সমান অধিকার?  
 তাড়িয়ে দেবে...তাড়িয়ে দেবে...দেবগণ দেবভূমি হতে অসুরকে একদিন  
 শদাঘাতে তাড়িয়ে দেবেই দেবে—জেনো...মনে রেখো...দেখো—

ব্রহ্মাসুর ॥ কিন্তু দেখ...সে দেবগণও যে আজ আমার বন্দী ! [ ইঙ্গিত ]

অশ্বরসৈন্তগণ দেবগণকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করিল ।

দেখ... চেয়ে দেখ...

ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ ॥ প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! ঐরও প্রতিশোধ তুমি একদিন না একদিন পাবেই পাবে ।

ব্রহ্মাসুর ॥ [ কথিয়া উঠিলেন ] প্রতিশোধ ? উত্তম ! প্রতিশোধ... প্রতিশোধ নেব আজ আমি ! কিন্তু কার ওপর ?.. বল...বল...কে বলবে বল...কার ওপর আজ আমি প্রতিশোধ নেব ! কে আমার বুক সব চাইতে শেলাঘাত করেছে ?

দধীচি ॥ আমি জানি । আমার ওপরই আজ তোমার ক্রোধ সর্বাপেক্ষা বেশী । কিন্তু সে তোমার অন্তর ক্রোধ । পিতৃহত্যার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয় না...আমি তা হতে না দিয়ে উচিত কার্যই করেছি । তাতে আমি ক্ষুব্ধ নই । নাও কি প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর নাও—, যে শাস্তি তোমার অভিপ্রেত...আঘাত...হত্যা যা তোমার অভিলাষ...দাও, আমার দাও...পুঞ্জীকৃত হোক তোমার অন্তর, অত্যাচার, অনিয়ম । ক্ষেপে উঠুক দেবতা-মণ্ডল । যে দেবতা এখনো ঘুমিয়ে আছে, জেগে উঠবে সে । যে দেবতা এখনো সন্দেহে দৌড়ল্যমান, সকল সন্দেহ দূরে ঝেড়ে ফেলে দেবে সে ! সকলে চোখ মেলে চেয়ে দেখবে, মনে প্রাণে অনুভব করবে অত্যাচারীর অত্যাচার । সার্থক হবে তোমার শাস্তি, ধন্য হবে আমার ক্রেশ ।

দেবগণ ॥ [ সমস্থরে ] ঐ ঋষির প্রতি অত্যাচার আমরা কেউ সহ করব না ।

ব্রাহ্মস্থর ॥ বটে! [ যেন মুহূর্তের জন্ত স্তম্ভিত হইলেন। ] উত্তম! [ কি ভাবিতে লাগিলেন। ] নির্যাতনের নূতন অর্থ শুনলুম আজ তোমার কাছে ঋষি! নির্যাতনে তবে বিপক্ষের ঘুম ভাঙে, ঘুমন্ত শক্তি জেগে ওঠে, সতাই কি তাই? উত্তম, মুক্ত তুমি ঋষি...[ কি ভাবিতে লাগিলেন, সহসা ] হাঁ, মুক্ত তুমি—

ইন্দ্র ॥ তোমার এই স্ববুদ্ধির জন্ত তোমাকে অভিনন্দিত করছি অস্থর!

ব্রাহ্মস্থর ॥...[ যেন ঘুম হইতে সহসা জাগিয়া উঠিলেন ].. কে? কে আমার ব্যঙ্গ করল?...ইন্দ্র?...তুমি?...কিন্তু...তোমাদের জন্ত তো আমি মুক্তির আদেশ দেই নি!...মৃত্যুবরণের জন্ত প্রস্তুত হও দেবগণ!...অস্থর সেনানী, উত্তোলন কর তোমাদের অসি...অবিলম্বে শিরশ্ছেদ কর প্রতি দেবতার!

শচী ॥ [ ইন্দের বৃকে লুটাইয়া পড়িয়া ] ওগো দেবতা! আমার জন্ত...আমার জন্ত...আমার জন্ত আজ তোমাদের সকলের এই দশা! [ স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল ]

ব্রাহ্মস্থর ॥ [ ব্যঙ্গে ] চমৎকার! কিন্তু পৌলমী! সকল দেবতার দুর্দশার জন্ত ঐ মিথ্যা বিলাপ না ক'রে, মধুঘামিনী ষাপনের জন্ত ঐ এক ইন্দের মুক্তি লাভের জন্ত যদি তোমার ঐ কাতরতা সত্য হয়, তাই মুখ ফুটে বল না! না হয় ইন্দ্রদেবকে তোমার সঙ্গে বাসরঘরেই দিচ্ছি পাঠিয়ে—

শচী ॥ রসনা সংযত কর অস্থর!

ব্রাহ্মস্থর ॥ বটে! আমি যদি বলি আমি শুধু এক দেবতাকে আজ

মুক্তি দেব, এবং সে দেবতা হবেন তিনি তুমি যার মুক্তি চাইবে, কার নার নিগত হবে তোমার মুখ হতে পৌলমী ?

শচী ॥ উত্তর সম্পূর্ণ নিশ্চয়োজন ।

ব্রহ্মাসুর ॥ নিশ্চয়োজন হবে না । শোন পৌলমী, আমি ব্রহ্মাসুর, প্রতিজ্ঞা করছি...

দধীচি ॥ সূর্যাস্ত সমাগত । সন্ধ্যা কর্কার জন্ত আমাকে স্নান কর্তে হবে, তোমাদের বাকযুদ্ধের জন্ত আমি আর অপেক্ষা কর্তে পারি না, আমি নদীতে চললুম—

ব্রহ্মাসুর ॥ উত্তম, আপনি স্নান করুন । কিন্তু, তার পূর্বে আমার প্রতিজ্ঞা শুনে যান, আমি ব্রহ্মাসুর প্রতিজ্ঞা করছি [ মুহূর্তকাল কি ভাবিলেন । পরে সহসা ] ঐ দধীচি ঋষি তাঁর ধর্মরক্ষার্থে স্নান কর্তে যাচ্ছেন, উনি না গিয়েই পারেন না, পারেন ?

দধীচি ॥ স্নান আমাকে কর্তেই হবে— !

ব্রহ্মাসুর ॥ স্নান এখন আপনাকে কর্তেই হবে, তবে ঐ স্নানের মধ্য দিয়েই আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হোক, পৌলমীরও পরীক্ষা হোক । সে হবে পরম কৌতুক, কি বলেন দেবগণ ?

দধীচি ॥ আমি চললুম—

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঁ যান । কিন্তু শুনে যান, ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ কর্কেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি । আপনি ডুব দিয়ে ওষ্ঠার পর আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব, তৎক্ষণাৎ হত্যা কর্ক তাকে, সে ইচ্ছাই হোন্



আর যেই হোন! এই আমার প্রতিজ্ঞা, পৌলমী, না—না, ইন্দ্রাণী, এই আমার প্রতিজ্ঞা!...আমারো পরীক্ষা হোক, তোমারো পরীক্ষা হোক—  
যান ঋষি, যান আপনি—

দধীচি ॥ আমি ডুব দেব, যত দীর্ঘকাল পারি ডুব দিয়েই রইব।

ব্রহ্মাসুর ॥ কোন আপত্তি নাই। ঐ সেতু অতি দীর্ঘ। আমি শুদ্ধ দেখতে চাই ঐ কপট ইন্দ্রাণী কার মুক্তি কামনা করেন সর্ব্বাঙ্গে!

দধীচি ॥ তুমি যা খুশী, দেখো।...কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা,...সত্য?

ব্রহ্মাসুর ॥ প্রতিজ্ঞা হোক, আর প্রতিজ্ঞা নাই হোক, অসুর কখনও মিথ্যা বলেনা ঋষি!

দধীচি ॥ উত্তম!...[নদীতীরে গেলেন ও জলে নামিলেন]  
আমি ডুব দিলাম, শচী, তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, একযুগ পরে সেই এক দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন কর্বে!...সেই আশাতে,...সেই আশাতে আমি ডুব দিলুম!...আমার জাতি অক্ষয় হোক, আমার জাতি অমর হোক, আমার জাতি জয়লাভ করুক! জয় সরস্বতীর জয়! [ডুব দিলেন।]

ব্রহ্মাসুর ॥ নাম উচ্চারণ কর ইন্দ্রাণী—

শচী ॥ [কনিষ্ঠতম দেবতার কাছে গিয়া] তরুণ! তুমি—!  
অত্যাচারীর ধ্বংসের জগ্ন তুমি অমর হও, এই হোক তোমারো প্রতিজ্ঞা,—  
ঐ প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে সেতুর অপর পারে চলে যাও—

দেবতাগণ ॥ এখনো ঋষি ওঠেন নি!

শচী ॥ [একে একে ছোট হইতে ক্রমে ক্রমে বড় বড় দেবতাদিগকে

সেতু অতিক্রম করিতে পাঠাইয়া দিলেন।] তুমি—তুমি—আপনি—  
 এখন ওঠেননি! [ ইত্যাদি—অবশেষে শুদ্ধ অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেবতাদিগকে  
 পাঠাইতে লাগিলেন এবং জলের পানে পরম ব্যাকুলতায় তাকাইতে  
 লাগিলেন। ব্রহ্মাসুরও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।] ঐ জলে বুবুদ  
 উঠছে, তবু মাথা দেখা যাচ্ছে না, এখনো ওঠেন নি, এখনো সময় আছে,  
 [ তখন শুধু ইন্দ্রদেব বাকী ] · তবে স্বামী, এইবার তুমিও—

ইন্দ্রদেব সেতুপথে অগ্রসর হইলেন।

ব্রহ্মাসুর ॥ একি মায়া? না ইন্দ্রজাল?

শচী ॥ হাঁ, ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে এমনি করেই রক্ষা  
 করে অসুর! প্রথমে জাতি! তারপর স্বামী!

ব্রহ্মাসুর ॥ কিন্তু, ঐ দধীচি?...জীবিত, না মৃত?

[ নদীর দিকে অগ্রসর ]

ইন্দ্র ॥ [ ব্রহ্মাসুরের কথাতে চমকিয়া উঠিয়া অর্ধপথ হইতেই ফিরিয়া ]  
 ঋষিরাজ! ঋষিরাজ!

শচী ॥ বাবা! বাবা!

ছুটিয়া নদীকূলে গেলেন। ইন্দ্রদেব জলে ঝাঁপ দিলেন।

ইন্দ্রদেব ॥ [ ডুব দিয়া উঠিয়া ] পেয়েছি! পেয়েছি! কিন্তু—কিন্তু—  
 [ কপালে করাঘাত করিলেন। ]

শচী ॥ তবে কি বেঁচে নেই? তবে কি—বেঁচে নেই?

ইন্দ্র ॥ তীরের ঐ গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে রয়েছেন ঋষি! কিন্তু  
 জীবনের কোন সাড়াই যে পাইনে ইন্দ্রাণী!

শচী ॥ তবে কি শেষ ?...তবে কি সব শেষ ?

ইন্দ্র ॥ সব শেষ ! হৃদয়ে স্পন্দন নেই । শরীর তুষার শীতল ! ঋষি আমার...ঋষিরাজ আমার—দেবতার জীবন রক্ষা কর্তে গিয়ে নিজের জীবন দান করেছেন !

বৃহাস্পতি ॥ [ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ]—এঁ—

শচী ॥ বাবা—[ মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ]

ইন্দ্র ॥ আশা নেই, আশা নেই, আজ ঐ ঋষিবিহনে জাতির আশা নেই, দেশের আশা নেই !

বৃহাস্পতি ॥ ভুল ! ভুল ! ভুল ! [ কাঁপিতে কাঁপিতে ] আশা নেই আমার ! আমি বুঝেছি, আমি বুঝলাম—ঐ ঋষি দেবতার হয়ে আজ যে আগুন জ্বলে গেল, যুগে যুগে যেখানে যত অসুর...সব...ঐ আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে ! [ মুচ্ছা । ]

ହତୀର ଅଙ୍କ



## দ্বিতীয় অঙ্ক-উল্লিখিত দৃশ্য

তন্মধ্যে বৃক্ষতলে বেদী। বেদীর উপর সূর্য্য এবং উভয় পার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিদ্রিত।  
মুহু অন্ধকার। সেই মুহু অন্ধকার ভেদ করিয়া দূর হইতে একটি করুণ স্বর  
ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে স্বর উষার। কৃষ্ণ বস্ত্র পরিহিতা উষা  
ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষার গানে অশ্বিনী-  
কুমারদ্বয় জাগিয়া উঠিলেন।

### উষার গান.

আঁধার ধরণী, তিমির বরণী, আঁধারে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে !  
বিমলিনী উষা হারিয়েছে ভূষা, কান্দালিনী আজি জ্যোতির মেয়ে !

দাও দাও ওগো, ফিরে দাও আলো

অরুণ প্রদীপ অন্তরে ছালো

ভুবন আমারে বেসে পুনঃ ভাল

এ মুখের পানে দেখুক চেয়ে !

ওগো নাই, নাই, আলো মোর নাই

কোথা গেলে বল আলো ফিরে পাই

কাঁদি কারাগারে হাহাকারে, তাই—

বরে বারিধারা ছুঁ আঁখি বেয়ে ॥

দস্য ॥ উষা ! তুমি ?

নাসত্য ॥ একি উষা ! তোমার ঐ কালো-রূপ তো আর কখনো  
দেখিনি ! কোথায় আলো ?

দস্য ॥ কোথায় তোমার হাসি ?

উষা ॥ আমার বাঁচাও ! আমার মাকে বাঁচাও !

দস্য ॥ তোমার কি হয়েছে উষা ?

নাসত্য ॥ তোমার মা...কে ? কি হয়েছে তাঁর ?

উষা ॥ তারা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে । ক্ষেতের ধান কেড়ে নিয়েছে, গরু লুট করেছে, গাছের ফল নষ্ট করেছে, নদীর জলে বিষ ঢেলেছে !...তবু...তবু...তোমরা ঘুমিয়ে আছ...তবু...তোমরা জাগো না !

দস্য ॥ যুদ্ধের পর আমরা বিশ্রাম করছি !

নাসত্য ॥ শুধু বিশ্রাম নয়, ইন্দ্রদেব কাল যুদ্ধে বন্দী হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে আমরা ইন্দ্রাণীকে এই কুটীরে রেখে রক্ষা করবার ভার নিয়েছি !

দস্য ॥ তোমার কি হয়েছে বল ।

নাসত্য ॥ তোমার মা কোথায় ? দেখিনি কখনো তাঁকে । কি হয়েছে তাঁর ?

দস্য ॥ ওকি উষা ! চুপ করে রইলে যে ?

নাসত্য ॥ উষা ! তুমি কি কাঁদছ ?

দস্য ॥ কেন কাঁদ ? তুমি কেন কাঁদ ?

উষা ॥ [ কাঁদিয়া ] কেন ঘুমিয়ে থাক তোমরা ? কেন জাগো না ?

দস্য ॥ রাজ্যেও কি ঘুমাবো না উষা ?

উষা ॥ দিনের কি আর মুখ দেখেছ যে রাজ্যের কথা বলছ তাই ? কোথায় তোমাদের দিন ? কোথায় তোমাদের স্বর্ঘ্য ?—তোমাদের স্বাধীন আকাশ কই ? কোথায় তোমাদের স্বাধীন স্বর্ঘ্য ! কোথায় তোমাদের স্বাধীন আলো ?—তোমাদের প্রতিটি ক্ষণ অন্ধকার রাজ্য ! ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই

রইবে ··· আর সেই রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে মা ভাই বোনদের ওপর অত্যাচার করে, ধান গরু লুট করে নিয়ে, আমাদের সবাইকে কারাগারে ধরে নিয়ে যায় সেই দস্যু—!... ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই থাকো !

দস্যু ॥ ক্ষোভ ক'রোনা উষা ! যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগাও ! যারা অচেতন তাদের সচেতন কর ! দেবতাদের বুকে আশা দাও, প্রাণে ভরসা দাও ! বাহুতে শক্তি দাও !

নাসত্য ॥ সৃষ্টির সেই প্রথম দিনটিতে যেমন তুমি তোমার নৃপুত্রের তালে তালে তুচ্ছতম তৃণটিরও ঘুম ভাঙিয়েছিলে, অন্ধকার দেবভূমিতে আলো এনেছিলে, প্রকৃতিকে ফলে ফুলে ভরে দিয়েছিলে, ওগো দেবতার আদরিণী মেয়ে, আজো তেমনি, রূপে রসে গানে গন্ধে, আশা দাও ! ভরসা দাও ! শক্তি দাও !

উষা ॥ সে উষা নেই ! সে উষা নেই !

অস্থিনীকুমারদ্বয় ॥ তবে ?

উষা ॥ বাঁচাও ! আমার বাঁচাও ! আমার মাকে বাঁচাও !

এই বলিয়া উষা তাহার বসনাস্তরাল হইতে ধীরে ধীরে তাহার হাতদুখানি বাহির করিয়া অধীষ্মকে দেখাইলেন । সে হাত দুখানি শৃঙ্খলিত । সেই শৃঙ্খলিত হাত দুখানি দেখাইতে গিয়া উষা বেতসপত্রের মতো কাঁপিতে কাঁপিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন । উষার সেই নৃত্য বন্দিনীর মুক্তি-প্রয়াস । নৃত্য যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন উষা নতজানু হইয়া সেই শৃঙ্খলিত হাতদুখানি অধীষ্মের সন্মুখের ভিক্ষাপাত্রের মতো প্রসারিত করিয়া দিলেন, তাহার অর্থ “আমায় মুক্তি এনে দাও !”

অধীষ্ম শিহরিয়া উঠিলেন ।



দস্য ॥ তোমার হাতে শেকল ? সে কি উষা ? সে কি ?

উষা ॥ মায়ের হাতের শেকল মেয়ের হাতে উঠেছে !—ছিন্ন কর—  
চূর্ণ কর ! বোনের হাতের এই শেকল চূর্ণমার কর !

নাসত্য ॥ কে তোমায় বন্দী করেছে উষা ?

উষা ॥ যে আমার মাকে বন্দী করেছে !

দস্য ॥ কে তোমার মা ?

উষা ॥ আমার দেশ । আমার দেবভূমি ! পারিনে ভাই, শেকলের  
ভার আর বহিতে পারি নে, এ আঁধার আর সহিতে পারি নে, তবু  
তোমরা ঘুমিয়েই থাকবে ? তবু কি জাগবে না ? তবু কি শেকল  
ভাঙবে না ?

দস্য ॥ ভাঙব ! ঐ পাশ ছিন্ন কর্ব !

নাসত্য ॥ ঐ বন্ধন এমনি করে চূর্ণ কর্ব · চূর্ণমার কর্ব !

উষার শৃঙ্খল টানিয়া খুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন । এবং ছইজনে

উষাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন...উষার মুখে তৃপ্তির আলো ফুটিল ।—সঙ্গে

সঙ্গে আলোতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া সত্য সত্যই প্রভাতের সূচনা

করিল । নূতন সুর বাজিয়া উঠিল । উষা সেই প্রথম দিনের

(প্রথম অঙ্কের) নৃত্যগীতের অবতারণা

করিয়া অদৃশ্য হইলেন ।

নাসত্য ॥ কোথায় লুকালো উষা !—তবে কি সত্য সত্যই আমরা  
স্বপ্ন দেখলাম !

দস্য ॥ স্বপ্ন হোক, কিম্বা স্বপ্ন নাই হোক, সব চেয়ে বড় সত্য এই যে  
আমরা পরাধীন, আমাদের দেশজননী শৃঙ্খলিতা, নির্যাত্তিতা । সেই

অধীনতাপাশ আমরা ছিন্ন করি প্রতিজ্ঞা করে, এই নূতন প্রভাতের বৃকে  
ঝাঁপিয়ে পড়ব আজ ।...ওঠ সূর্য্যা, ওঠ—

নাসত্য ॥ জাগো সূর্য্যা জাগো !

সূর্য্যার ঘুম ভাঙিল ।

দশ ॥ সূর্য্যা, আমরা আবার যুদ্ধে চললাম !...কুটীরভ্যন্তরে ইন্দ্রাণী  
নিদ্রিতা, তুমি তাঁর কাছে যাও—

সূর্য্যা ॥ যুদ্ধ ? আবার যুদ্ধ ?

দশ ॥ হাঁ, যুদ্ধ । দধীচি দেবের আশীর্ব্বাদ স্বরণ কর । জয় চাই,  
চাই জয় । তোমার আমার দেবভূমির সকলেরই সেই এক কামনা  
হোক—“জয়” ! “জয়” ! “জয়” !

নাসত্য ॥ কিন্তু ওদের নিঃসহায় রেখে আমরা দুজনে কেমন করে  
যাই ভাই ?

দশ ॥ ঐ দধীচি ঋষির চিতা, এখনো নির্ব্বাপিত হয় নি, এরই মধ্যে  
তাঁর সকল কথা ভুলে যাওয়া লজ্জার কথা ভাই । যুগে যুগে সেই বাণী  
সত্য হোক ;—নারী অবলা নয়, কাম্য পুরুষই তাকে কামিনী নাম দিয়েছে,  
রমণী করেছে, নইলে সে সকল শক্তির উৎস । এসো ভাই—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ আসি প্রিয়ে ।

সূর্য্যা বিস্ময় বিহ্বলার মতো কুটীরভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন । অশ্বিনীকুমারদ্বয় শরাসন  
গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন । কিন্তু ব্যাকুলচিত্তে কুটীরভ্যন্তর হইতে তখনি

সূর্য্যা বাহির হইয়া আসিলেন । আসিয়াই ডাকিলেন “রৈভী”

“রৈভী”—রৈভী কুটীরের পেছন হইতে সত্ত্ব নিয়োথিতার

মত বাহির হইয়া আসিল ।

রৈভী ॥ কি দিদি ?

সূর্য্যা ॥ ইন্দ্রাণী কই রৈভী ?

রৈভী ॥ কুটীরে ঘুমিয়ে আছেন—

সূর্য্যা ॥ কুটীরে কেউ নেই—

রৈভী ॥ নেই ?

সূর্য্যা ॥ না—

রৈভী ॥ দেখি—

উভয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে বলাসুরের  
আবির্ভাব হইল। বলাসুর কাহাকে যেন অব্বেষণ করিতে লাগিল।

রৈভী এবং সূর্য্যা গাহির হইয়া আসিলেই বলাসুর

আনন্দের উচ্ছ্বাসে চাঁৎকার করিয়া উঠিল।

বলাসুর ॥ “আপ্তনের মেয়ে! আলোর মেয়ে!!” [ এবং তৎক্ষণাৎ  
নতজানু হইয়া বসিয়া সনির্বন্ধ অহুরোধে বলিল ] “দাঁড়াও...অমনি ওখানে  
দাঁড়িয়ে থাক। আমি শুধু দেখব, এই চোখ দুটি দিয়ে শুধু চেয়ে দেখব !

রৈভী ॥ অসুর যে—দাঁড়াও—

চকিতে কুটীর হইতে শরাসন আনিয়া তাহাতে তীর যোজন।

করিয়া বলাসুরের প্রতি লক্ষ্য করিল—

বলাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ও একটা তীরে আমার কিছু হয় না, দশটা  
তীরেও আমার কিছু হয় না, যদি...ঐ আলোর মেয়ে আমার দিকে দয়া  
করে একটিবার ভালোবেসে চায়।

সূর্য্যা ॥ [ রৈভীকে ] প্রয়োজন নেই। [ রৈভী শরাসন নামাইল। ]

অস্থর! তোমায় আমি চিনেছি! তুমি আমার সেদিন ফুল দিয়েছিলে।  
ভারীসুন্দর সে ফুল।...আর আছে?

বলাস্থর॥ [ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল ] আছে। আছে...

স্বৰ্ঘ্যা॥ তবে থাক। গাছেই থাক...

বলাস্থর॥ গাছ আমি উপড়ে এনে তোমার পায়ে রাখছি, যদি তুমি  
চাও, বল...বল...তুমি কি আমার ফুল চাও?

স্বৰ্ঘ্যা॥ ফুল কে না চায়?

বলাস্থর॥ আমার হাতের ফুল? এই কালো হাতের ফুল?

স্বৰ্ঘ্যা॥ কালো বুঝি ভালো নয়? আমার এই চোখের তারা দুটি?  
এই চুলগুলি?

বলাস্থর॥ কালো! কালো! আমার চাইতেও কালো! তাইতো  
ওতে এত আলো! আলোর মেয়ে, আমি চললুম...ফুল আনতে চললুম...  
[ ছুটিয়া প্রস্থান ]

স্বৰ্ঘ্যা॥ হাঃ হাঃ হাঃ—[ হাসিয়া রৈভীর গানে লুটাইয়া পড়িলেন।  
[ এদিকে বলাস্থর পুনরায় প্রবেশ করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে  
লাগিল। ]

রৈভী॥ ঐ আবার এসেছে!

স্বৰ্ঘ্যা॥ তাই তো!...[ সম্মুখে গিয়া ] কিরে এলে যে?

বলাস্থর॥ [ কোন কথা কহিতে পারিল না। ]

স্বৰ্ঘ্যা॥ তুমি কাঁপছ কেন?

বলাস্থর॥ রাজ্য আমার আদেশ দিয়েছে..[ বলিতে বলিতে তাহার  
স্বর অশ্রুধ্বজ হইয়া আসিতে লাগিল। ] রাজ্য আমার আদেশ দিয়েছে...

সূর্য্যা ॥ কি আদেশ দিয়েছে ?

বলাস্থর ॥ দধীচি ঋষির শবদেহটা লুট করে নিয়ে যেতে। বলেছে সব কাজের আগে ঐ কাজ। আমাকে যে ঐ মরাটা লুটে নিয়ে যেতে হবে, এখনি—! যদি তোমায় ফুল তারপরে এনেদি?...গন্ধ তাতে একটুও কমবে না।...তুমি দেখো—

সূর্য্যা ॥ ও, তুমি আমাদের সঙ্গে লড়াই কর্তে এসেছে?...

বলাস্থর ॥ লড়াই নয়, চুরী কর্তে এসেছি।

সূর্য্যা ॥ তুমি তো খুব বাহাদুর চোর! চুরী কর্তে এসে চোর বুঝি তার চুরীর কথা বলে ?

বলাস্থর ॥ বলে।...যাকে ভালোবাসে তাকে বলে।

সূর্য্যা ॥ রৈভী, তুইও কি আমার একটা ফুল এনে দিতে পার্গিনে, খোঁপায় আমি পরব কি ? কবরীতে আমি বাঁধবো কি ?

বলাস্থর ॥ [ রৈভীকে ] ওগো, দাওনা, তুমি এনে দাও না—  
[ বিশেষ মিনতি জানাইল। ]

রৈভী ॥ বনে কি আর ফুল ফোটে ? তোমরা যে দেশটা শ্মশান করে দিয়েছ !

বলাস্থর। শ্মশান ! শ্মশান ! [ হঠাৎ ঐ কথাতে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে শ্মশান হইতে শবদেহ চুরি করিয়া,—অবিলম্বে লইয়া যাইতে হইবে। মনে পড়িতেই ] বড় দেবী হয়ে গেল আমার ঐ শ্মশানে যেতে, ঝট করে আমি সেখান থেকে মড়াটা নিয়ে ফিরে আসছি—

[ চকিতে শ্মশানের দিকে প্রস্থান। ]

রৈভী ॥ সর্বনাশ ! এখন উপায় !

সূর্য্যা ॥ শবদেহে অসুরের কি প্রয়োজন রৈভী ?

রৈভী ॥ কেমন করে তা বলব দিদি ! কিন্তু যখন ওরা নিতে এসেছে, তখন দেবতার অমঙ্গলের জন্তই নিতে এসেছে ।...ওকে এখন বাধা দেবে কে ?

সূর্য্যা ॥ কেউ নেই ?

রৈভী ॥ ঋষিরা শবদেহ দাহ করছেন । কোন দেবসৈন্যকে তো সেখানে দেখি নি দিদি !

সূর্য্যা ॥ [ বলাসুরের উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন ] বলাসুর ! বলাসুর !

রৈভী ॥ সে কি আর শোনে ?

সূর্য্যা ॥ [ আকুলস্বরে ] বলাসুর ! বলাসুর !

ছুটিয়া বলাসুরের প্রবেশ

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে ; আলোর মেয়ে, তুমি আমার ডাকছ ? হাওয়ার ভেসে তোমার ডাক আমার কাণে গেল সেই শ্রুশানে, যায় নি ?

সূর্য্যা ॥ গেছে ।...আজ একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি । তুমি কি আমার ভালো চাও ?

বলাসুর ॥ আমি ?—আমি চাইব না তোমার ভালো ?

সূর্য্যা ॥ চাও ?

বলাসুর ॥ [ রাগিয়া উঠিয়া ] আমি তোমার ভালো চাই না ? কে বলেছে ?

রৈভীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইল ।

স্বৰ্ঘ্যা ॥ তুমি আমার চোখে চোখে চাও, চেয়ে বল, আমায় বল, তুমি আমার ভালো চাও ?

বলাস্বর ॥ [ দৃঢ়স্বরে ] চাই। চাই। চাই।

স্বৰ্ঘ্যা ॥ তবে...তুমি এখনি তোমার ঘরে ফিরে যাও—

বলাস্বর ॥ কিন্তু ঐ মড়াটা—

স্বৰ্ঘ্যা ॥ [ দৃঢ়স্বরে, বলাস্বরের চোখে চোখে চাহিয়া যাতুকরীর মতো ] যা—ও—

[ হস্ত নির্দেশ করিলেন।

বলাস্বর ॥ চললুম—

বৃত্রাস্বরের প্রবেশ

বৃত্রাস্বর ॥ দাঁড়াও—[ বলাস্বর দাঁড়াইল। ] দবীচির মৃতদেহ ?

বলাস্বর ॥ [ স্বৰ্ঘ্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ]

বৃত্রাস্বর ॥ দবীচির মৃতদেহ ?

স্বৰ্ঘ্যা ॥ যাও বলাস্বর—

বলাস্বর একবার স্বৰ্ঘ্যা, আর একবার বৃত্রাস্বরের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বৃত্রাস্বর ॥ এর অর্থ ?

স্বৰ্ঘ্যা ॥ এর অর্থ, ও সেই অস্বর—যে শুধু অস্বরকেই ভালোবাসে না, দেবতাকেও ভালোবাসে !

বৃত্রাস্বর ॥ ঐ মৃতদেহ আমি ওকে দিয়েই লুণ্ঠন করাবো। বলাস্বর—  
বলাস্বর—

কোন উত্তর পাইলেন না।

স্বর্ঘ্য ॥ পরাজয় স্বীকার কর অস্বররাজ !

ব্রহ্মাস্বর ॥ ওকে দিয়ে কেন, আমি ঐ মৃতদেহ পৌলমীকে দিয়ে,  
তোমাদের ইন্দ্রাণীকে দিয়ে ইন্দ্রের সম্মুখে হরণ করাবো।...দেখবে, দেখ।  
পিপ্ৰা—কোথায় ইন্দ্র ?

পিপ্ৰার প্রবেশ

পিপ্ৰা ॥ ঐ বৃক্ষতলে—

ব্রহ্মাস্বর ॥ নিয়ে এস।

স্বর্ঘ্য ॥ আর শচী ?

ব্রহ্মাস্বর ॥ আমার কথায় সে আশানে গেছে সেই মৃতদেহ সেখান  
হতে এনে আমার হাতে তুলে দিতে—তোমাদের সম্মুখেই তুলে দেবে,  
দেখ—

স্বর্ঘ্য ॥ [ জুন্ধ হইয়া ] বটে ! রৈভী - আর—

[ রৈভীকে লইয়া আশানের দিকে প্রস্থান।

ব্রহ্মাস্বর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

রক্ষী পরিবেষ্টিত শৃঙ্খলিত ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ॥ এ যে দধীচির আশ্রম ! এইখানে ইন্দ্রাণী রয়েছে।...তারি  
সম্মুখে কি আমায় অপমান করবার জন্তু কিম্বা আমার সম্মুখে তার অপমান  
করবার জন্তু আমায় এখানে নিয়ে এলে ! আমার সেই রুদ্র শক্তি যা দিয়ে  
আমি শব্বরের শতাধিক পাষণদুর্গ চূর্ণ করেছিলাম ! কোথায় সেই শক্তি



যা দিয়ে শত সহস্র দৈত্য বধ করেছি !...এককণা ! সেই শক্তির এককণা !

[ শৃঙ্খল ছেদনের প্রয়াস । ]

ব্রহ্মাসুর ॥ এককণা কেন, সেই শক্তি পরিপূর্ণভাবে তুমি পুনরায় লাভ কর...আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। বরং আমি তাতে স্তুতী হব, খুশী হব।...তোমার শক্তির শোচনীয় অধঃপতন দেখে আমি সত্যিই লজ্জিত হচ্ছি, শুধু এই ভেবে, যে তুমি...তুমিই হচ্ছে আমাদের অসুর-কুল-বর-বর্গিনী পৌলমীর স্বামী !...সে যাক। আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এই আশ্রমে এসেছি। কাল সারাটি রাত আমি ঘুমুতে পারি নি।...আমি একটি গুরুতর অস্ত্রায় করেছি। আমার কর্তব্যের বিশেষ ক্রটি হয়েছে।...আজ আমি আমার সেই অসম্পূর্ণ কর্তব্য সম্পূর্ণ করব।...দধীচির মৃতদেহ আমি চাই। আমি ঐ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ...না—না...ঐ দুঃসাহসী ঋষির কঙ্কাল আমার প্রাসাদে সময়ে রক্ষা করব, বিখের বিস্ময় হয়ে রইবে চিরকাল ঐ কঙ্কাল !...

ইন্দ্রদেব ॥ বটে !

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঁ !...

ইন্দ্রদেব ॥ [ সোম্লাসে ] আমি বুঝেছি ! আমি বুঝেছি !

ব্রহ্মাসুর ॥ [ ভয়ে ] কি বুঝেছ ?

ইন্দ্রদেব ॥ তুমি...তুমি দধীচির মৃত্যু দেখে কেঁপে উঠেছিলে... ওঠ নি ?

ব্রহ্মাসুর ॥ চুপ ! চুপ !

ইন্দ্রদেব ॥ তোমার পাষণ্ড হৃদয়ও যে কাঁপে, সে আমি সেই দিন প্রথম, তোমার জীবনে প্রথম লক্ষ্য করেছি, হাঁ বুঝেছি, আমি বুঝেছি... পেয়েছি, আমি পেয়েছি তোমার মৃত্যু-বাণ !

ব্রহ্মাসুর ॥ সাবধান সাবধান—, যে মরেছে, তাকে আমি ভয় করিনে,

[ শিহরিয়া উঠিলেন । ] আর তুমি যে বেঁচে আছ, তোমাকেও আমি তুচ্ছ করি ! তা নয়...তা নয়...সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ...না...না...সেই হুঃসাহসী ঋষির স্মৃতি রক্ষা কর্ব্ব আমি...তাই তাই [ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন । ] আর শোন, আমি একেবারে অনুদার বা অকৃতজ্ঞ নই ।...পৌলমীকে আমি কি বলেছি জানো ?

ইন্দ্রদেব ॥ কোথায় সে ?

ব্রহ্মাসুর ॥ তোমার কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে কাঁদছিল । আমি তাকে তোমার মুক্তির উপায় জানিয়েছি । ঋষিদের কাছে আমি তাকে দিয়ে এই বলে পাঠিয়েছি যে তাঁরা যদি তাঁদের দেবরাজের মুক্তি চান, তবে দধীচির মৃতদেহ আমাকে দিতে হবে ।

ইন্দ্রদেব ॥ অসুর ! সে মৃতদেহে তোমার প্রয়োজন ?

ব্রহ্মাসুর ॥ আমি আগে বুঝিনি ।...রাত্রি বুঝলাম ।...যখন স্বপ্ন দেখলাম—তখন বুঝলাম ।...আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলাম...না—না—না—আমার আর কোন উদ্দেশ্য নয়, আমি ঐ মৃতদেহ চাই...শুধু ঐ হুঃসাহসী ঋষির স্মৃতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা কর্ব্ব বলে ! আমি সম্রাট...তা আমারি কর্তব্য !...জীবিত দধীচির হস্তপদ লৌহ-কীলকে বিদ্ধ করে দেখেছি, সে বিন্দুমাত্র কাতর হয়নি...আমি বিস্মিত হয়েছি...

ইন্দ্রদেব ॥ আর মৃত দধীচিকে দেখে ভীত হয়েছ । আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি । জীবিত দধীচি অপেক্ষা মৃত দধীচি অসুরের পক্ষে সহস্রগুণ হৃর্ল্লভ !...দধীচির দধীকৃত মৃতদেহের প্রতি ভস্ম-বিন্দু সহস্র দধীচি সৃষ্টি কর্বে ।...পাবে না...পাবে না তুমি তার মৃতদেহ । আমাদের ঋষিরা তা পুড়িয়ে তার ভস্ম দেবতার ষরে ষরে বিতরণ কর্বে...

ব্রহ্মাসুর ॥ দেব না, আমি তা দেব না । আমি কেড়ে নিয়ে যাব সেই মৃতদেহ । পৌলমী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, স্বয়ং এনে তুলে দেবেন সেই মৃতদেহ আমার হাতে ।...দেখ স্বচক্ষে দেখ—

ইন্দ্রদেব ॥ শচী !...কখনো না—কখনো না...

ব্রহ্মাসুর ॥ দেবে...দেবে...সে দেবে । নিশ্চয় দেবে । নবপরিণীতা সে...সে যদি তোমায় ভালোবেসে থাকে, তোমাকে মুক্ত কর্তে সেই মৃতদেহ সে আমার অবশ্য ডালি দেবে—আর হোক সে দেবতার বন্দিনী, হোক সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তবু ..তবু সে অশ্বরের নন্দিনী...মাতৃকুলকে সে অবশ্য রক্ষা করবে !

ইন্দ্রদেব ॥ [ চীৎকার করিয়া উঠিলেন । ] কখনো না—শচী ! শচী !...কখনো না—

[ দূর হইতে শচীর আকুল স্বর ভাসিয়া আসিল “দেবরাজ ! দেবরাজ !” ]

ব্রহ্মাসুর ॥ [ রুদ্ধ উল্লাসে ] হাঃ হাঃ হাঃ অবশ্য দেবে ।...ঐ...সে এসেছে । ঋষিরা নিশ্চয় মৃতদেহ দিয়েছে । ঋষিরা নিশ্চয় তাদের ইন্দ্রদেবের মুক্তি চায় !

ইন্দ্রদেব ॥ না—না—না—আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই, তারা তোমার মৃত্যু চায় !

[ ছুটিয়া শচীর প্রবেশ ]

শচী ॥ [ সোজা বৃত্তের সম্মুখে গিয়া ] মুক্তি চাই, আমি গুঁর মুক্তি চাই !

ব্রহ্মাসুর ॥ মৃতদেহ ? মৃতদেহ ?

শচী ॥ মৃতদেহ সংকার হচ্ছিল। আমি ছুটে গিয়ে সব বললাম।  
তখনি ঋষির সন্মত হলেন। চিতা নিভিয়ে দিলেন !

ব্রহ্মাসুর ॥ মৃতদেহ ? কঙ্কাল ?

শচী ॥ ঐ—

ঋষিগণ দধীচির সম্পূর্ণ কঙ্কাল সহ উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রদেব ॥ শচী ! ঋষিগণ ! দিয়োনা...দিয়োনা...ঐ কঙ্কাল ঐ  
অসুরের হাতে দিয়োনা...ঐ দেখ ঐ কঙ্কালের দর্শনমাত্র দেবজয়ী ব্রহ্মাসুর  
আতঙ্কে শিউরে উঠছে !

ব্রহ্মাসুর ॥ [ শচীকে ] স্বামীর মুক্তি ? স্বামীর মুক্তি ? স্বামীর  
মুক্তি ?

ইন্দ্রদেব ॥—স্বামীর আদেশ—!!!

শচী ॥ [ ব্রহ্মের সম্মুখে স্বামীপরায়ণা দেবীর মতো সগর্বে দাঁড়াইয়া ]  
—তবে দেব না।

ব্রহ্মাসুর ॥ দাও ! দাও ! ওগো দেবতার বন্দিনী ; অসুরের  
নন্দিনী, দাও ! ভিক্ষা দাও !

ইন্দ্রদেব ॥ কখনো না—

শচী ॥ কখনো না।...অসুরের নন্দিনী হলেও সে যখন ইন্দ্রের  
ইন্দ্রাণী, তখন সে পৌলমী নয়, সে ইন্দ্রাণী।...আমি দেব না, পার তো  
আমায় বধ করে নাও...!

বৃত্রাসুর ॥ [ জোর করিয়া ইন্দ্রাণীকে সরাইয়া দিয়া ] আমি নেব...  
আমি নেব...

[ কিন্তু কক্ষালের সম্মুখীন হইয়াই ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিলেন ]

ইন্দ্রদেব ॥ [ আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন । ] হা: হা: হা:  
দেবগণ! ঋষিগণ! ত্যাগীশ্রেষ্ঠের ঐ অস্থিই বৃত্রাসুরের মৃত্যুবাণ।  
নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আজ আমি কারাবরণ কর্ণাম। দেবগণ! ঋষিগণ,  
ইন্দ্রাণী, প্রস্তুত কর ঐ নরকঙ্কাল দিগে সেই অস্ত্র যা—অসুরের হৃদয় বিদীর্ণ  
করে, যা আমার দেবভূমির ঐ নীল আকাশের কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন করে,  
যা এমন এক আলো জ্বালে, যা যুগে যুগে সৃষ্টির চোখ বলসে দেয়!...  
ত্যাগীর সেই ত্যাগ অস্ত্রে আমার কারাগার চূর্ণ হবে, কারাবন্ধন ছিন্ন হবে,  
আমার স্বর্গ আমারই হবে।

---

ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ



দৃশ্য :—

দেব শিল্পী ডষ্টার শিল্প-শালা ।\*

ডষ্টা পর্বতের সানুদেশে এই শিল্প-শালা গড়িয়া তুলিয়াছেন। দেবশিল্পীর এই শিল্পশালায় নানাবিধ অস্ত্রাদি, নানারূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং বহুবিধ চাকুশিল্প সম্পূর্ণ অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রহিয়াছে। শিল্পশালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। অন্তরতম কক্ষে ডষ্টা গোপনে এবং নিৰ্জনে শিল্পসাধনা করেন। সেই কক্ষের বিশাল দরজা খুলিয়া তবে শিল্পশালায় মধ্যভাগে আসিতে হয়। এই মধ্যভাগই দেবশিল্পের প্রদর্শনী। তাহার সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি জল-নিৰ্ব্বর (ফোয়ারা) এবং সম্পূর্ণ অঙ্গনটি লতাপাতা ফুলফলে সুসজ্জিত। জলনিৰ্ব্বরের পশ্চাতেই একটি বিশাল সোমপাত্র (চমস) একটি বেদীর উপর রক্ষিত।

\* ডষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্মাণ, পুরাণের বিখ্যাত। তিনিই ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন। (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত)।

ঋতুগণ ডষ্টার শিষ্য। (সায়ন)।

Wilson বলেন—ঋতুগণ সূর্য্যরশ্মি।

রমেশদত্তও তাহাই বলেন।

ডষ্টার কন্যা সরস্বতীর সহিত বিবাহানু অর্থাৎ সূর্য্যের বিবাহ হয়।

“সোম” পর্বতজাত মাদকগুণবিশিষ্ট লতাবিশেষ। (মহেন্দ্ররায়)

সোমলতা পেষণ করিলে দুগ্ধের স্থায় ষেতবর্ণ ও ঈষৎ অন্নরস নির্গত হয়। তাহাই মাদক অবস্থায় পরিণত করিয়া পূর্বকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। (রমেশদত্ত)



সোমকলসকক্ষে ঋতুবালাগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত ।

কোন্ পাহাড়ের কোন্ গহনে  
লুকিয়ে থাকে কোন খানে ।  
আমরা তোমার বেড়াই খুঁজে  
তাকিয়ে থাকি বন পানে ॥  
অধির তারা, নিমেষহারা,  
পড়েনা তার গলব গো ।  
নয়ন জলে, হই যে সারা,  
তোমার আশে বলন্ত গো ॥  
তবু নিষ্ঠুর ! নেই কি দয়া ;  
লুকিয়ে থাকে কোন প্রাণে ।  
এসো এসো দাও দেখা দাও,  
তোমার দ্বারে আজ ডেকে নাও,  
শুক তালু তৃষ্ণার্তদের,  
তৃপ্ত কর সোম দানে ॥

নবমমণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত সমস্ত সোমস্তুতিপূর্ণ । ইহাতে সোমলতার, সোমপীড়ন  
প্রস্তুত সোমরস ছাঁকনি মেঘলোম ও প্রস্তুতকারীর অঙ্গুলী সকল, সোমাদার কলস সোমরসের  
গুণাবলী প্রভৃতি নানারূপে চিত্রিত হইয়াছে । যথা, নবমমণ্ডল ১৮ সূক্ত দেখ ।

সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মহেন্দ্ররায় কৃত ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলস্থ ২৮ সূক্তের  
টীকা দেখ । ( স্তম্ভঃ শেপ ঋষি, ইন্দ্র এবং উদুখল দেবতা ) । “স্থল নিম্নভাগ বিশিষ্ট উদুখলে  
মুঘলদ্বারা সোমলতার কণ্ডন করা হইত । তৎপর দুই অভিষবন পাত্রে উহা স্থাপিত হইত ।  
যজমান পত্নী রজ্জুদ্বারা মস্তনদণ্ড সংযত করিয়া সোমমস্থন করিতেন । সোমরস চালনি দ্বারা  
ছাঁকা হইলে চমস পাত্রে স্থাপন করা হইত । তৎপর উহা গোচর্মের উপর রাখা হইত ।”

সোমরসের পিপাসায় আকুল হুঁ। পানপাত্র হস্তে ব্যাকুলভাবে তাঁহার

অন্তরতম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঋতুবালাদের সম্মুখে

আসিয়া পানপাত্র ধরিলেন। হুঁ। বুদ্ধ, কিন্তু

তাঁহার দেহ বিরাট বলবীর্যের পরিচায়ক।

হুঁ। দাও! দাও! একফোঁটা দাও!

ঋতুবালাগণ॥ কি?—জল?

হুঁ। জল নয়, জল নয়।...

ঋতুবালাগণ॥ তবে?

হুঁ। রস! রস! সোমরস।

ঋতুবালাগণ॥ [ একে একে সোমকলস সমূহ সেই চমসের উপর  
উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেখাইলেন।...শূন্যকলস। ]...

হুঁ। তবে? তবে?

ঋতুবালাগণ॥ [ নিরাশার ভঙ্গী করিলেন। ]

হুঁ। [ ছটফট করিতে লাগিলেন। ]

১ম বালা॥ ওগো বিশ্বকর্মা ঠাকুর!...আমার গলার হার তৈরী করে  
দেবে বলেছিলে,...হয়েছে?

২য় বালা॥ আমার সেই সোণার বালা?...খুব দিলে!

৩য় বালা॥ আমার চরণ-পদ্ম?

৪র্থ বালা॥ আমার মালা?

৫ম বালা॥ কেয়ুর? কেয়ুর? আমার কেয়ুর?

হুঁ। [ রাগিয়া উঠিতেছিলেন। ] দূর হ...দূর হ...

ঋতুবালাগণ॥ “পালারে পালা!” [ বলিয়া দূরে পলাইলেন। ]

স্বপ্না ॥ একফোঁটা সোমরস পাইনে আজ কতদিন ! সেদিকে কারো নজর নেই, নজর আছে গয়নার বেলা ।...

ঋতুগণের প্রবেশ

ঋতুগণ ॥ কি বিশ্বকর্মা ঠাকুর ! কি হয়েছে ?

স্বপ্না ॥ মেয়েগুলোর কথা শোন ।...বিয়ে দাও...বিয়ে দাও...নইলে আমি আর ওদের জালাতন সহিতে পারি না । আজ কত কাল একফোঁটা সোমরস না পেয়ে জড়থব হয়ে বসে আছি,...তবু ওদের জালাতন দেখ ! এটা দাও...সেটা দাও ..আমি একা...বুড়োমানুষ...কেমন করে অতগুলি সামলাই !...

ঋতুবালাগণ ॥ মর বুড়ো মর ..

[ সোমকলস লইয়া প্রস্থান ।

ঋতুগণ ॥ সোমরস নেই, কিন্তু, সোমাধার ঐ চমসটি গড়েছেন খুব ! ওটায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন নাকি ?

স্বপ্না । আবার তোমরা লাগলে !...ওরে, আমি না তোদের গুরু ? ..এই বুঝি তোদের শিক্ষা ?...দে বেটা...দক্ষিণা দে...এই যে এত করে সব শেখালাম—এক একজন তো বিখ্যাত কারীকর হয়েছি খুব—এইবার দক্ষিণা দে—

ঋতুগণ ॥ কি দক্ষিণা দেব ?

স্বপ্না ॥ ঠাট্টা নয় ।—আমার গলা শুকিয়ে আসছে, ঠাট্টা নয় । আজ আমি তোদের দক্ষিণা চাই ।

ঋতুগণ ॥ কি দক্ষিণা বলুন—

হুষ্ঠা ॥ দিতে হবে কিন্তু, আজই, এক্ষণি—নইলে—

ঋতুগণ ॥ নইলে ?

হুষ্ঠা ॥ আমি গিয়ে বৃহাস্পতির কারীকর হব। প্রাসাদ বানাচ্ছে সে।  
নতুন প্রাসাদ। দেব আমি তা এমন করে গড়ে—যে ইন্দ্রের প্রাসাদ  
লজ্জায় মাটির ভেতর সঁধিয়ে যাবে! আরে—সে যে আমায় রোজ  
সাধাসাধি করবার জন্য একটা অস্ত্র পাঠাচ্ছে।—জানিস ?

১ম ঋতু ॥ তা যান না কেন ?

হুষ্ঠা ॥ সোমরস! সোমরস! সোমরস!—এখানেই পাইনে,  
সেখানে গেলে তো খেতে হবে শুধু জল!—আরে, জলে কি মাথা খোলে ?  
—মাথা খুলে যায় ঐ একফোঁটা সোমরসে!—দাও একবাটি সোমরস—  
দেখ—আমি কি কর্তে পারি—[ যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন ]

২য় ঋতু ॥ সোমরস তো আমরাও আর পাই নে! ইন্দ্রদেবের দয়া  
না হলে তা পাওয়া যায় না। ইন্দ্রদেব রয়েছেন বন্দী হয়ে।—সোমরসের  
আশাও মিটে গেছে!

হুষ্ঠা ॥ আশা মিটেছে তোদের, যত অকস্মাৎ এসে জুটেছে আমার  
শিষ্ট হয়ে!—ওরে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে কোন আশাই মিটে  
না।—অস্বীরা ছুটি ভাই—সূর্য্যের মেয়ে বিয়ে করে বৌ এনেছিল আমার  
দেখাতে, আটকে রেখেছি বৌ, বলেছি বাপুহে, সোমরস এনে দাও, বৌ  
খালাস করে নিয়ে যাও—

ঋতুগণ ॥ সত্যি ?

হুষ্ঠা ॥ সত্যি নয় তো কি ঠাট্টা?—ভারী ভালো ভাই ছুটি।—  
তখনি ছুটে বের হয়ে গেল—

ঋভুগণ ॥ আর সূর্য্যা দেবী ?

তৃতী ॥ আরে সে যে সম্পর্কে আমার নাতনী ! আমার পাকাচুল তুলে দিতে এসেছিল, আমি দেইনি !—বল্লম “চুল কি আমার পেকেছে ?” ছুঁড়ি হেসেই খুন ।—গান গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ।—আরে তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?—দেখনা অধারা দুটি ভাই কতদূর ?—আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ।—হাতে কাজ রয়েছে বিস্তর, কিন্তু, সোমরস পেটে না গেলে বুদ্ধি খেলছে না, হাত এগোয় না, পা চলে না ।

১ম ঋভু ॥ যাচ্ছি ।—আমাদেরও যে তাই, বুদ্ধি খুলছে না ।

২য় ঋভু ॥ হাত এগোয় না !

৩য় ঋভু ॥ পা চলে না ।

তিনজন একত্রে ॥ আমরা ভাগ পাব তো ?

তৃতী ॥ তোদের ভাগ আমার দক্ষিণা দিবি । বাস্ ।—যা—এইবার যা—

[ ঋভুগণের মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রবান ।

তৃতী নিজের কক্ষের দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ এমন সময় দুইজন অস্থর চোরের মত

সেখানে প্রবেশ করিয়া হাততালি দিল । তৃতী ফিরিয়া তাকাইয়া দেখেন

তাহারা তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে । তিনি হাত দ্বারা

তাহাদিগকে বুঝাইলেন “না—না—”, এবং চলিয়া

যাইবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন । তাহারা

গেল না । এবং সম্মুখে আসিয়া

তাহাদের প্রস্তাব নিবেদন করিল ।

১ম অস্থর ॥ আপনাকে যেতে হবে । আমাদের প্রকাণ্ড সেই রাজা আপনাকে এক হাজার প্রকাণ্ড গরু দেবেন । আপনি তাঁর জন্ত প্রকাণ্ড

একটা বাড়ী তৈরী করে দেবেন, যা ছোট্ট রাজা সেই ইন্ডের ঐ ইন্ডের মতো খাংটা বাড়ীকে হার মানায়।

অষ্টা ॥ কতবার বলব আমি যাব না? আমি যাব না।

২য় অসুর ॥ তিনি বলে পাঠালেন যে জোর করেও আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তা তিনি নেন না কেবল এই জ্ঞ যে জোর করলে নাকি ভালো জিনিষ তৈরী হয় না। ভালো জিনিষ তৈরী কর্তে হলে খুশী মন চাই। তাই তাঁর এত অনুরোধ। আপনি চলুন। আপনাকে তিনি খুব খাতির করেন।

অষ্টা ॥ আমি যাব না।

১ম অসুর ॥ তবে তাঁর আর এক কথা শুনুন। সেই প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক। তিনি বললেন যে আপনি দয়া করে যদি দেবতাদের আর কোন অস্ত্র তৈরী করে না দেন, তবে, আমাদের সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রকাণ্ড রাজা, অবশ্য তার চাইতে একটু কম প্রকাণ্ড, একটা রাজ্য দেবেন। আমাদের প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক।

অষ্টা ॥ না—না—না—।

অসুরদ্বয় ॥ না?

অষ্টা ॥ [ বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতেছিলেন। ]

অসুরদ্বয় ॥ শুনুন।

অষ্টা ॥ [ সন্মুখস্থ বিরাট সেই সোমপাত্র চমসটি উঠাইয়া তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপোত্ত হইলেন। ]

অসুরদ্বয় ॥ [ পলাইয়া গেল, কিন্তু, একেবারে চলিয়া গেল না। অদৃশ্য হইয়া রহিল। ]

সজনিজ্যোতিতা সূর্য্যার ছুটিয়া প্রবেশ । তখন অহরষয় অদৃশ্য, কিন্তু তেঁটা সেই  
সোমপাত্র শূণ্ডে তুলিয়াই রহিয়াছেন । এদিকে অশ্বের দ্বারা পরিলক্ষিত  
না হইয়া অহরষয় সূর্য্যাকে উঁকি দিয়া দেখিয়াই তাহাকে  
হরণের মতলব আঁটিতে লাগিল ।

সূর্য্যা ॥...সোমরস বুঝি এসেছে ?

তেঁটা ॥ [ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ] ঘুম বুঝি ভেঙেছে ?

সূর্য্য ॥ ঘুম আর হয় কই ?...সোমরস আসে কি...না আসে...এলো  
...কি এল না তুমিও যেমন ভাবছ, আমিও তেমনি ভেবে মরছি !

তেঁটা ॥ পিপাসায় গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে, না নাতনী ?

সূর্য্য ॥ পেছেই তো !...যাবে না ?

তেঁটা ॥ বটে !...[ সোমপাত্র যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ] জলের পিপাসা,  
নিজেই বুঝেছি ; সোমরসের তেঁটা, সে তো এখনও বুঝি ; কিন্তু তোর  
যে পিপাসা...না জলের না সোমরসের...অথাৎ...মনের মালুকের...ঐ  
পিপাসার কথাটাই ভুলে গেছি, বল দেখি একবার...দেখি মনে  
পড়ে কিনা !

সূর্য্য ॥...বলব ?

তেঁটা ॥ বল...দেখি এই বুড়োবয়সে আবার মনে করতে পারি কিনা !

সূর্য্য ॥

গান

এ কি প্রণয় পিপাসা,

মরি মিলন দুরাশ

ব্যাকুল আজি এ বুকে ।

দাও বার বার

অধর স্খাসার

তৃষিত এ মুখে ।

পরশ রস আশে

আকুল হৃদি মম,

বাঁধিয়া বাহুপাশে

লহখে প্রিয়তম

তোমা'রে বুকে নিয়া

ভুলিয়া র'বে হিয়া

সকল দুখে ॥

তৃষ্ণা ॥ [ সোল্লাসে ]...মনে পড়েছে ! মনে পড়েছে !...ওরে, গলা শুকিয়ে গেছে...গলা শুকিয়ে গেছে—[ সূর্য্যার দিকে অগ্রসর হইলেন ]

সূর্য্যা ॥ তা আমি কি কর্ব ?

তৃষ্ণা ॥ খাব...আমি খাব...

সূর্য্যা ॥ কি খাবে ?

তৃষ্ণা ॥ সেই বুড়ীকে যা খেতাম...

সূর্য্যা ॥ দাঁড়াও...তোমার মজা দেখাচ্ছি !

[ ছুটিয়া তৃষ্ণার কক্ষের পার্শ্ববর্তী এক কক্ষে প্রস্থান ।

তৃষ্ণা বসিয়া পড়িয়া আপন মনে রসিকতার হাসি হাসিতে লাগিলেন । এই অবসরে অশ্রুধর তাঁহার পশ্চাদভাগে আসিয়া সূর্য্যার খোঁজে অন্ত্র চলিয়া গেল । অপর দিকে, শটাকে সম্মুখে রাখিয়া দধীচির নরকঙ্কালসহ ঋষিগণের প্রবেশ । তাহাদের গতি অতি লঘু অতি সাবধান । তাহার নিঃশব্দে আসিয়া তৃষ্ণার সম্মুখে দাঁড়াইলেন । তৃষ্ণা চমকিয়া উঠিলেন । ঋষিগণ কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন । ইঙ্গিতে তৃষ্ণার অন্তরতম কক্ষ দেখাইলেন, উদ্দেশ্য সকলে সেইখানে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করেন । তৃষ্ণা সম্মত হইয়া



তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার অন্তরতম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ঋষিদের অনুসরণ করিয়াছিল বলাহর। সে এই সুযোগে অন্তরতম কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য ব্রতাহরের আদেশে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ। বলাহর দ্ব্যারে কাণ পাতিয়া ভেতরের কথাবার্তা শুনিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাতে সুবিধা না হওয়ায়, ভেতরে ঢোকা যায় কিনা দেখিবার জন্ত, পূর্ববর্ণিত অহরদ্বয় যেদিকে গিয়াছিল, দৈবাৎ সেই দিকে গেল, এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই হাততালিতে তাহাদিগকে ডাকিল। তিনজনে রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিল। বলাহর তাহাদের কাণে কাণে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিল। সে কক্ষের অপর দিকে গেল, অপর অহরদ্বয় নিজেদের যায়গায় ফিরিয়া গেল। এদিকে সূর্য্য একটি পিচকারীতে জল ভরিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

সূর্য্য ॥ পিপাসার জল এনেছি, নাও—[ পিচকারী ছুঁড়িলেন। ]  
কই গো দাদামশাই, কই?...তাই তো!...পালিয়েছ বুঝি! বসো,  
পিচকারি দিয়ে শুধু তোমার পিপাসা মেটাচ্ছি না, জ্ঞান করিয়ে দিচ্ছি—

অনুসন্ধান করিতে করিতে সূর্য্য যেই পূর্ববর্ণিত অহরদ্বয়ের লুক্কায়িত স্থানের  
দিকে গিয়াছেন, বলাহর অমনি বাহির হইয়া আনন্দে উল্লাসে  
চীৎকার করিয়া উঠিলেন “আলোর মেয়ে!”

বলাহর ॥ আলোর মেয়ে! [ আনন্দে হাততালি! ] আশুনের  
মেয়ে! [ আনন্দে হাততালি! ] সোণার মেয়ে! [ আনন্দে হাততালি! ]

সূর্য্য সেই শব্দ শুনিয়া যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি পূর্ববর্ণিত অহরদ্বয় উঠিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং একজন তাহাকে ঘাড় ফেলিয়া পলাইল। অপরজন তাহার অনুসরণ করিতে গেলোই বলাহর ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

বলাহর ॥ ওকে কেন? ওকে কেন?

২য় অস্বর ॥ ওকেই...ওকেই...

বলাস্বর ॥ ও যে আগুনের ফুলকি! আলোর চকমকি! ওকে কেন? ও যে সাদা! আমরা যে কালো, ওকে কেন?...ওকে শুধু চেয়ে দেখতে হয়, ওকে কেন?

২য় অস্বর ॥ আমরা চেয়েই দেখব!

বলাস্বর ॥ তা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাও কেন?

২য় অস্বর ॥—রাজার আদেশ!

বলাস্বর ॥—রাজার আদেশ [হতাশ হইয়া পড়িল।]...উপায়! উপায়! তবে উপায়!...[সহসা মনে পড়িল।] আছে উপায়!...ঐ নরককাল যদি আমি লুট করে নিয়ে যেতে পারি...রাজা বলেছে রাজা আমায় পুরস্কার দেবে...নেব...নেব...লুটে নেব...চুরী করে নেব...যেমন করে পারি নিয়ে যাব...ঐ নরককাল...আর তারি পুরস্কার নেবার সময় বলব “দাও...দাও...ওকে ছেড়ে দাও!”...যাও—আলোর মেয়ে যাও!... আমিও যাচ্ছি...তোমায় এখানে ফিরিয়ে আনতেই যাচ্ছি!...কেঁদো না... তুমি কেঁদো না...আনবো...তোমায় আমি ফিরিয়ে আনবো! [অস্বরের প্রতি]...যাও...তুমি যাও—

হাত ছাড়িয়া দিলেন। অস্বর ছুটিয়া পলাইতেছিল—বলাস্বর

তাহাকে আবার ডাক দিল।

বলাস্বর ॥ শোন—ওকে কাঁদিয়ো না কিন্তু—

২য় অস্বর ॥ [জীব কাটিল] তাই কি পারি?

বলাস্বর ॥ যাও—

বিচলিত চিত্তে নিতান্ত অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল—কিন্তু তখনি তাহার  
নিজের কর্তব্যের কথা মনে হইল। সে দ্বারে কান পাতিয়া বুঝিল  
লোক এখনি বাহির হইবে। সে অন্তরালে চলিয়া গেল।

\* \* \* \*

দ্বার খুলিয়া তৃপ্তা, শচী এবং নরকঙ্কাল সহ ঋষিগণ প্রবেশ করিলেন।

তৃপ্তা ॥ দেব, দেব, আমি ঐ অস্থি দিয়ে এমন এক অস্ত্র তৈরী করে  
দেব যাতে পাহাড় চূর্ণ হয়, আকাশ বিদীর্ণ হয়, সৃষ্টি ধ্বংস হয়!...আমি  
পার্ব! আমি পার্ব!

ঋষিগণ ॥ অস্ত্রের নাম?

তৃপ্তা ॥ “বজ্র।”

ঋষিগণ ॥ বজ্র?

তৃপ্তা ॥ বজ্র।

ঋষিগণ ॥ জয় বজ্র! জয় বজ্র! জয় বজ্র!

তৃপ্তা ॥ সে আমাকে প্রলোভন দেখায়!...জানেনা আমি বজ্রের মতো  
কঠোর! বজ্রের মতো কঠিন! এইবার জানবে! এইবার বুঝবে!

ঋষিগণ ॥ জয় দেবশিল্পী তৃপ্তার জয়!

তৃপ্তা ॥ আমার জয় নয়। জয় দধীচির। জয় তার...যার ত্যাগ।  
জয় দধীচির জয়!

ঋষিগণ ॥ জয় দধীচির জয়!

তৃপ্তা ॥...কিন্তু...সোমরস চাই! সোমরস চাই!...সোমরস না পেলে  
আমার হাত ওঠে না, পা চলে না!

ঋষিগণ ॥ কোথায় সোমরস? কোথায় সোমরস?

অধিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ।

অধিনীকুমারদ্বয় ॥—আমাদের হাতে। [অজস্র সোমলতা স্বর্গার সম্মুখে ধরিলেন।]...এইবার কোথায় “সে?”

স্বর্গা ॥ ভেতরে। ভেতরে চল সব। [অধিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া স্বর্গার কক্ষে গেলেন।] ঋষিগণ, শীঘ্র সোমরস প্রস্তুত কর...এস—

দমন ॥ নরকঙ্কাল?

স্বর্গা ॥ ওর আর প্রয়োজন নেই। আমি বাছুর অস্থি কেটে রেখেছি।  
.. এইবার শুধু সোমরস চাই! সোমরস চাই!

কক্ষাভিমুখে প্রস্থান। ঋষিগণ সোমলতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া শচীকে

কহিলেন “আস্থন দেবী!”

শচী ॥ [নরকঙ্কালটি একটি স্তম্ভগাধ্রে বিস্তৃত ছিল। শচী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন। ঐ অস্থিতে যে বজ্র প্রস্তুত হইবে তদ্বারা তাহার পিতৃকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, বোধ করি এই বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। নরকঙ্কালের কপাল ধরিয়া আবেগে বলিয়া উঠিলেন] বাবা! বাবা! তুমি কি সত্যই এতই কঠোর? এতই কঠিন?...তবে আমাকে এত ভালোবেসেছিলে কেমন করে? আমিও তো অশ্রুরের নন্দিনী। আমাকে দিলে ভালোবাসা, আর অশ্রুরকে দিচ্ছ মৃত্যু...কেন...?...কেন? তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না...তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না!

ঋষিগণ ॥ [এই কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহাদের ভালো লাগিল না। একটু বিরক্তই হইলেন।] আস্থন দেবী!

শচী নিঃশব্দে তাঁহাদের অভুগমন করিলেন। সকলে তৃষ্ণার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাসুর নরককালের পাশে ছুটিয়া আসিল। নর-ককালটি তুলিয়া লইল। এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইল। ]

\* \* \*

এদিকে অধিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সূর্য্যাকে খুঁজিয়া পান নাই, আকুলভাবে ডাকিতে লাগিলেন “সূর্য্য !

সূর্য্য !” কোন উত্তর মিলিল না।

দস্য ॥ সূর্য্য ! সূর্য্য !

নাসত্য ॥ সূর্য্য ! সূর্য্য !

আশে পাশে খুঁজিয়াও যখন পাইলেন না, তখন দুইজনে বন্ধে কপালে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে, উঠিয়া পাহাড়ের দিকে গেলেন।

এবং “সূর্য্য” “সূর্য্য” রূপে গগনভেদী চীৎকারে ডাকিতে ডাকিতে

পাহাড়ের বৃকে অদৃশ্য হইলেন

\* \* \*

হঠাৎ ব্রহ্মাসুরের প্রবেশ।

ব্রহ্মাসুর ॥ নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত আমি আজ আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ঋষিগণ ! দেবগণ ! এইবার কোথায় তোমাদের সেই নরককাল ? হাঃ হাঃ হাঃ [ অটহাস ]

হার খুলিয়া শচীর প্রবেশ

শচী ॥ [ নরককাল উদ্দেশে ] বাবা !

ছুটিয়া সেই স্তম্ভের সম্মুখে গেলেন, গিয়া দেখেন নরককাল নাই। সম্মুখে তাকাইয়া দেখেন ব্রহ্মাসুর, তাহার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

তাহাকে দেখিয়াই শচী শিহরিয়া উঠিয়া

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

ব্রহ্মাসুর ॥ [ নির্ভয়ে শচীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ] পৌলমী !

শচী ॥ [ নীরব রহিলেন ]

ব্রহ্মাসুর ॥ উত্তম !...ইন্দ্রাণী ?

শচী ॥ পালাও ! পালাও !

ব্রহ্মাসুর ॥ পালাতে আসিনি ।...শুধু জানতে এসেছি, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাস কিনা ।

শচী ॥ জানা নিশ্চয়োজন ।

ব্রহ্মাসুর ॥ কেন ?

শচী ॥ স্ত্রী মাত্রেই স্বামীকে ভালোবাসে ।

ব্রহ্মাসুর ॥ শুনে স্ত্রী হলাম...তুমি অশ্বরের নন্দিনী । অশ্বর-নন্দিনীর যোগ্য কথাই তোমার মুখে শুনলাম । শুনে গর্বে গৌরবে আমার বুক ভরে উঠল ।...কিন্তু, আর একটি প্রশ্ন । আর তার ছোট্ট একটি উত্তর...শুধু হাঁ...কি...না... । বলবে ? অতি সামান্য প্রশ্ন...অতি সাধারণ প্রশ্ন...শুধু এই...যে পৌলমী, তুমি কি তোমার পিতৃকুল মাতৃকুল...এতটুকু ভালোবাসো না ?...বল...বল...

শচী ॥ বাসি ।

ব্রহ্মাসুর ॥ সত্য বটে আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি, জগতের সব চাইতে অমার্জনীয় অপরাধ করেছি, কিন্তু, পৌলমী, অপরাধ করেছি সত্য, কিন্তু, অপরাধ করেছি আমার জাতির সম্মান অটুট রাখবার জন্য, অশ্বরের কণ্ঠা দেবতার স্পর্শে কলঙ্কিত না হয় সেই জন্য,...শুধু তাও নয়, এই বুকে হাত দিয়েই বলছি, শুধু তাও নয়, তোমায় পাগল হয়ে ভালোবেসেছিলাম, সেইজন্য । জানি, জানি পৌলমী, জানি...তোমার পিতৃহত্যা

করে তোমার নিকট\* সব চাইতে অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী আমি ।...  
কিন্তু সে শুধু আমি-ই ।...আর কেউ নয় । লক্ষ লক্ষ অশুরের আর কেউ  
নয় ।...আমার সেই অপরাধে লক্ষ লক্ষ অশুরকেও তুমি ঘৃণা কর, এ কথা  
অশুরের রক্ত যার শিরায় রয়েছে, ধমনীতে রয়েছে, সেই তুমি...বলবে না,  
বলতে পার না, আমি জানি ।...পার ?

শচী ॥ না ।

বৃত্রাসুর ॥ তবে এস ।...এস তোমার পিতার প্রাসাদে ।...আমি  
তাতে প্রবেশও করি নি ।...একটি দিন তুমি তোমার...পিতৃভবনে এস ।  
আমি তোমার রাজ্য তোমার হাতে তুলে দি আমি তোমার স্বামীকে  
তোমার হাতে তুলে দি তারপর তোমায় আশীর্বাদ করি, সমগ্র অশুরকুল  
তাদের রাজকতাকে আশীর্বাদ করুক,...উৎসব হোক, প্রীতির ডোরে  
অশুর দেবতা বাধা পড়ুক ।...তারপর...তুমি অশুরকুল বরবর্ণিনী...জগতের  
কল্যাণীর মতো তোমার স্বামিগৃহে আবার ফিরে এস ! পৌলমী !  
পৌলমী ! পারি না...আমি আর পারি না...তোমার পিতার রক্তে রঞ্জিত  
তোমার পিতৃরাজ্যের ভার বহিতে !...নিশিদিন, প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে  
কি যে মর্ষবেদনার তুহানলে আমি জলে মছি, যদি বুঝতে...যদি বুঝতে...

[ কাঁদিয়া ফেলিলেন । তাহার এই ক্রন্দনে শচী বিচলিত হইয়া উঠিলেন । ষার খুলিয়া  
ঋষিগণ কখন যে বাহির হইয়াছেন, তাহা কেহই বুদ্ধিতে পাবেন নাই ।

নরকঙ্কাল ওখানে নাই তাহা ঋষিগণ লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ

হইয়া উঠিলেন । নিজেরা পরামর্শ করিয়া সম্মুখে

ষার বন্ধ করিয়া দিলেন । সেই শব্দে

শচী চমকিত হইয়া উঠিলেন । ]

শচী ॥ [ব্রহ্মকে] তুমি যাও—তুমি যাও—। আমি ভেবে দেখি!...আমি ঋষিদের বলে দেখি—[ছুটিয়া দ্বারে আসিলেন। দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল না। শেষে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন] দ্বার খোল! দ্বার খোল! [একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল। সেই বাতায়ন সম্মুখে কয়েক জন ঋষি উপস্থিত হইলেন]

শচী ॥ খোল দ্বার...দ্বার খোল—

ঋষিগণ ॥ স্বয়ং ইন্দ্রদেব এসে দ্বার খুলবেন। আমরা পার্ক না।

শচী ॥ পার্কে না?

ঋষিগণ ॥ না।

শচী ॥ না?

ঋষিগণ ॥ না। [বাতায়নও বন্ধ করিলেন]

শচী ॥ হায়! হায়! ঋষিগণ আমায় ত্যাগ কর্লে! আমি তবে কোথায় যাব? স্বামীও কারাগারে! কোথায় যাব! আমি কোথায় যাব?

সোপান শ্রেণীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মাসুর ॥ [সম্মুখে আসিয়া নতজান্ন হইয়া]—আমার সঙ্গে!... এসো...এসো...!

শচী ॥ না...না...না...তাও পারি না...তাও পার্ক না!

ব্রহ্মাসুর ॥ পৌলমী! পৌলমী! তবে আমায় তুমি বিশ্বাস কর্লে না? [স্তম্ভিত হইলেন] অসুরের মেয়ে হইয়ে অসুরকে বিশ্বাস কহতে পার্লে না! ...তবে আর আমার দোষ নেই।...আমার শেষ কথা—...যদি আমার



সঙ্গে আস...স্বামীকে ফিরে পাবে, আর যদি না আস...স্বামীকে জন্মের মতো হারাবে। [ শচী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ] কার মুখ চেয়ে অসুরের পরম শত্রু ঐ ইন্দ্রকে আমি আজ্ঞা হত্যা করিনি?...সে তুমি।... কিন্তু অসুর-নন্দিনী! অসুর-নন্দিনী হয়েও যদি তুমি অসুরের ব্যথা, অসুরের মর্ষবেদনা না বোঝ...কেন...কেন আমি দেবতাকে ক্ষমা করব?... সে আমার কে? তুমি...তুমি...তুমিই যখন কেউ হলে না,...দেবতা আমার কে? [ স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল ] তুমি...তুমি...তুমি... অসুরের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা...অসুরের স্বপ্ন...অসুরের আলো... অসুরের মণি...অসুরের মাণিক...ফিরেও তাকালে না তুমি অসুরের পানে...তবে...তবে [ সহসা রুদ্ধমূর্তিতে ] আমি কেন ইন্দ্রের তপ্তরক্তধারা আনন্দে, উল্লাসে,...আকণ্ঠপুরে পান করব না?...করব...করব...অবশ্য করব...! আমি অসুর...আমি দস্যু...আমি রাক্ষস!

[ প্রস্থান। ]

শচী ॥ [ স্বামীর জীবনের আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে, আকুল আবেগে ] আমি যাব! আমি যাব! মেরো না...আমার স্বামীকে মেরো না...আমি যাব! [ বুড়াসুরের পথ অনুসরণ করিলেন ]

\*

\*

\*

ঋষিগণ ছয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং সকলেই শচীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাকে না পাইয়া সকলেই সম্মুখে বলিয়া উঠিলেন “অনুমান মিথ্যা নয়।”

দমন ॥ বৃত্রাসুর তবে শুধু কঙ্কাল নিতে আসে নি...

মেধাতিথি ॥ কঙ্কাল ঐ ইন্দ্রাণীই দিয়েছে সেই অসুরকে...; অসুরবধ হবে শুনে শোননি ইন্দ্রাণীর বিলাপ ?

দমন ॥ কিন্তু ইন্দ্রাণীই বা গেলেন কোথায় ?

মেধাতিথি ॥—বৃত্রাসুর নিয়ে গেছে ।

শঙ্খ ॥—অসুর কেড়ে নিয়ে গেছে অসুরের মেয়ে ।...

দমন ॥ তবে অসুরের পাপ এইবার ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল !...হতে পারেন ইন্দ্রাণী অসুর-নন্দিনী, কিন্তু তিনি দেবতার ঘরগী ! দেবতার রাজরাণী, আমাদের মা ! এবার অসুর আমাদের সেই মাকে হরণ করেছে !

নেপথ্যে ইন্দ্রের স্বর শ্রুত হইল—শচী ! শচী !

ঋষিগণ ॥ কার ঐ আকুল কণ্ঠস্বর ! কে ডাকে...ইন্দ্রাণীকে কে ডাকে ?

বৃত্রের বিপরীত পথে ইন্দ্রদেবের প্রবেশ । দেখা গেল তাঁহার শৃঙ্খল ছিন্ন ।

ঋষিগণ ॥ দেবরাজ ! দেবরাজ !

ইন্দ্র ॥ শচী কই ? শচী কোথায় ?

ঋষিগণ ॥ নাই—নাই—নাই—

ইন্দ্র ॥ কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ইন্দ্রাণী ?

ঋষিগণ ॥ বৃত্রাসুর লুণ্ঠন করেছে !

ইন্দ্র ॥ করেছে ? করেছে ? ও—হো—হো ! তবে আমার দুঃস্বপ্নই সত্য হল ! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার জন্তু ব্যাকুল তার মুখখানি ! শেষে দেখলাম সে ভয়ে কাঁপছে ! তারপর দেখলাম পাশে বৃত্রাসুর ।

সে ইচ্ছাশীলকে আকর্ষণ করছে! শচী আর্তনাদ করে উঠল! আমার হৃৎস্পন্দ ভেঙে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল! কি সাধ্য শৃঙ্খলের যে আমায় বেঁধে রাখে...যখন আমার শচী আর্তনাদে আমায় ডাকে!...আমি ভেঙে ফেললাম...চূর্ণ করলাম লোহশৃঙ্খল...ছুটে এলাম এখানে...কিন্তু...এখানে এসে কি দেখছি! নাই...নাই...সে আমার নাই...এতদিন অমর শুধু দেবগণের ওপরই অত্যাচার করেছে। এবার সে দেবীর, নারীর...উপর অত্যাচার স্থচনা করল! এইবারই তার পাপ পরিপূর্ণ হল! দেবভূমি কেড়ে নিয়েছে সহ করেছে, দেবতার রক্তে মাটি ভাসিয়ে দিয়েছে, সহ করেছে, কিন্তু নারীর ওপর অত্যাচার— [ সহস্রা রুদ্রমূর্তিতে ] কোথায় ঋষি দধীচির নরকঙ্কাল, ত্যাগীর ত্যাগ-অস্ত্র, ব্রহ্মাসুরের মৃত্যু-বাণ?

ঋষ্টার বজ্রহস্তে প্রবেশ

ঋষ্টা ॥ বাণ নয়, বজ্র!...নাও দেবরাজ!

ইন্দ্রদেব ॥ এই অস্ত্র?

ঋষ্টা ॥ হাঁ, এই অস্ত্র। বজ্র! জগতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র...অত্যাচারীর বর্ম।...বিশ্বকর্মার দান নয়...ত্যাগীর দান...জগতের অত্যাচার দমনার্থ ত্যাগীর দান!

ইন্দ্রদেব ॥ [ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া ] ব্রহ্মাসুর! দেবতার ভাগ্য-আকাশের জ্বালাময় কালো মেঘ!...চূর্ণ...দীর্ণ...বিদীর্ণ করব আজ তোমায় আমি!

[ প্রস্থান।

ঋষিগণ ॥ জয় দধীচির জয়! জয় ইন্দ্রদেবের জয়!

পাহাড়ের উপর হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন ।

দম্র ॥ জয় নয়, জয় নয় ।

নাসত্য ॥ পরাজয় ! পরাজয় !

ঋষিগণ ॥ সে কি ? সে কি ?

দম্র ॥ কোথায় সূর্য্য ? কোথায় আমাদের সূর্য্য ?

নাসত্য ॥ অসুরে আবার তাকে হরণ করেছে !

ঋষিগণ ॥ সর্ব্বনাশ ! [ বিষম চাঞ্চল্য ]

ঐষ্ঠী ॥ [ আকুল ভাবে অনুসন্ধান ] সূর্য্য ! সূর্য্য !

দম্র ॥ নাই ! নাই ! সূর্য্য নাই !

নাসত্য ॥ প্রতি কক্ষে খুঁজেছি, পাহাড়ে খুঁজেছি, বনে খুঁজেছি, সে নাই...নাই...!

ঐষ্ঠী ॥ সূর্য্য ! সূর্য্য ! [ গগনভেদী স্বরে ডাকিতে লাগিলেন ]

নেপথ্য হইতে সূর্য্য উত্তর দিল—আমি এসেছি ! আমি এসেছি !

সকলে ॥ ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ সূর্য্য ! সূর্য্য !

রক্তাক্ত-দেহ মুমূর্ষু বলাসুর সূর্য্যকে বহন করিয়া আনিয়া নামাইল ।

সূর্য্য ॥ আমি এসেছি—

বলাসুর ॥ এনেছি...আলোর মেয়ে...আমি...ফিরিয়ে এনেছি !  
[ নামাইয়া দিয়াই মাটিতে পড়িয়া গেল । আঁবার উঠিল ] আমি দুই  
অসুরকেই বধ করেছি...বলেনি...রাজা তাদের বলেনি...ওকে ধরে নিয়ে  
যেতে তবু মিথ্যা ব'লে আমার ফাঁকি দিয়ে ওকে তারা নিয়ে গিয়েছিল ।

আমি তাদের শির নিয়েছি...আমিও মর্মে বসেছি...কিন্তু তবু...তবু তো  
—ফিরিয়ে এনেছি আমার আলোর মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি !

মাটিতে পড়িয়া যাইতেই সূর্য্য তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন ।

সূর্য্য ॥ একি হোল !—ও বুঝি আর বাঁচে না !...[ সকলের প্রতি ]  
বাঁচাও...বাঁচাও...ওকে বাঁচাও...আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ও মরছে—ওকে  
বাঁচাও—

বলাস্থর ॥ আলোর মেয়ে ! আগুনের মেয়ে ! বাঁচব না...আমি  
বাঁচব না ! আমার হয়ে এসেছে । হুঃখ নাই...তাতে হুঃখ নাই...দেখি...  
তোমায় আমি আর একটবার দেখে নি—[ উঠিতে চেষ্টা করিল ]...  
সুন্দর ! কি সুন্দর তুমি !—আর আমি ! [ নিজের দিকে তাকাইয়া  
শিহরিয়া উঠিতেই পড়িয়া গেল ] কালো ! উঃ কি কালো !...তোমার  
জন্ত এত রক্ত মাখলাম...তবু...তবু—সেই কালো ! এখনও—এখনও  
কি তুমি আমায় ঘেঁষা কর ?

সূর্য্য ॥ তোমায় ঘৃণা ?...তুমি আমায় পিতার মত রক্ষা করেছ...  
ভাইএর মতো স্নেহ করেছ...অসহায় নারীকে দেবতার মতো রক্ষা কর্তে  
প্রাণ দিয়েছ !...অস্থর নও...তুমি অস্থর নও...তুমি দেবতা...দেবতারও  
দেবতা !

বলাস্থর ॥—না...না...আমি অস্থর—সেই অস্থর...যে দেবতাকে  
ভালো—বা—সে— ! সেই অস্থর যে দেবতার ভালোবাসা পায় !—  
স্বাজ দেখছি আ—লো ! আ—লো ! আঃ [ মৃত্যু ]

সূর্য্য চোখ মুছিতে লাগিলেন । অস্থর সকলে পাথরের মত

নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

পঞ্চম অঙ্ক



দৃশ্য :—

বৃত্তাস্ত্রের রাজপ্রাসাদমধ্যস্থ “বিলাস ভবন”।

বিলাস-ভবনের পশ্চাতে একটি অতিবিস্তৃত দরজা। সেই দরজা খুলিলে আকাশ দেখা যায়, সে আকাশ আজ ঘনকৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। দরজার ওপারে অলিন্দ, এপারে বর্তমান দৃশ্যের বিলাসভবন। দরজা পার হইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলেই এই বিলাসভবনে প্রবেশ করা যায়। বিলাসভবনের কারুকার্য অতুলনীয়। দেবশিল্প এবং অম্বরশিল্পের সমন্বয়ে এই বিলাসভবন রূপ পাইয়াছে। বৃত্তাস্ত্রের তিনজন বিশ্বস্ততম অমুচর ছিল, তাহাদের নাম পিণ্ড, উরুণ এবং কুষব। তাহারা একটি অভূত আকৃতি পানপাত্র সহ পূর্বোল্লিখিত দরজাপথে বিলাসভবনে প্রবেশ করিল, এবং তিনজন একত্র হইয়া সেই পানপাত্রটি অতি যত্নে, কিন্তু নীরবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পানপাত্রটি রৌপ্যপাতে মণ্ডিত। পরীক্ষার পর যখন তাহারা বুঝিল যে ইহা, জিনিষটি বেশ ভালই হইয়াছে, তখন সেটি তাহারা মন্ত্যধারের পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিল। তাহার পরই তিনজনে উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল, অমনি অম্বরবালাগণ নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

অম্বরত্রয় ॥ নাচো...গাও...স্তুতি...কর! মদে আজ মেদিনী  
ভাসিয়ে দাও! সাঁতারো...ডুব দাও...হাঃ হাঃ হাঃ [ ইত্যাদি প্রকার  
চটুলতা। ]



অসুহরবালাগণের নৃত্যগীত । অসুহরগণের মত্তপান ।

### গান

নাচে মহড়া নাচে প্রাণ,

কথা নীরবে নয়নে নয়ান

আকুল অধরে করিতে চুষন দান ।

শোণিতে আগুন ছুটে,

সঞ্চিত হুধা যত তোমারি তরে ।

নাও গো লুটে ওগো নাও গো লুটে ॥

বুধা কি ফুটে, ( ফুল ) বুধা কি ফুটে ।

পিও পিও তুমি পিও কেন এত অভিমান ॥

নৃত্যগীত শেষে অসুহরবালাগণ যখন অন্তর্হিতা, তখন ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল ।

দেখা গেল দরজা-পথে বৃত্তাসুর দণ্ডায়মান । অসুহরগণ ছুটিয়া

গিয়া সোপানপ্রান্তে মন্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন

করিল । বৃত্তাসুর বিলাসভবনে

নামিয়া আসিলেন ।

বৃত্তাসুর ॥ প্রস্তুত ? [ অসুহরদ্বয় ইঙ্গিতে জানাইল “হাঁ”, কোন কথা না বলিয়া সেই পানপাত্রটি বৃত্তাসুরের সম্মুখে ধরিল । বৃত্তাসুর নির্নিমেষ-নেত্রে পানপাত্রটি তাকাইয়া দেখিলেন । অসুহরদ্বয় উহা তাঁহার হাতে দিতে গেলেন । বৃত্তাসুর সভয়ে একটু পশ্চাদপদ হইয়া বলিলেন ]...না...না...না...থাক...এখানেই থাক ।...আর...শোন...শোন...[ অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, শুধু অসুহরদ্বয়ই তাহা বুঝিল...তাহারা পার্শ্বস্থ কক্ষের একটি পরদা সরাইয়া দিল...দেখা গেল সেখানে দধীচির সেই নরককাল, বলাসুর যাহা অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, দধীচির সেই ককাল দাঁড় করানো

রহিয়াছে, কিন্তু, তাহাতে নরকপাল নাই। বৃত্তাস্থর নিজের অগ্রসর হইয়া তাহা দেখিয়াই আবার পরদা টানিয়া দিলেন এবং সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। অস্থরত্রয়কে পুনরায় বলিলেন... ] ইন্দ্র পালিয়েছে, পালাক্, আমাদের পৌলমী এসেছে। অস্থরের ঘরে আজ অস্থরের মেয়ে এসেছে। তার যেন কোন অসম্মান না হয়... অস্থর-নন্দিনীকে অস্থরের আজ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন কর, সে না গ্রহণ করে, ক্ষতি নাই, কিন্তু তার চোখ বলসে দাও—অস্থরের ঐশ্বর্য্যে, অস্থরের শৌর্য্যে, অস্থরের মহত্বে। কোথায় সে ?

অস্থরত্রয় ॥ সম্রাট-জননীর কাছে।

বৃত্তাস্থর ॥ সে এখন কি বলে ?

পিপ্র ॥ অতি দাস্তিকা ঐ পৌলমী। যে মুহূর্ত্তে শুনেছেন ইন্দ্র লোহশৃঙ্খল ছিন্ন করে পলায়ন করেছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি বলেছেন তবে আর ভয় নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।

বৃত্তাস্থর ॥ বটে!—ফিরে যেতে চায় নি ?

পিপ্র ॥ না। বলেছেন রাত্রি প্রভাতে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন—

বৃত্তাস্থর ॥ প্রভাতের আর কত বিলম্ব ?

পিপ্র ॥ আর অতি সামান্য।

বৃত্তাস্থর ॥ আমি আজ সারাটি রাত ঘুমুতে পারিনি। যখন ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছি, নিদারুণ বিভীষিকায় আতঁনাদ করেছি!...কাল প্রভাতেই ইন্দ্রকে পুনরায় বন্দী করা চাই, তারপর চাই তার ছিন্নশিরের তপ্ত রক্ত...তখন দেখে নেব কোথায় থাকে ঐ পৌলমীর দর্প!...ঐ দর্পিতার দর্প যতক্ষণ

না চূর্ণ করতে পারছি...ততক্ষণ...ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নাই।... দাঁও  
মহুয়া—

পিপ্রা ॥ মহুয়া কেন ? সোমরসই তো আছে আজ !

ব্রাহ্মর ॥ মূর্থ !...সোমরস অস্থর পান করে না...সোমরস অস্থরের  
অস্পৃশ্য...তার ধর্মের নিষেধ। \* ধর্মও কি ভুলে গেছ অস্থর ?...সোমরস  
পান করে দেবতা।

পিপ্রা ॥ [ একটি সোমকলসে সোমরস রক্ষিত ছিল। সেই কলস  
দূরে নিক্ষেপে উত্তত হইল— ]

ব্রাহ্মর ॥ [ ব্রাহ্মর হস্তের ইঙ্গিতে নিক্ষেপ করিতে নিষেধ  
করিলেন। ]...না—। আজ ওর প্রয়োজন আছে বলেই আমি ঐ সোমরস  
সংগ্রহের আদেশ দিয়েছি।—ঐ সোমরসেই পরীক্ষা হবে গৌলমীর দেহে  
সত্যসত্যই কি অস্থরের রক্ত...না...সে রক্ত মিথ্যা।...তুমি দাঁও পিপ্রা...  
আমায় মহুয়া দাঁও।...আজ কি রাত্রি আর প্রভাত হবে না ?—আমার  
চোখে যে ঘুম আসে না। ঘুম আসে না ! [ আসনে যেন অবসাদে  
ভাঙিয়া পড়িলেন। ] পিপ্রা ! দেবতার নারী...এসে নাচুক...দেখব !

পিপ্রার ইঙ্গিত। সমুজ্জলবেশে দেবনর্ভকীগণ আলোর বস্ত্রার মতো প্রবেশ

করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ব্রাহ্মর ঘন ঘন মহুয়া

পান করিতে করিতে বৃষ্টি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

\* \* \* \*

[ সম্রাট নিদ্রামগ্ন বৃষ্টিয়া নর্ভকীরা ও জাহ্নবীর ধীরে অতি ধীরে চলিয়া গেল। ]

---

\* অস্থরদের নিকট সোমরসের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের স্বার্থেদ সংহিতার  
১ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাস্বর ॥ [ ঠিক ঘুমান নাই, তন্ত্রাঙ্কুর হইয়াছিলেন মাত্র । এমন সময় কি একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ] ওকি ? [ চীৎকার করিয়া উঠিলেন ] ওকি ?

ছুটিয়া প্রিঞ্চর প্রবেশ

ব্রহ্মাস্বর ॥ ও কিসের শব্দ ?

প্রিঞ্চ ॥ ঝড় উঠেছে ।...বিষম ঝড় ।

ব্রহ্মাস্বর ॥ সত্যি ?—[ ইঙ্গিতে দরজা খুলিতে আদেশ দিলেন । ] দেখি ! [ দরজা খুলিলে ] আকাশে মেঘ—! কি কালো ! কি নিবিড় কালো !...হাঃ হাঃ হাঃ ও যে আমি ! আমারি বুকের ঝড়...ঐ ওখানে—ঐ আকাশে—! [ ইঙ্গিতে দরজা বন্ধের আদেশ দিলেন । দরজা বন্ধ করিয়া প্রিঞ্চ অতি ধীরে চলিয়া গেল । ব্রহ্মাস্বর অর্দ্ধশয়ান ভাবে আবার চোখ বুজিলেন । \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* এবার দরজায় এক বলক শুভ্র আলোক পড়িল । সেই দরজায় ছায়া পড়িল । সে ছায়া দধীচি ঋষির । প্রথম অঙ্কে বর্ণিত দধীচির হস্তদ্বয় লৌহকীলকে বিদ্ধ করার দৃশ্য । ব্রহ্মাস্বর চমকিয়া উঠিলেন । সত্যে জিজ্ঞাসা করিলেন... ] কে ও ?...ও কি ? ও কি ? দধীচি ?...লৌহকীলক ? রক্ত-উৎস ? কিন্তু তবু তার মুখে চীৎকার কই—আর্তনাদ কই ?—উঃ উঃ উঃ [ দুই হাতে মুখ চোখ ঢাকিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন । ]...ব্রহ্মাস্বর—[ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ঐ দধীচিকে ওখান হইতে সরাইয়া ফেলিতে । পরে চৌখ মেলিয়া ] গেছে । আঃ [ স্বস্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়াই আবার দেখেন সেই দৃশ্য যে দৃশ্বে—দধীচি জলে ডুব দিয়া গাছের শিকড় সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া

রহিয়াছেন। জলে ডুবিয়া মরার সেই দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মাসুর আর থাকিতে পারিলেন না—প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিলেন “পিপ্র”। পিপ্র ছুটিয়া আসিল। ছায়া মূর্তি অন্তর্হিত হইল। ]...সেই মূর্তি। সেই গূর্তি। সেই দধীচি। জলে ডুব দিয়ে দুই হাতে গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে আমার উদ্দেশে হাসছে! ও হো-হো! আমার বাঁচাও! আমার বাঁচাও! [লুটাইয়া পড়িলেন।]

পিপ্র ॥ কোথায় কি দেখলেন সত্ৰাট!

ব্রহ্মাসুর ॥ [ শুধু, ইঙ্গিতে দরজা দেখাইয়া দিলেন। ]

পিপ্র ॥ [ দরজা খুলিয়া দেখিল ] কই? এখানে তো কিছু নেই! হাঁ, বাইরে ঝড় উঠেছে বটে! উঃ কি বিষম ঝড়! [ দরজা বন্ধ করিলেন। ]

ব্রহ্মাসুর ॥ সে আমি বুঝছি...পিপ্র...পিপ্র...সে আমি আমার এই বুকে হাত দিয়েই বুঝছি!...কিন্তু...তবে আমি কি দেখলাম?\*

পিপ্র ॥ হয়ত স্বপ্ন দেখেছেন!

ব্রহ্মাসুর ॥ স্বপ্ন নয়...স্বপ্ন নয়...[ ধীরে অতি ধীরে সেই কঙ্কালের কক্ষের সম্মুখে গেলেন। কিন্তু পর্দা সরাইতে সাহস হইল না, সরিয়া আসিয়া পিপ্রের মুখের দিকে চাহিতেই পিপ্র ঐ কক্ষের সম্মুখে ঘাইয়া পর্দা সরাইল—ব্রহ্ম দূরে সরিয়া মুখ ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ]...আছে?

পিপ্র ॥ আছে।

ব্রহ্মাসুর ॥ ঢাকো। কালু ঐ কঙ্কাল চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর'রো...না...না...সমুদ্র হতে তবে উঠে আসবে...মাটিতে পুঁতে ফেলো—না—না—তাও না—কি কর্ব! আমি ঐ কঙ্কাল নিয়ে কি কর্ব? [ হতাশ হইয়া পড়িলেন ]

পিপ্র ॥ আপনি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন সত্ৰাট!

বৃত্রাসুহর ॥ ঘুম! হা: হা: হা: হা: ঘুম? [অতি করুণ ভাবে]  
কতকাল ঘুমুইনে...ঘুমুতে পারিনে!...রাত্রি কি আজ শেষ হবে না?—  
শেষ হবে না কি আজ এই কালরাত্রি?

পিণ্ড ॥ রাত্রি ভোর হয়েছে। কিন্তু ঝড় উঠেছে।

বৃত্রাসুহর ॥ [আশাশ্রিত হইয়া] ভোর হয়েছে? রাত্রি ভোর হয়েছে?  
[অরিংপদে দরজার কাছে গিয়া প্রথমে দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিলেন,  
পরে ধীরে ধীরে...একেবারে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিলেন। ভোরের আলো  
বিলাসভবনে প্রবেশ করিল। বৃত্রাসুহর অরিংপদেই আবার কক্ষমধ্যে  
আসিলেন।] পিণ্ড...রাত্রি প্রভাত হয়েছে। নিয়ে এস দেবতার রাগী  
পৌলমী—[পিণ্ড চলিয়া গেল। বৃত্রাসুহর ইঙ্গিতে আর একজন অম্বচরকে  
আহ্বান করিলেন। এবার “উরণ” আসিল।]—দেবতার রাগীকে  
সমুচিত অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত কর উরণ! [উরণ চলিয়া গেল। বৃত্রাসুহর  
আবার আর এক ইঙ্গিতে অম্বচর “কুযব”কে আহ্বান করিলেন। কুযব  
আসিলে]—মহয়া! [কুযব চলিয়া গেল। বাণ্ড মৃদুভাবে বাজিয়া উঠিল।  
একে একে এক এক নর্তকী সুরাপাত্র সহ নাচিতে নাচিতে আসিল।  
বৃত্রাসুহর সুরাপান করিতে লাগিলেন। সকল নর্তকী আসিলে...] অম্বরের  
নৃত্যে অম্বরের মেয়েকে বরণ কর...দেখি তার রক্ত তার তালে তালে নাচে  
...কি বিদ্রোহ করে!...আজ আমি দেখব—শুধু দেখব—তার শিরায়  
ধমনীতে কার রক্ত?...অম্বরের না দেবতার!

ঘরপাশে শচী আসিয়া দাঁড়াইলেন। নর্তকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। এ নৃত্য

অম্বরের জাতীয় নৃত্য।...সেই সঙ্গে অম্বরের মেয়েকে অম্বরের ঘরে

বরণ করিবার গান গাহিল।

## গান

এ নব নবীন নূতন পাঞ্জে  
চালো জ্বজি হুধা চালো ।  
শ্রান্ত ক্রান্ত অন্তর পুরে  
আনন্দ দীপ জ্বালো ॥

দূর করে দাও সব সন্তাপ,  
ধূয়ে মুছে দাও মলিনতা পাপ ।  
যাক থেমে যাক রোদন বিলাপ  
ফুটাও হাসির আলো ॥

প্রণয় উদাসী যেবা উন্নয়না,  
মিলন হেলায় মিলুক সে জনা  
বিসরি বিবাদ বিরহ বেদনা  
সবারে বাসগো ভাল ॥

নাচিতে নাচিতে গায়িতে গায়িতে নর্তকীরা শটীকে বরণ করিল ! শটী ও বৃত্তাস্বর  
পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন । শটীকে দেখিয়া মনে হইল  
মহামহিমাম্বিতা স্বামী-গর্বে-গর্বিতা সত্ৰাজীর মতো । চোখেমুখে  
তাহার দৃঢ়তা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিল ।...সে ভুলনায়  
বৃত্তাস্বরকে বিশেষ দুর্বল মনে হইতে লাগিল । বৃত্তাস্বর  
মুখ নামাইলেন । অস্ত্রদিকে চাহিয়া রহিলেন । শটী,  
ধীরে ধীরে, কক্ষমধ্যস্থ সিংহাসনে হেলান দিয়া  
দাঁড়াইলেন । নৃত্যগীত শেষ হইল ।

বৃত্তাস্বর ॥ পৌলমীর জয় হোক ।

শটী ॥ হিন্দুর জয় হোক ।

ব্রহ্মাসুর শিহরিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মাসুর ॥ তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমার মৃত্যু কামনা কর পৌলমী ! বল ! বল !

শচী ॥ আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি অসুর-সম্রাট !—

ব্রহ্মাসুর ॥ তার অর্থ ?

শচী ॥ তার অর্থ এই...তুমি দেবভূমি দেবতার হাতে ফিরিয়ে দাও।  
ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার দেশে যাও—

ব্রহ্মাসুর ॥ সে দেশ কি শুধু আমারি ? তোমার নয় ?

শচী ॥ হাঁ, সে দেশ আমার।...আমার পিতার।...কিন্তু...আমি তো আমার পিতার রাজ্য ফিরে চাই নি ! আমি তার সকল দাবী সেই দিনই তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যেদিন দেখেছি তুমি আমার দেশের আমার জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে...জগৎ...তেজে...মহত্বে !

ব্রহ্মাসুর ॥ বুধা এ তর্ক পৌলমী ! দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চিরকাল চলেছে... চিরকাল চলবে...তর্কে তার মীমাংসা হবে না...মীমাংসা হবে অস্ত্রে,... আবেদনে নয়, নিবেদনে নয়, মীমাংসা হবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি-সাধনায়। ও কথা থাক্। অসুরের মেয়ে তুমি...অসুরের গৃহে এসেছ...অসুরের আজ পরম ভাগ্য, চরম আনন্দ !—যদি সত্য সত্যই অসুরকণ্ঠ বলে নিজের জন্মের ওপর তোমার ঘৃণা না এসে থাকে...তবে অসুরের অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ কর্তে পার্কে বলেই মনে করি।

তাহার ইঙ্গিতে এক অহরকণ্ঠ একপাত্র স্রবী ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল।

শচী ॥ আমি এখানে মাতাল হতে আসিনি সম্রাট !\*

ব্রহ্মাসুর ॥ মহয়ার মধু—



শচী ॥ ঘৃণা করি !

ব্রহ্মাসুর ॥ বটে ! সত্যি ?

শচী ॥ [ ঘৃণায় নির্ঝাক রহিলেন ]

ব্রহ্মাসুর ॥ অসুর কত্ৰা !... মছয়ার মধু... অপমান করো না ওকে...

শচী ॥ তুমি আমায় অপমান করো না সস্ত্রাট !

ব্রহ্মাসুর ॥ উত্তম—[ তাঁহার ইঙ্গিতে এক দেবদাসী সোমরসের কলস হইতে সোমরস এক সুরাপাত্রে ঢালিতে গেলৈ—] ও পাত্র নয়...ও পুরানো পাত্র নয়, [ ইঙ্গিতে, দৃশ্যের প্রথমেই বর্ণিত সেই অদ্ভুত সুরাপাত্র দেখাইয়া দিলেন ] ঐ নূতন—[ দেবদাসী সেই নূতন পাত্রে সোমরস ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল ]...

শচী ॥ [ প্রচণ্ড বিরক্তিতে ] না—না—না—

ব্রহ্মাসুর ॥ কেন ?

শচী ॥ মছয়া আমি পান করিনা...এ কথা আমাকে কতবার বলতে হবে সস্ত্রাট ?

ব্রহ্মাসুর ॥ ও মছয়া নয় ! মছয়া নয়...!

শচী ॥ তবে ?

ব্রহ্মাসুর ॥ সোমরস । দেখছ না ও লাল নয়, দুধ-সুত্র !

শচী ॥ হোক...

ব্রহ্মাসুর ॥ সোমরস দেবরমণীদের অতি পরম প্রিয় পানীয়, অসুর হলেও আমি তা জানি...অসুর-সস্ত্রাট ইচ্ছাণীকে সেই সোমরস দিয়েই অভ্যর্থনা করছে ।...তবে কি সোমরস পান না করে তোমার দেবত্বের দাবী পরিত্যাগ কর্লে পৌলমী ?

শচী ॥ কখনো নয় ।...[ দেবদাসীর হাত হইতে পানপাত্র লইয়া পান করিতে বাইয়াই পানপাত্রটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া পান স্থগিত রাখিয়া উহার বিশেষত্বই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ]

বৃত্রাস্থর ॥ কি দেখছ পৌলমী ?

শচী ॥ কিন্তু এ তৌ দেবতার পানপাত্র নয় !

বৃত্রাস্থর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ দেবতার ! দেবতার !...ঐ পানপাত্রটির প্রতিটি রেণু-পরমাণু দেবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিবে প্রস্তুত ।...তোমার অভ্যর্থনায় আজ ঐ পানপাত্রটিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ্য ।

শচী ॥ বটে ! বেশ । [ সোমপান । ]

বৃত্রাস্থর ॥ [ তিনিও মছয়া পান করিলেন । ] এ অতি চমৎকার ব্যাপার ।...দেবতা পান করে সোমরস, অস্থর পান করে মছয়া ।...কোনটি বেশী মিষ্টি কেউ বলতে পারে না । কারণ দেবতা কখনো মছয়া পান করে না, আর অস্থরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত সে কখনো সোমরস পান করে না...করে ?

শচী ॥ [ এই ব্যঞ্জে একেবারে ছাইএর মতো সাদা হইয়া গেলেন । ]

বৃত্রাস্থর ॥—করে ?

শচী ॥ [ তথাপি নীরব রহিলেন । ]

বৃত্রাস্থর ॥ [ উত্তেজিত ভাবে ]...বল অস্থর-নন্দিনী ! অস্থরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত, সে কি কখনো সোমরস পান করে ?...করে ? করে ?

শচী ॥ [ চেষ্টা করিয়া উত্তর দিবার জ্ঞ প্রস্তুত হইলেন । ]

বৃত্রাস্থর ॥ সোমরসেও মাদকতা আছে শুনেছি, এখন দেখছি,

সত্য সত্যই আছে। তুমি মাতালের মতো একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে  
রয়েছ যে পৌলমী!... আমার প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে পাচ্ছ না! অদ্ভুত!

শচী ॥ কি বলব আজ আমার স্বামী এখানে উপস্থিত নাই। যদি  
থাকতেন—

ব্রহ্মাসুর ॥ [ ব্যঙ্গময় তীর দৃষ্টিতে ] হাঁ, নাই-ই বটে...সত্যই তো  
বড়ই দুঃখের বিষয়!...আমি ভেবেছিলাম তিনি যে আমার কারাগার  
হতে পলায়ন করেছেন, সে তোমার বিশেষ আনন্দেরই কারণ হয়েছে...  
কিন্তু সে কি তবে আমার ভুল?... যাক...সে কথাও যাক!...তা...তিনি  
কি করতেন, যদি এখানে বন্দী হয়েই হাজির থাকতেন?

শচী ॥...উত্তর দিতেন!...সেই আর্থ্য তোমার ঐ অনার্থ্য প্রশ্নের  
উত্তর দিতেন।...কিন্তু যখন তিনি নাই, তাঁর সহধর্মিণীই ওর উত্তর  
দেবে। আর্থ্যের বিবাহ পতিপত্নীর এক অধূর সমন্বয়। সে বিবাহে  
পতির ধর্ম পত্নীর ধর্ম ডুবে যায়, পতির কুল্যাচারে পত্নীর কুল্যাচার লুপ্ত  
হয়, পতির অস্তিত্বের মাঝে পত্নীর অস্তিত্ব আত্মবিসর্জন দেয়।...হই না  
কেন আমি অসুর-নন্দিনী, তবু...যখন আমি আর্থ্যপত্নী, তখন আমার  
ধর্ম, আর্থ্যধর্ম, আমার শিক্ষা আর্থ্যের শিক্ষা, আমার দীক্ষা আর্থ্যের  
দীক্ষা।...আর আজ তাই ঐ...ঐ সুরা আমার অস্পৃশ্য...এই সোম  
আমার দেবতা! \* কই সোমরস? দাও সোমরস [ সোমপান ]

ব্রহ্মাসুর ॥ স্তম্ভিত হলাম, তোমার উত্তর শুনে আজ স্তম্ভিত হলাম।  
[ ক্ষণকাল থামিয়া ] তবে তোমায় সত্যসত্যই আমরা হারিয়েছি পৌলমী?

\* বেদে সোম দেবতা রূপে পূজিত হইত।

—না, মূৰ্খ আমি...তাই আবার এ প্রশ্ন করছি।...যে উত্তর এর মধ্যেই পেয়েছি, তা অতি বিশদ অতি প্রাঞ্জল।...তোমার আর্থ্য এখানে উপস্থিত থাকলে ওর চাইতে কখনই ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। তিনি শুধু এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ...সে...পলায়নে, হাঃ হাঃ হাঃ।

শচী ॥ পলায়নে?—[সগর্বে] শুষ্ক দৈত্যকে বধ করেছে কে? নমুচিকে বধ করেছে কে? শম্বরের নবনবতি দুর্গ ধ্বংস করেছে কে?

ব্রহ্মাসুর ॥ ইন্দ্র!...হাঁ সেই ইন্দ্র...যিনি কৃষ্ণাসুরকে বধ করে, যাতে তার আর পুত্র না হয়, এই জন্ত তার গর্ভবতী ভাৰ্য্যাদিগকেও হত্যা করেছিলেন।\* বীর বটে!—

শচী ॥ শতবার! মহত্ববার!...অত্যাচারী যে...মদগর্ভিত যে...তিনি তাকে সবংশে নিধন করেছেন।...কিন্তু তিনি নিজের পিতৃতুল্য বৃদ্ধ রাজাকে তার কন্ঠার লোভে হত্যা করেন নি...সেই কাপুরুষোচিত হত্যার গর্ব...সেই লালসাপ্রণোদিত হত্যার গৌরব...শুধু তোমার...আর কারো নয়! 'শুধু তোমার!'

ব্রহ্মাসুর ॥ হাঁ, আমার।...চিরকাল এই গর্ব এই গৌরব আমার অক্ষয় হয়ে থাক্। যুগে যুগে লোকে জানুক পৌলমী নামে অসুরের ঘরে ছিল এক নীলমাণিক।...সেই নীলমাণিকে দেবতারও চোখ ঝলসে যেত। সেই নীলমাণিক ছিল অসুরের কুলপ্রদীপ।...পুলোমন নামে একজন রাজা অসুরের ঘর আঁধার করে অসুরের সেই মাণিক দেবতার মুকুটে বসিয়ে দিতে গিয়েছিল...অসুরের শাশিত ছুরিকা ক্ষেপে উঠল...পুলোমন

শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ণ!—সেই পুলোমন প্লেইলমীর পিতা।  
 আর কুলকলঙ্ক সেই পুলোমনের হত্যাকারী অসুর... আমি।... লজ্জা কার?  
 তোমার পিতার না আমার? আর লালসা? লালসাই বটে!...  
 লালসাই যদি হ'ত [বলিতে বলিতে ব্রহ্মাসুর বিষম উত্তেজিত হইয়া  
 উঠিলেন] তাহলে দধীচির সাধ্য ছিল না তোমায় আমার গ্রাস হতে  
 রক্ষা করে, দধীচির সাধ্য ছিল না ইন্দের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়,  
 ইন্দের সাধ্য ছিল না তোমায় রক্ষা করে, তোমার সাধ্য ছিল না আজো  
 সীমন্তে তুমি সিন্দূর পর, দেবতার ..ঋষির .. সাধ্য ছিল না ..আমায় বাধা  
 দেয় আজ যদি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করি!...এতদিন কে তোমায় রক্ষা  
 করেছে? কে তোমার স্বামীকে রক্ষা করেছে?...[গুলার স্বর কাঁপিতে  
 লাগিল...] সে আমার...সে আমার প্রেম—তোমার প্রতি আমার  
 অক্ষয় অনন্ত প্রেম! আমি তোমায় চেয়েছিলাম...চিরদিন চেয়েছি...  
 আজো চাই...

শচী ॥ আজো চাও?

ব্রহ্মাসুর ॥ “আজো চাই, চিরকাল চাইব, জীবনের প্রতিমুহূর্তে চেয়েছি,  
 মরণের শেষ মুহূর্তেও চাইব ..কেন চাইব না?...কেন তুমি অসুরের ঘরে  
 এসেছিলে? আমার শৌর্য আছে, শক্তি আছে, প্রতিভা আছে, আর  
 সে ছিল প্রথম যৌবন...তাই তোমায় জীবনের সাথীরূপে পত্নীরূপে  
 চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি...বান্ধবীরূপে চেয়েছিলাম, শত্রুতা পেয়েছি,  
 কেন...কেন তুমি অসুরের ঘরে এসেছিলে...যদি এসেছিলে কেন তুমি  
 আমার জ্বী হও নি, ঋদ্ধবী হও নি...ভালোবাস নি। কোর্নি ভাবেই যখন  
 আমার ধরা দিলিনে, তখন তুই আমার মা হয়ে জন্মালি না কেন পাষণী?”

তোর স্নেহ পেতাম তোর শাসন পেতাম, তোর আদর পেতাম,—জীবন  
ধন্য হোত, সার্থক হোত !

শচী ॥ আজ্ঞে এই ক্রন্দন...এই প্রলাপবচন নিবর্থক . আজ যদি কোন  
কাম্য থাকে সে সর্বলোকের মঙ্গল, . দেবতার অস্থুরেব উভয়ের । আর  
সে মঙ্গল নির্ভর কর্ছে তোমার ওপর । তুমি দেবভূমি দেবতার হাতে  
ফিরিয়ে দাও...ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার নিজের দেশে যাও—

বৃদ্ধাস্থর ॥ চাই না মঙ্গল পৌলমী ! আমি কোন মঙ্গল চাই না ।...  
এই যদি তোমার কথা হয়, সে কথা থাক্ । তুমি সানন্দে সোমপান কর,  
আমি সানন্দে মহুয়া পান করি !

শচী ॥ স্নাজ তবে তোমার মৃত্যু . বৃদ্ধাস্থর ! অস্থুর-সত্রাট ! আজ  
তবে তোমার মৃত্যু...! তোমার সেই দুর্নিবার নিয়তি আমার চক্ষুর সন্মুখে  
ভেসে উঠছে ! [ যেন স্বপ্ন দেখিয়া ] সর্বনাশ ! সর্বনাশ !

বৃদ্ধাস্থর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [ অট্টহাস্য ]

শচী ॥ [ বৃদ্ধের পরিণাম ভাবিয়া তথনি তাহার সন্মুখে নতজানু  
হইলেন ] দাও ! দাও ! দেবভূমি দেবতাকে ফিরিয়ে দাও ! ফিরিয়ে  
দিয়ে তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও !

বৃদ্ধাস্থর ॥ সে হবে আমার পরাজয় ।...বৃদ্ধাস্থর চায় জয়, জয়ের পর  
জয় ! চিরকাল জয় !...আর মৃত্যু ?...হাঃ হাঃ হাঃ ঐ দেখ—[ ছুটিয়া  
গিয়া পর্দা সরাইলেন । নরকঙ্কাল দেখা গেল ]...মৃত্যুবাণ হরণ করেছি !  
মৃত্যুবাণ হরণ করেছি !... করি নি ?

শচী ॥ তবে তুমিই সেদিন চুরি করে এনেছ সেই নরকঙ্কাল ?

বৃদ্ধাস্থর ॥ \* চুরি নয়, ওর নাম আত্মরক্ষা ! হাঃ হাঃ হাঃ...

শচী ॥ ব্রহ্মাসুর! ব্রহ্মাসুর! সত্যই কি এ দধীচি ঋষির কঙ্কাল?

ব্রহ্মাসুর ॥ [চাপা আনন্দে] হাঁ—

শচী ॥ তবে ওতে নরকপাল কই?

ব্রহ্মাসুর ॥—মস্তক? মুণ্ড?

শচী ॥ হাঁ—

ব্রহ্মাসুর ॥ তাও আছে। তবে প্রাচুর্য!

শচী ॥ কোথায়? কোথায়? দাও! আমার দাও! আমি পূজা করব। ঐ ঋষি আমার গুরু, আমার অভিভাবক... আমার পিতা!... জীবনের শিক্ষা ওঁর হাতে, দীক্ষা ওঁর হাতে... ওঁর কাছেই মানুষ হয়েছি, অমৃতের কথা হলেও নিজের কণ্ঠার মতো আমার লালন করেছেন পালন করেছেন ভালোবেসেছেন!... দাও! দাও! সেটি আমার দাও!

ব্রহ্মাসুর ॥ দেব... কিন্তু... তার জন্ত তুমি অত অস্থির হচ্ছে কেন পৌলমী?

শচী ॥ আমি দেখব! আমি দেখব! যখন তিনি বেঁচেছিলেন, তাঁর সেই শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখে আশ মিটত না।... দেবতার জীবন রক্ষার্থে যখন প্রাণবলি দিলেন, তখনো তাঁর মুখে সেই যে ভাগের মহিমাময় জ্যোতি দেখেছিলাম, তা অপূর্ণ! অভূতপূর্ণ!... ঐ নরকঙ্কাল তাঁর সেই পুণ্যমহিমার শেষ স্মৃতি!... আমি দেখব! আমি পূজা করব!

ব্রহ্মাসুর ॥ [দেবদাসীকে ইঙ্গিত... দেবদাসী সেই অভূত সোমপাত্র সোমরস ঢালিয়া পৌলমীর সম্মুখে ধরিল] সোমরস পান কর। তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হয়েছ মনে হচ্ছে... সোমরস পান করে অস্থির হও তারপর দেখ—

শচী ॥ [ দ্বিক্ৰান্তি না করিয়া সেই অদ্ভুত সোমপাত্রে সোমপান করিয়া ]  
...দেখাও !

বৃত্রাসুৰ ॥ [ কঙ্কাল দেখাইয়া [ ঐ তার কঙ্কাল—ঐ যে সেই পাজরার  
হাড় ! সবকটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে !...ঐ যে দক্ষিণ হস্ত...ঐ যে...তাই তো  
বাম হস্ত কই ? [ চমকিয়া উঠিলেন ! ]

শচী ॥ [ আতঙ্কে আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—] ও-হো-হো !

বৃত্রাসুৰ ॥ ওকি ? আৰ্ত্তনাদ কর্ছ কেন পৌলমী ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি ।...কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুৰ ॥ জানো ? তুমি জানো ? কোথায় ? তাই তো...দেখছি  
না তো ! কোথায় ? কোথায় ? বামহস্ত কোথায় ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি—কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুৰ ॥ [ সেই অদ্ভুত সোমপাত্রটির রোপ্যাবরণ উন্মোচন করিয়া ]  
এই যে !

শচী ॥ দস্য ! রাক্ষস !...আমার পরম পূজ্য পিতৃপ্রতিম ঋষির  
মস্তকের ঐ অবমাননা ?

বৃত্রাসুৰ ॥ হাঁ—! শুধু তাই নয়...অসুৰ-কন্যা যখন সোমরস পান  
করে, তখন সে পিতার মুণ্ড-পাত্রেই পান করে ইন্দ্রাণী !—হাঃ হাঃ হাঃ...

শচী ॥ ও—হো—হো—!

সিংহাসনে লুটাইয়া পড়িলেন ।

বৃত্রাসুৰ ॥ পিণ্ড !—বামহস্ত অহুসন্ধান কর—দেখ—দেখ—বাম  
হস্ত কোথায় ?



শচী ॥ আমি জানি...আমি জানি !

ব্রহ্মাসুর ॥ বল—বল—

আকাশে মেঘগর্জনে হইতে লাগিল ।

শচী ॥ আমি বলব না—

ব্রহ্মাসুর ॥ তোমাকে বলতেই হবে—

দৃঢ় মুষ্টিতে শচীর হাত ধরিলেন ।

শচী ॥ স্বামি ! ওগো ইন্দ্রদেব ! কোথায় তুমি ! দেখে যাও  
ত্যাগীশ্রেষ্ঠ ঋষিবরের অবমাননা...দেখে যাও ইন্দ্রাণীর অবমাননা—

ব্রহ্মাসুর ॥ [ পাগলের মতো ] বামহস্ত কই ? বামহস্ত কোথায় ?

দরজায় ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব । হাতে বজ্র ।

ব্রহ্মাসুর ॥ [ শচীকে ] বল...বল, নারী • দধীচি ঋষির বামহস্তের  
অস্থি কই ?

ইন্দ্র ॥ আমার হাতে ।...চাও ?

ব্রহ্মাসুর ॥ [ উদ্ভাদের মতো ] চাই—চাই—[ শিহরিয়া উঠিয়া কাঁপিতে  
কাঁপিতে ] না—না—না !

ইন্দ্রদেব ॥ না বললে শোনে না—এর নাম বজ্র ! অত্যাচারী “না”  
বললে “বজ্র” শোনে না—ত্যাগী-শ্রেষ্ঠের ত্যাগসাধনায় লক্ষ এই অস্ত্র তোমার  
বক্ষ বিদীর্ণ করে জগতে মেঘগর্জনে ঘোষণা করুক অত্যাচারী ! সাবধান !—

বজ্র নিক্ষেপ । নিক্ষেপ মাত্র ব্রহ্মাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ হইল । আকাশের

মেঘও বিদীর্ণ হইয়া বিদ্যুৎবলক প্রকাশ পাইল ।



প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ :—

পরিচালক—দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড

শিক্ষক—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহঃ শিক্ষক—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

নৃত্য শিক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হারমোনিয়াম বাদক—শ্রীসন্তোষকুমার দাস

বংশীবাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত—শ্রীহরিপদ দাস

স্মারক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রদেব—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ

দম্ভীচি—শ্রীঅপরেশচন্দ্র ঘোষ

অশ্বিনীকুমারদত্ত—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ

বৃষ্টি—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

ব্রজাসুন্দর—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

বল্যাসুন্দর—শ্রীসন্তোষকুমার দাস

পিপ্র—শ্রীধগেন্দ্রনাথ দাস

উন্নয়—শ্রীসন্তোষকুমার শীল

কৃষক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ଦେବଗଣ } ଶ୍ରୀଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ  
ଓ } ଶ୍ରୀଧରଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵର ପ୍ରଭୃତି

ସ୍ଵାସିଗଣ—ଶ୍ରୀପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜଳାଲ ସେନ  
କୁମାର କନକ ନାରାୟଣ ଭୂପ ପ୍ରଭୃତି

ଅସ୍ଵରଗଣ—ଶ୍ରୀତୁଳସୀଚରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ  
ଶ୍ରୀନୀଳକଣ୍ଠ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଭୃତି

ଶଙ୍ଖ—ଶ୍ରୀମତୀ ନିତାନନୀ

ଢ଼ବା—ଶ୍ରୀମତୀ ନୀହାରବାଳା

ମୂର୍ଦ୍ଧା—ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶିଳାବାଳା

ରୈତୀ—ଶ୍ରୀମତୀ ତାରକବାଳା

ସରସା—ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖାବାଳା

ଦେବୀଗଣ ଓ ଅସ୍ଵରବାଳାଗଣ—ଶ୍ରୀମତୀ ତାରକବାଳା, ରେଖାବାଳା, କମଳା,  
ଢ଼ବା, ପଟ୍ଟଳ, ସତ୍ୟ, ମଣିବାଳା, ସୁବାସିନୀ ପ୍ରଭୃତି ।

# ঐহিকার প্রণীত মুক্তির ডাক

একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাক্ষ নাটক

[ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ]

“মুক্তির ডাক” সম্বন্ধে অভিমত :—

স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-ল :—

“মুক্তির ডাক আমার খুব ভাল লেগেছে।.....এখানি  
একখানি Drama...বাঙলা সাহিত্যে নাটক এক রকম নেই বলেই হয়।  
আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।”

মূল্য ছয় আনা মাত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

# চাঁদ-সদাগর

পঞ্চাঙ্ক নাটক—মূল্য এক টাকা।

আর্ট থিয়েটার লি: পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

নাটকসম্বন্ধে, (৬ই আশ্বিন ১৩৩৪)—“নাটকখানি শুধু ‘মনোমোহনে’ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন।...পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটিক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।”

কল্লোল, (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)—“বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্ত।...নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীবুদ্ধ মন্থণ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে।...তাঁর কলমের কাজ শুধু হুম্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।...নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।”

আত্মশক্তি, (৪ঠা কার্তিক ১৩৩৪)—“নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেচে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।”

আনন্দবাজার শত্রিক, (২৬।২।২৭)—“কি ভাষার দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কণে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন।...বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাথা অতীত স্মৃতি এই “চাঁদ-সদাগর” শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।”

সেমিরেমিস (নাট্যগ্রন্থ)—১১

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,  
২০৩।১।২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা



-

.

.

.

.

.

,





